পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক

আমীনা

(নাটক)

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা, ৫নং. উড ষ্ট্রীট হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

PRINTED BY B. N. CHATTERJEE
AT THE
KUSUMIKA PRESS
52/7, Bowbazar Street, Calcutta.
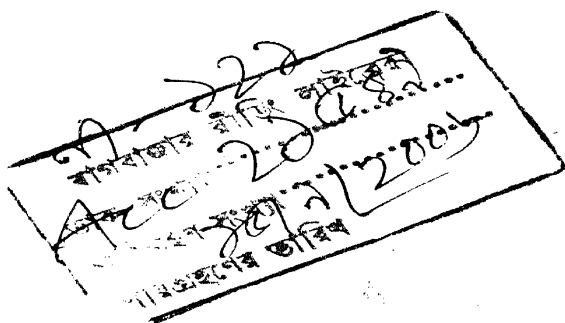
ভূমিকা

যাহাতে বঙ্গীয় মুসলমানগণ স্বীয় ও হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন ও হিন্দুরা ইস্‌লামের উচ্চতত্ত্ব সকল অবগত হইয়া মুসলমান ভ্রাতাকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে এই নাটকখানি প্রকাশিত করিলাম।

৫নং উড্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
২৬শে মে ১৯২৭

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উৎসর্গপত্র

হিন্দু-মুসলমানে সমপ্রীতি

ভগিনীপতি

৺আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উদ্দেশে

আমীনা উৎসর্গ করিলাম

ক্ষীরোদ
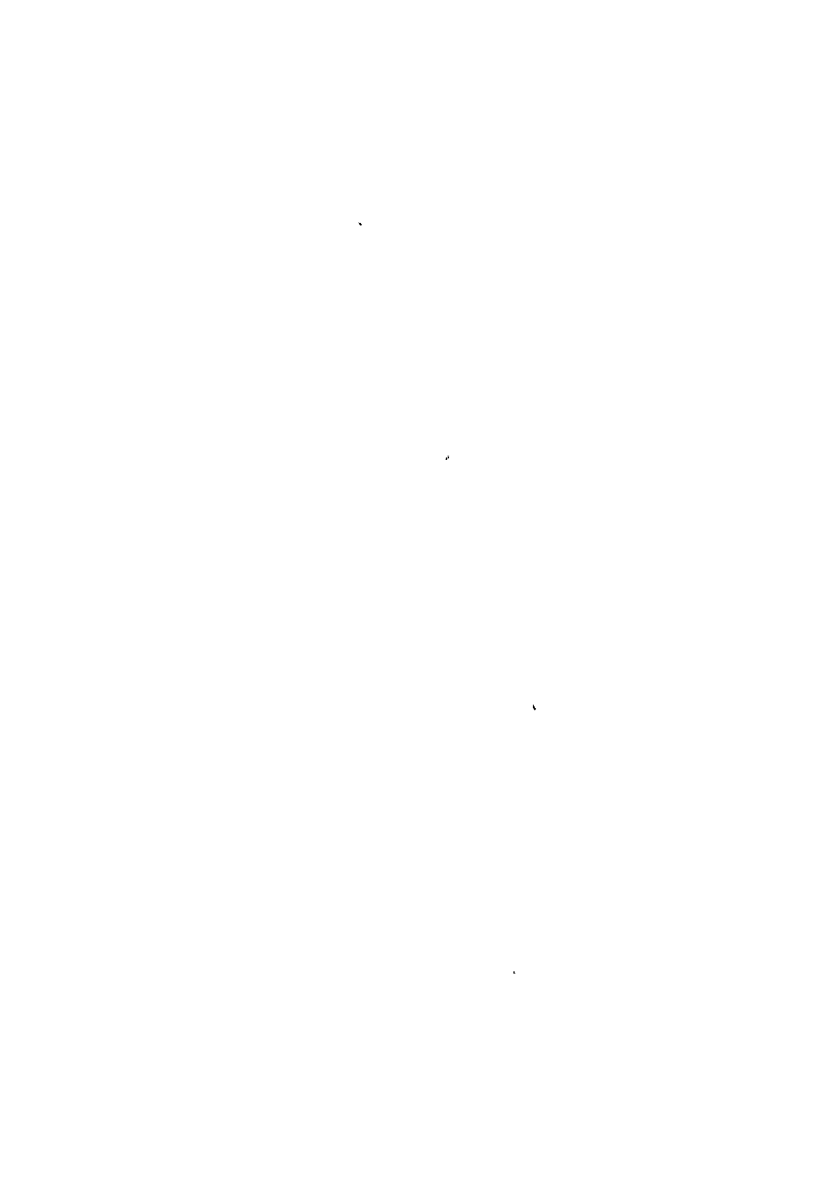
নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নজীব খাঁ	...	জমিদার।
হলীমা	...	ঐ স্ত্রী।
শুজাউদ্দীন	...	হলীমার পূর্ব্ব পক্ষের পুত্র।
সলীমা	...	ঐ ঐ কন্যা।
আমীনা	...	ঐ মৃতা ভগিনীর পিতৃহীনা কন্যা।
মুনঈম খাঁ	...	জমিদার, নজীব খাঁর ভ্রাতা।
জোঃরা	...	মুনঈমের স্ত্রী।
করীমা	...	ঐ কন্যা।
রহীম খাঁ	...	নজীবখাঁর পিতৃমাতৃহীন ভাগিনেয়।
আবিদউল্লা	...	ঐ মাতুলের পৌত্র।
মঃমূদ বা মামুদু	...	ঐ ভৃত্য।
ইব্রাহীম খাঁ	...	উকীল, রহীমখাঁর বন্ধু।
কাজী	...	জোঃরার মাতামহ।

আমীনা

প্রথম অঙ্ক।
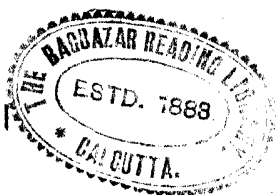
প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা, নজীব খাঁর অন্তঃপুর।

নজীব খাঁ ও হলীমা।

হলীমা। তুমি ত আমার প্রথম স্বামীকে দেখ নি, কি ক'রে জান্‌লে তিনি বদ্‌সুরৎ[১] ছিলেন ?

নজীব। তা আর জানা যায় না, তোমার এই চল্লিশ বছর বয়েস হ'ল, এখনও তোমার এই রূপ, তোমার ছেলে মেয়ে ত তেমন হয় নি।

হলীমা। আমার ছেলে মেয়ে কি বিশ্রী ?

নজীব। সলীমা কি আমীনার কাছে দাঁড়াতে পারে ?

হলীমা। আমীনার উপর তোমার নজর পড়েছে নাকি ?

নজীব। তৌবা তৌবা[২]! আমি তাকে নিজের মেয়ের মত দেখি।

হলীমা। মুখ দিয়ে বেফাঁস কথা বেরিয়ে গেছে, মাফ করো।

১। বিশ্রী। ২। রাম রাম

নজীব। হয়েছে হয়েছে। তুমি আমাকে ভালবাস বলেই ত ওকথা বলেছ।

হলীমা। তোমার বিশ্বাস হয় আমি তোমাকে ভালবাসি ?

নজীব। খুব হয়, আমি তোমাকে জানের চেয়ে পিয়ারী[১] দেখি, তুমি কি আমাকে ভাল না বেসে থাকৃতে পার ?

হলীমা। সত্যি তুমি আমাকে জানের চেয়ে পিয়ারী দেখ ?

নজীব। তোমার কি রকম বোধ হয় ?

হলীমা। তোমার মুখের সাম্‌নে বলি ?

নজীব। বলই না।

হলীমা। আমি দুই সন্তানের মা হ'য়ে তোমার কাছে এসেছিলাম ; তখন আমার জোয়ানী[২] ও ছিল না, রূপেও ভাঁটা পড়েছিল। কিন্তু তুমি আমাকে যে রকম নেক নজরে[৩] দেখেছিলে, এখনও দেখ, তেমনটি আমার প্রথম স্বামীও দেখেন নি। আমার ছেলেকে তুমি কখনও পরের ছেলে মনে করনি। এত খরচ করে তুমি তাকে বিলেতে তালীমের[৪] জন্যে পাঠিয়েছ—

নজীব। চুপ্ কর চুপ্ কর, আর বল্‌তে হবে না।

হলীমা। আজ যখন জিভের লাগাম খুলিচি, মনের সব কথা খোলশা করে বল্‌বো। আমার মেয়েকে তুমি যে রকম যত্ন করে লেখাপড়া শিখিয়েছ, সাহেবরাও তাদের মেয়েদের তেমন শেখায় না। যা'ক্ ওরা যেন আমার ছেলে মেয়ে, আমি যখন তোমার বাঁদী[৫]—

নজীব। তুমি আমার মাথার তাজ।

হলীমা। আমার বোনের ঐ য়েতীম[৬] মেয়েটি ত তোমার কেউ

১। প্রাণের চেয়ে প্রিয়। ২। যৌবন। ৩। সুনজরে। ৪। । শিক্ষা
৫। দাসী। ৬। পিতৃমাতৃহীনা।

নয়, ওকেও তুমি যে রকম লেখাপড়া শিখিয়েছ, সে কালে বাদশাদের মেয়েরাও সে রকম শিখ্‌তেন কি না সন্দেহ।

নজীব। সলীমাকে শিক্ষা দেয়া আমার ফর্জ্জ[১] তার সঙ্গে ও বেচারীও তালীমের ফায়দা[২] পেয়েছে, এতে আমার বাহাদুরীটে কি হয়েছে?

হলীমা। তুমি বাহাদুরী দেখ্‌তে পাওনা, এই তোমার বাহাদুরী।

নজীব। ওদের কিন্তু বেথুন স্কুলে দেয়া ভাল হয়নি।

হলীমা। কেন?

নজীব। হিঁদু মেয়েদের সঙ্গে মিসে ওদের ধরণ ধারণ, কথাবার্ত্তা হিঁদুদের মতন হয়ে গেছে।

হলীমা। ওরা ত অনেক দিন স্কুল ছেড়েছে। এইবার ছেলে মেয়েদের শাদীর[৩] বন্দোবস্ত কর।

নজীব। সে ত হ'য়েই রয়েছে। সলীমার সঙ্গে রহীমের, শুজার সঙ্গে আমীনার বিয়ে দেব।

হলীমা। রহীম কোথায় ডাক্তারী কর্‌বে?

নজীব। কোথায় আবার করবে; এই খানেই।

হলীমা। তবে ওকে লক্ষ্ণৌ এ পড়াতে পাঠিয়েছিলে কেন?

নজীব। লক্ষ্ণৌ থেকে দীন[৪] ধরম, কথাবার্ত্তা, আদব কায়দা ভাল করে শিখে আসবে বলে।

হলীমা। দেখ, সে কি বলে।

নজীব। বল্‌বে আবার কি? তুমি তাকে মানুষ করেছ, তুমি যা বল্‌বে সে তাই করবে। তুমি যেমন শুজা থেকে ওকে আলাদা নজরে দেখ নি, ওরও তেমনি মা থেকে আলাদা নজরে তোমাকে দেখা উচিত নয়।

১। কর্ত্তব্য। ২। লাভ। ৩। বিবাহের। ৪। ধর্ম্ম।

হলীমা। ও যে আমার শুজার হম্‌উম্‌র[১]।

নজীব। তুমি বরং শুজার চেয়ে ওকে বেশী মহব্বৎ[২] কত্তে।

হলীমা। আহা ছেলে ত নয়, যেন পদ্ম ফুল।

নজীব। বেজায় বদ্‌রাগী।

হলীমা। পদ্ম ফুলেও ত কাঁটা থাকে।

নজীব। ওঠ, নেমাজের ওক্ত হ'ল যে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সলীমা ও আমীনার প্রবেশ)

সলীমা। আমার সঙ্গে ওঁর যে সম্পর্ক বাপ না বলে চাচা বলাই ভাল।

আমীনা। না ভাই, উনি হয় ত দুঃখিত হন্।

সলীমা। পশ্চিমে ত অনেকে বাপকে চাচা বলে।

আমীনা। তুই ওঁকে পর ভাবিস, উনি ত তা ভাবেন না।

সলীমা। উনি ত আমার আপনার লোক নন, তবু আমি ওঁকে খুব মান্য করি।

আমীনা। সে ত উনি ভাল লোক বলে করিস; বাপ বলে ত করিস নে।

সলীমা। জোর করে কি ভালবাসা হয় ?

আমীনা। ওঁর অনুগ্রহে আমাদের সব।

সলীমা। জানি। কিন্তু তবুও ওঁকে বাপ বলে মনে কত্তে পারিনে।

আমীনা। ওঁর দয়াতেই তোর ডাক্তার স্বামী হবে।

সলীমা। তোর ব্যারিষ্টার স্বামী হবে।

আমীনা। দূর দূর। আমার যে ভাই হয়।

সলীমা। ঐ দেখ্। তুই হিঁদু হয়ে গেছিস।

১। এক বয়িসী। ২। স্নেহ।

আমীনা। কি জানি ভাই, ও কথা মনে হ'লে আমার ঘেন্না হয়।

সলীমা। রহীমও আমার ভাই হয়, আমার ত ঘেন্না হয় না।

আমীনা। রহীম তোর কোথাকার ভাই ?

সলীমা। ছেলে বেলা থেকে ত ভাই বলে এসেছি। আজ কালই বলি নে।

আমীনা। বিয়ের কথা উঠেছে বলে ভাই বলা ছেড়েচিস।

সলীমা। চার বছর তুই ভাইকে দেখিস নি। এখন সে নতুন মানুষ হ'য়ে আস্‌চে, আর তোর ভাই বলে বাধ বাধ ঠেক্‌বে না।

আমীনা। তোরও তা হ'লে ঠেক্‌বে না।

(সলীমা কর্ত্তৃক আমীনার কেশ ধারণ)

আমীনা। ছাড় ছাড় ঘাট হয়েচে, আর বল্‌বো না।

সলীমা। চাচা আস্‌চেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নজীব খাঁ ও মুনঈম খাঁর প্রবেশ)

মুনঈম। রহীম দাড়ি কামিয়েছে তাই বলচো।

নজীব। তোমার নজরে কি ওটা সামান্য কথা বলে মনে হ'ল ?

মুনঈম। ভাই[১] আজ কাল কি জমানা[২] যাচ্চে তা ত দেখচো না।

নজীব। মিছে নয়। দীন ধরম আর রইল না। হিঁদুরা দাড়ী রাখ্‌চে, মুসলমানেরা কামাচ্চে।

মুনঈম। যাক্ ও সব কথা আমি বড় ধরিনে, রহীম নেমাজ পড়ে ত ?

নজীব। সে টা গৌর[৩] করে দেখি নি। অতটা কি বেগ্‌ড়াবে ?

মুনঈম। কিছু বলো না ভাই। ওতেই যদি সবর[৪] করে বত্তে যাই।

নজীব। ওর চেয়ে আর কি বেগ্‌ড়াবে ?

১। দাদা। ২। কাল। ৩। মনোযোগ। ৪। ইতি করে।

মুনঈম। আমার মুখ দিয়ে কথা গুল বলিয়ে ছাড়বে তুমি।

নজীব। তোমার মৎলব বুঝিছি। শরাবখোরী, রাণ্ডীবাজীর কথা বল্‌ছো। ও গুলও গুনাঃ[১] বটে, কিন্তু খোদার কাছে নাশুক্‌রীর[২] সমান নয়।

মুনঈম। তা ত নয়ই। কিন্তু আজ কালকার ছেলেরা উল্টো বোঝে। ওরা নেমাজ না পড়া দোষ বলেই মনে করে না।

নজীব। ঐটেই হচ্চে আসল রোগ। না জেনে পাপ করার চেয়ে জেনে পাপ করা ভাল।

মুন। সে কি রকম ভাই, বুঝ্‌তে পাল্লাম না।

নজীব। যে নেমাজ না করা দোষ বলে বুঝতে পেরেছে তার দর্জা[৩] একটু উঁচু বলবে না ?

মুন। সব বিষয়েই কি ও কথাটা খাটে ?

নজীব। কিসে খাটে না বল।

মুন। পশুরা পেটের জন্যে হামেশা জীব জন্তু বধ কচ্চে, তাতে তাদের পাপ হয় না, কিন্তু মানুষ পেটের জন্যে জীব হত্যা কল্লে পাপ হয়।

নজীব। মানুষ যদি খোদার কাছে কুর্বানি[৪] করে জীব হত্যা করে তাতে ত পাপ হয় না, বরং সওয়াবই[৫] হয়।

মুন। আচ্ছা ভাই, মনে কর একজন লোক কোনও জীবহত্যা করে না, আর এক জন রোজ কুড়িটে করে বটের খায়, কিন্তু বটের গুল জেবা[৬] করে খায়, খোদার নজরে এ দুজনের মধ্যে কে ভাল লোক বলে মঞ্জুর হবে ?

নজীব। এ ত সহজ কথা। খোদা আমাদের ভোগের জন্যে তরঃ

১। পাপ। ২। অকৃতজ্ঞতার। ৩। পদবী। ৪। বলি। ৫। পুণ্যই ৬। জবাই।

তরঃ[১] নেয়ামৎ[২] পয়দা[৩] করেছেন। আমরা যদি সে সব নেয়ামৎ ভোগ না করি, আমাদের পাপ হয়। তবে এই কথাটি মদ্দেনজর[৪] রাখ্‌তে হবে যে হর্‌ শয়[৫] ভোগ করবার পেশ্‌তর[৬] খোদাতালার শুক্‌র[৭] ও সেপাস[৭] করা চাই।

মুন। বিয়ে না করা কিংবা ব্রহ্মচারী থাকা পাপ?

নজীব। বেশক্[৮]।

মুন। স্ত্রীলোক বিধবা হ'লে, পুনর্ব্বার বিয়ে না করা পাপ?

নজীব। বেশক। হিন্দুরা এক দিকে বলেন মেয়ের হৈজ[৯] হওয়ার পর বিয়ে না দিলে অস্কাৎ এ হম্‌লের[১০] পাপ হয়। ওদিকে জোয়ান লড়কী বেওয়া[১১] হ'লে তার বিয়ে দেন না। কাফের নইলে অমন বোকা কেন হবে?

মুন। মাংস না খাওয়া পাপ?

নজীব। বেশক্[৮]।

মুন। তবে মদ খাওয়া পাপ কেন?

নজীব। মদ ত খোদার পয়দা করা জিনিষ নয়। খোদার পয়দা কর্দা জিনিষ আঙ্গুর, যত পার খাও। শয়তান ঐ আঙ্গুরের রস পচিয়ে তা থেকে শরাব তৈরী ক'ত্তে শিখিয়েছিল। তা ছাড়া শরাব ত নেয়ামৎ নয়, আফৎ[১২], জহর[১৩]। খোদা ত জহর খেতে বলেন নি।

মুন। রোজার সময় তবে আমরা খোদাদাদ[১৪] নেয়ামৎ থেকে মঃরূম্[১৫] কেন থাকি?

---

১ নানাপ্রকারের। ২ ভাল জিনিস। ৩ সৃষ্টি। ৪ স্মরণ। ৫ প্রত্যেক বস্তু। ৬ পূর্ব্ব। ৭ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। ৮ নিশ্চয়। ৯ ঋতু। ১০ গর্ভপাত। ১১ বিধবা। ১২ বালাই। ১৩ বিষ; ১৪ ঈশ্বরদত্ত। ১৫ বঞ্চিত।

নজীব। মঃরূম্ ত থাকি না, কেবল খাবার ওক্ত্ তব্দীল[১] হয়, আর মেক্দার[২] কম হয়।

মুন। আচ্ছা ভাই, রোজা রাখবার মৎলব কি ?

নজীব। মানুষ বছরের মধ্যে এগারো মাস দুনিয়ার ধন্দা করবে, একমাস খোদাতালার এবাদৎ[৩] করবে।

মুন। উপোশ না ক'ল্লে কি এবাদৎ হয় না ?

নজীব। পেটের ধন্দা কর্‌বে, না এবাদৎ করবে ?

মুন। উপোশ কল্লে তা হ'লে এবাদৎ ভাল হয় ?

নজীব। তা হয় বই কি।

মুন। আবিদ[৪] হবার জন্যে তা হ'লে ত নেয়ামৎ থেকে পর্হেজ[৫] করা উচিত।

নজীব। আমরা রোজার সময় নেয়ামৎ থেকে পর্হেজ করি না মেয়ানা মেক্দারে[৬] ভোগ করি। হিন্দুদের বুজুর্গোয়ার[৭] বুদ্ধ না কে বলেছেন নেয়ামৎ ত্যাগও করবে না, অধিক পরিমাণে ভোগও করবে না।

মুন। শুনিছি তিনি মধ্যপথের পক্ষপাতী ছিলেন।

নজীব। তুমি সংস্কৃত পড় না কি ?

মুন। না ভাই, সংস্কৃত পড়ি নি। তবে বাঙ্গলা বই মাঝে মাঝে পড়ি।

নজীব। কাফেরদের লেখা কেতাব পড়্লে ইন্‌সান্[৮] গুম্‌রাঃ[৯] হয়ে যায় ; ওর চেয়ে আপনার ফার্সী আরবী কেতাব পড়াই ভাল।

মুন। আজ কাল বাঙ্গলা কেতাবে অনেক নতুন নতুন কথা পাওয়া যায়, তাই পড়ি।

নজীব। ঐ নতুন কথাতেই ত মাথা খেয়েছে। আমাদের খলীফা

১ বদল। ২ পরিমাণ। ৩ ধ্যান। ৪ ভক্ত। ৫ ত্যাগ। ৬ না বেশী না কম পরিমাণে। ৭ গুরু। ৮ মানুষ। ৯ পথভ্রান্ত।

উমরের কথা শোন নি ? তিনি যখন মিসর[১] ফতে[২] করেন, এলেক্‌জন্দ্রিয়াতে এক মস্ত কুতবখানা[৩] ছিল। উমর সেই কুতবখানা পুড়িয়ে ফেলেন। লোকে ওজঃ[৪] জিজ্ঞেস কল্লে তিনি বলেন দুনিয়ার সমস্ত ইল্‌ম্‌[৫] কোরাণশরিফে আছে। কোরাণ শরিফে যে কথা লেখা নেই তা পড়বার দরকার নেই, পড়লে নুকসান্‌ আছে, ফায়দা কিছুই নেই। লোককে বাজে বই পড়তে দিলে শয়তানের মদদ[৬] করা হয়। উমরের মত দূরান্দেশ[৭] খলীফা ত আমাদের কেউ হন নি। অল্‌মামূনের সময় বাজে কেতাব পড়ে লোকের কুফ্‌রের[৮] দিকে রগবৎ[৯] হয়েছিল।

মুন। তোমার কাছে মাঝে মাঝে এলে অনেক কথা শেখা যায়।

নজীব। তুমি যে বাড়ী ক'ল্লে অনেক দূরে, দেখা হওয়াই ভার।

মুন। মেয়েটা মস্ত হ'য়ে উঠেছে তার বিয়ের কি করি বল দিকি।

নজীব। কি এমন মস্ত হয়েচে, বছর ষোল হবে বোধ হয়।

মুন। বিবি যে তার বিয়ের জন্যে বড় জ্বালাতন কচ্চে।

নজীব। আজ কালকার মেয়ে ছেলে সব হিঁদু হয়ে পড়ল, এসব বালাই আমাদের আগে ছিল না।

মুন। করীমার সঙ্গে রহীমের বিয়ে দিলে হয় না ?

নজীব। বিবি যে সলীমার সঙ্গে তার বিয়ে দেবে ঠিক করে রেখেছে।

মুন। তবে শুজার সঙ্গে হ'ক।

নজীব। শুজার সঙ্গে আমীনার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে।

মুন। তা জান্‌তাম না।

নজীব। আমি আসচি এক্ষণি।　　　　[প্রস্থান।

---

১ ঈজিপ্ট। ২ জয়। ৩ লাইব্রারী। ৪ কারণ। ৫ বিদ্যা। ৬ সাহায্য। ৭ দূরদর্শী। ৮ নাস্তিকতার। ৯ ঝোঁক।

(জোঃরার প্রবেশ)।

জোঃরা। পরের মেয়েরা উড়ে এসে জুড়ে বসেচে, আর রহীমের আপনার মামুর মেয়ে ভেসে যাচ্চে, এত পাপ কখনও ধম্মে সইবে না।

মুন। চুপ্ কর চুপ্ কর, কেউ শুন্‌তে পাবে। যা কিছু বলবার বাড়ী গিয়ে বলো।

জোঃরা। শুন্‌তে পাবে বলেই ত বল্‌চি। আমি তার এক চালায় ঘর করি কি না, যে তাকে ভয় করে কথা কইব।

মুন। আচ্ছা আচ্ছা! যার জন্যে এলাম তা ত হল না; এখন বাড়ী চল।

জোঃরা। তুমি রহীমকে বুঝিয়ে বল। তার ত রক্তের টান আছে, ন্যাকা পড়া শিকেচে, এ কথাটা বুঝতি পারবে না?

মুন। আমি ত তার কিছু করি নি, ভাই তাকে মানুষ করেছেন; সে কি তাঁর কথা ঠেলে আমার কথা শুন্‌বে?

জোঃরা। তুমি কেন তাকে তোমার ভাইয়ের হাতে অমন করে ফেলে দিইছিলে?

মুন। ভাই ত আমাকে একবার বলেছিলেন তার লক্ষ্ণৌএর পড়ার খরচ দিতে; তুমিই তখন বলেছিলে রহীম কি ওঁর কেউ নয়, একটা ভাগ্-নেকে উনি মানুষ কত্তে পারেন না?

জোঃরা। শোন একবার! ও কথা আমি কক্ষণও বলিনি। এখনও মাথার উপর চন্দর সূয্যি উঠ্‌ছে; অত মিথ্যে কথা সইবে না।

মুন। লড়াই বাধবার পর ভাই আমাকে বল্লেন তিনি শুজার বিলেতের খরচ কুলুতে পাচ্চেন না, আমি যদি রহীমের পড়ার খরচটা দিই ভাল হয়। মি তাই শুনে ঐ কথা বল নি?

জোঃরা। কক্ষণো বলিনি কক্ষণো বলিনি কক্ষণো বলিনি। তোমাদের মত ছোট বংশে আমার জন্ম নয়, আমি কুরেশীর মেয়ে তা জান। আমাদের বংশে কেউ মিথ্যে কথা বলে না।

মুন। আল্লা জানেন তোমরা কুরেশী কি ফরাশী। মিথ্যা কথা বল কি না দেখ্‌তেই পাচ্চি।

জোঃরা। তুমি আমার বাপ তুল্লে ?

মুন। বাঃ! বাপ তুল্লাম কখন আবার ?

জোঃরা। মুখির কথা এখনও জুড়ুই নি। ইরি মদ্দি তাকে হজম কচ্চো। তোমার মত মিথ্যেবাদী পিথ্থিমিতে নেই। আমি তোমার সঙ্গে ঘর কত্তি চাইনে। তোমার কাছে থাকলে আমার মান ইজ্জৎ, দীন[১] ধরম কিচ্ছু থাক্‌বে না। আমিও তোমার মতন বেইমান হয়ে যাব।

মুন। (উগ্রভাবে) চুপ্‌ কর্‌ বল্‌চি। নইলে ভাল হবে না।

জোঃরা। (নরম হইয়া) আচ্ছা রহীমের সঙ্গে বিয়ে নাই হ'ল, শুজারও ত বিলেৎ থেকে ফেরবার সময় হয়েচে, তারই সঙ্গে দেও না।

মুন। ভৌজাই[২] আমীনার সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন।

জোঃরা। মাগীর যে বড় বাড় দেখছি। সব্বগেরাসী রাক্কুসী ; দেখিস দেখিস, অত বাড়াবাড়ি কারও সহ্যি হয় নি ; তোর হবে মনে করিস নি।

মুন। আঃ তাঁর নিজের ছেলের বিয়ে দেবেন নিজের বোনঝির সঙ্গে তাতে তাঁর অপরাধটা কি হ'ল ? তুমি ক্ষেপ্‌লে নাকি ?

জোঃরা। যত বড় মুক তত বড় কতা। আমি ক্ষেপিচি না তুই ক্ষেপিচিস। থাক্‌গে যা তুই সেই মাগীকে নিয়ে। আমি যদি তোর ঘর করি ত আমি কাফের।

মুন। যা তোর কোন্‌ চুলোয় কে আছে সেইখানে যা।

---

১ ধর্ম্ম। ২ ভ্রাতৃজায়া।

জোঃরা। আমার নেই কে, চুলোয় কেন যাতি যাব? আমার বাপ উকীল তোমার চাইতি ভাল।

মুন। উকীলই বটে; উকীলের মুহুরী; যেমন উকীল তার তেমনই মুহুরী। এত জাল জুচ্চুরী, দগা বাট্‌পাড়ি করেও ত অন্ন জোটে না। আমিই তার সংসার চালাচ্চি। যা তোর বাপের কাছে। আজ থেকে আমি তাকে আর এক পয়সাও দেব না। যেমন বাপ্‌ তেমনি মেয়ে।

জোঃরা। ঐ দেখ। আমি মিথ্যেবাদী না তুমি মিথ্যেবাদী। বাপ্‌ তুল্লে কি না?

মুন। তোমার জ্বালায় কি মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে? চিরকাল কি তোমার একভাবে যাবে? তোমার দেখাদেখি করীমাও যদি ঐ রকম হয় কি হবে বল দিকি।

জোঃরা। তুমি জেনে শুনে আমাকে রাগিয়ে দেও কেন?

মুন। আমার অন্যায় হয়েচে, তুমি মাফ কর।

জোঃরা। তোমার ভাইয়ের ত ষাট পারিয়েছে. আর কতদিনই বা বাঁচবেন; তাঁর বিষয় ত পেরায় সবই তুমি পাবে। আবার তোমার বিষয় বেশীর ভাগ করীমা পাবে, রহীম কি এমন বোকা যে করীমাকে ছেড়ে সেই হতভাগী সলীমাকে বিয়ে করবে?

মুন। কে কি পাবে না পাবে তুমি কি করে জান্‌লে?

জোঃরা। কেন, বাপের কাছে শুনিচি।

মুন। তিনি ত মেয়েকে বেশ সৎশিক্ষা দিচ্চেন।

জোঃরা। কেন, মন্দ কি করেচেন? আপনার পাওনা গণ্ডা জেনে রাখা কি ভাল নয়?

মুন। ভাই যদি তাঁর যথাসর্ব্বস্ব ভোজাইকে দিয়ে যান, আমরা কিচ্ছুই পাব না।

জোঃরা। তা পা'ত্তি হয় না। বিষয়ের তিন ভাগের এক ভাগের বেশী দেবার ওঁর এখ্‌তার নেই।

মুন। উইল করবারই এখ্‌তার নেই, সর্ব্বস্ব হেবা[১] করবার এখ্‌তার আছে।

জোঃরা। কই বাপ্‌ ত ও কতা আমাকে বলে নি।

মুন। ঘটে অত বিদ্যে থাক্‌লে ত বল্‌বে।

জোঃরা। আবার আমাকে রাগাচ্চ।

(ইংরাজী পরিচ্ছদে, মাথায় তুর্কী টুপী, গোঁফে মোম দিয়া তা দেয়া, মুণ্ডিতশ্মশ্রু রহীম খাঁর প্রবেশ)

রহীম। অস্‌ সলাম অলৈকুম।

মুন। ওয়া লৈকুম সলাম্‌।

রহীম। বন্দিগী মামী।

জোঃরা। তাইত তোকে যে চেন্‌বারই জো নেই।

রহীম। আমি ও বাড়ী গিছ্‌লাম তোমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। করীমা এই ক বছরে বেজায় বেড়ে উঠেছে।

জোঃরা। তোমার মামু ত নাকে সর্ষির তেল দিয়ে ঘুমুচ্চেন, ওর বিয়ের জন্যে কোনও চেষ্টাও নেই চরিত্তিরও নেই।

রহীম। পশ্চিমে ওর বিয়ে দেও ত বল মামী; আমার সঙ্গে একটি ছেলে এইবার ডাক্তারী পাস হয়েছে; তার ভারি সখ বাঙ্গালী বিয়ে করে। অবস্থাও ভাল, চেহারাও ভাল।

জোঃরা। ঘরের দৌলৎ পরের হাতে দেয়া কেন? তুমি ত জানই করীমা ছাড়া আমাদেরও কেউ নেই, তোমার বড় মামুরও কেউ নেই।

রহীম। (রিষ্ট ঘড়ি দেখিয়া) ইস্‌ পাঁচটা বেজে গেছে যে, ঠিক

১ দান।

পাঁচটার সময় আমার এক জায়গায় যাবার কথা এখন আসি তবে, বন্দিগী।

জোঃরা। দাঁড়াও দাঁড়াও ; আমরা করীমার বিয়েতে দশ হাজার টাকা দহেজ[১] দেব।

রহীম। সত্যি মামী আমাকে এখনই যেতে হবে। [প্রস্থান।

মুন। হ'ল ত। চল এখন বাড়ী যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নজীব খাঁ ও হলীমার প্রবেশ)

নজীব। শুজার চিঠি এসেছে, সে ভাল আছে।

হলীমা। এই চার বচ্ছর তাকে দেখিনি। এতদিন একরকম চোখ কাণ বুঁজে ছিলাম, যবে থেকে শুনিচি তার আখিরী ইম্‌তিহান্[২] হয়ে গেছে, আর আমার চৈন[৩] নেই। সর্ব্বদাই বুকের ভেতর ধড়ফড় কচ্চে।

নজীব। খোদার কুদরৎ[৪]। আওলাদের[৫] প্রতি ওয়ালিদার[৬] মহব্বৎ[৭] মখ্‌লূকের[৮] প্রতি খালিকের[৯] মহব্বতের এক জুজ্‌ব্[১০]। সুব্‌হান্ আল্লাঃ ! তোমার করামাৎ[১১] দেখতে দেখতে তোমার বন্দা হর্‌ওয়ক্ত হায়রাণ[১২]। তোমার কি পেশ্‌বীনী[১৩]। বাচ্চা পয়দা হবার পেশ্‌তরই[১৪] মাএর ছাতি[১৫] তার জন্যে গেজার[১৬] গুম্বজ্[১৭] হয়ে যায়। বাচ্চার হেফাজতের[১৮] জন্যে মাএর মনে মহব্বতের[১৯] খাজানা[২০] মামূর[২১] হয়। অল্‌হম্‌দ[২২] ইলইল্লা।

। আমী[২৩]।

১ যৌতক। ২ শেষ পরীক্ষা। ৩ শান্তি। ৪ শক্তি। ৫ সন্তানের। ৬ মাতার। ৭ স্নেহ। ৮ সৃষ্টজীবের। ৯ সৃষ্টিকর্ত্তার। ১০ অংশ। ১১ অদ্ভুত ব্যাপার। ১২ আশ্চর্য্য। ১৩ দূরদর্শিতা। ১৪ পূর্ব্বেই। ১৫ বক্ষ। ১৬ আহার্য্যের। ১৭ গম্বুজ। ১৮ রক্ষার। ১৯ স্নেহের। ২০ ভাণ্ডার। ২১ প্রস্তুত। ২২ ধন্য তুমি। ২৩

নজীব। কিন্তু অফ্‌সোস। মা বাপ আওলাদকে[১] যেমন ভালবাসে, আওলাদ মা বাপকে তেমন বাসে না।

হলীমা। ও কথা বল্লে যে আজ?

নজীব। তোমার প্রতি রহীমের তওজ্জোর[২] কিছু কমী দেখছি।

হলীমা। কই, আমি ত কিছু বুঝতে পারিনি।

নজীব। তুমি কোনও কালে কারও কোনও আয়েব[৩] দেখতে পেয়েছ যে আজ বুঝতে পারবে?

হলীমা। যাই রহীমের জন্যে ডিমের হলুয়া তৈরী করিগে।

নজীব। বসো বসো, আর তোমার তারীফের[৪] কথা ব'লবো না।

হলীমা। কথায় কথায় ও রকম বল কেন? কারও দোষ থাক্‌লে কি দেখতে পাইনে।

(নেপথ্যে রোদনের শব্দ। রহীমের গলায়—সূয়ারকা বাচ্চা হারামজাদ)

নজীব। ঐ শোনো।

হলীমা। মাম্‌দু নিশ্চয় কোনও অন্যায় করেছে।

নজীব। মাম্‌দু বোকা, পদে পদে গলতী করে। তা বলে তুমিও কখনও তাকে বদ্‌জবান[৫] বল না, আমিও বলিনে।

হলীমা। তুমি আলীম্[৬] ফাজিল্[৬] বুজুর্গোয়ার[৭], ও নাদান[৮] বাচ্চা। তোমার সঙ্গে ওর কি মোকাবলা[৯] হ'তে পারে?

নজীব। ঐ ত তোমার মস্ত দোষ। আমি গুণাঃগার[১০] নাচীজ[১১]। আমার সম্বন্ধে ও কথা ব'ল্লে তোমার পাপ হবে।

হলীমা। আচ্ছা আচ্ছা আর বল্‌বো না।

নজীব। আজ বিলেতের ডাক যাবে, শুজাকে চিঠি লিখতে হবে।

---

১ সন্তানকে। ২।যত্নের। ৩ দোষ। ৪ প্রশংসার। ৫ গালি। ৬ পণ্ডিত। ৭ প্রবীণ। ৮ অজ্ঞান। ৯ তুলনা। ১০ পাপী। ১১ অপদার্থ।

হলীমা। আমিও তোমার চিঠিতে দু ছত্র লিখে দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সলীমার প্রবেশ)

সলীমা। কিছুই ত বুঝতে পাচ্চিনে। রহীম ত আমার কাছে ঘেঁস্‌তেই চায় না। লক্ষ্ণৌএর যে রকম বদ্‌নাম শুনিচি, সেখানে নাকি এক হফ্‌তা থাক্‌লে মানুষ বিগ্‌ড়ে যায়।

(আমীনার প্রবেশ)

আমীনা। রহীমের সঙ্গে তোর কোনও কথাবার্ত্তা হ'ল?

সলীমা। হাঁ কথার সরিৎসাগর হয়ে গেছে।

আমীনা। তোদের ঝগড়া হয়েছে নাকি?

সলীমা। ভাব হ'ল কবে যে ঝগড়া হবে?

আমীনা। কি ব্যাপারটা, প্রকাশ করেই বল্‌ না।

সলীমা—

(গীত)

বেহাগ—দাদরা।

সে সই হাল আমার কি জানে?
প্রাণের কথা আমার স্নুধু খোদা জানে।
ভাবিস তোরা কেবল বুঝি আমায় সে জানে,
সে কোথা আমি কোথা খোদা জানে।
লয়লী [১] হেন ফিরি কেন কেবা তা জানে,
মজিনু কেন মজ্‌নু [১] হায় খোদা জানে।

---

১ পাগলী।

আমীনা। বেশ ভাই বেশ, তোর পেটে এত বিদ্যে জান্‌তাম না।

সলীমা। তুই একটা গা না।

আমীনা।—

(গীত)

ভীমপলশ্রী আড়খেম্‌টা।

ওলো ভাবিস নে লো সই
রহীম জানে না যে তোমা বই।
রূপের ফাঁদে প্রেমের ছাঁদে ছেঁদেছ তায় রসময়ী
এখন ভাবনা কিসের, তোর পীরিতের ডোর ছেঁড়ে
তার সে জোর কই ?

সলীমা। আমার যে বিদ্যের কথা বল্‌ছিলি।

আমীনা। আমি ত কতকগুল কথা মিলিয়ে দিইচি। তোর গানে রস কত, ডুবুরীরেও থই পায় না।

সলীমা। ঐ দেখ্‌ থই কথাটা দিয়ে ও গানটায় আরও দুলাইন বেশ হ'ত।

আমীনা।—

(গীত)

তুই রসের সাগর তোমার নাগর কিনারায়ও পায় না থই,
তার দীন দুনিয়া রহীম মীঞা (ক'ল্লে) তোর পদতলে জলসই।

সলীমা। বেশ হয়েছে গোড়া থেকে গা।

আমীনা। তুই যদি নাচিস্‌ ত গাই।

সলীমা। তুইও যদি নাচিস, আমার আপত্তি নেই।

আমীনা। আয় তবে।

(উভয়ের নৃত্য ও গীত)

ওলো ভাবিস নে লো সই, রহীম জানে না যে তোমা বই।
রূপের ফাঁদে প্রেমের ছাঁদে ছেঁদেছ তায় রসময়ী,
এখন ভাবনা কিসের তোর পীরিতের ডোর ছেঁড়ে
তার সে জোর কই ?
তুই রসের সাগর তোমার নাগর কিনারায়ও পায় না থই।
তার দীন দুনিয়া রহীম মীঞা কল্লে তোর পদতলে জলসই ॥

[গাইতে গাইতে উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নজীব খাঁর বাটী—রহীমের শয়ন কক্ষ।

বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া রহীম, সম্মুখে ভৃত্য মামুদু।

রহীম। তোকে যে মসারী ফেল্‌তে বলেছিলাম।

মামুদু। ফেলে ত দিইচি।

রহীম কোথায় ফেলিচিস্ ?

মামুদু। উঠোনে ফেলে দিইচি। কাল মেথরানী এসে নিয়ে যাবে।

রহীম। তবে রে বেটা আহাম্মুক। (প্রহার)

মামুদু। বাপ্ রে মেরে ফেল্লে রে।

(হলীমার প্রবেশ)

হলীমা। আহা মারিস্ নে। কি করেছে ও ?

রহীম। দেখ দিকি মামী। বেড়াতে যাবার সময় ওকে বলে গিছলাম সন্ধ্যার আগে মসারীটে ফেলে রাখ্‌তে। বেটা মসারীটেকে উঠোনে ফেলে দিয়েছে।

মামূহ্। ফেলে দিতে বলেছিলে, উঠোনে ফেল্‌ব না ত কোথা ফেলবো ?

হলীমা। (হাসিতে হাসিতে) যা উঠন থেকে মসারীটে তুলে নিয়ে আয় আমি টাঙ্গিয়ে দিয়ে যাচ্চি।

রহীম। না মামী, তোমাকে কষ্ট কত্তে হবে না ; আমি ঠিক করে নেব'কন্।

হলীমা। সে মসারীটেতে ধুলো কাদা লেগে থাক্‌বে, তোর খাওয়া হ'ক আর একটা মসারী এনে আমি টাঙ্গিয়ে দিয়ে যাব'কন্। [প্রস্থান।

রহীম। ওরে মামূদো ভূত ! যা তামাক সেজে আন্।

মামূদো। সেজে আন্‌বো ? তামাক কই ?

রহীম। ঐ দেখ্, ছোট ঘরে হাঁড়ীতে আছে। আমি লক্ষ্ণৌ থেকে এনেছি।

(মামূহ্‌র প্রস্থান ও এক হাঁড়ি ভ্যালসা তামাক লইয়া প্রবেশ ও রহীমের বিছানায় ঢালিয়া দেওয়া)

রহীম। খেয়েচে বিছানার মাথা। মর লক্ষ্মীছাড়া ভূত।

(প্রহার করিতে উদ্যত)

মামূহ্। যা বল্‌চো তাই ত কচ্চি, তবু কেন মারবে ?

রহীম। বেরো এখান থেকে। আমার সাম্‌নে থাক্‌লে তোকে না মেরে আমি থাকৃতে পারবো না। আবার মামী ছুটে আস্‌বেন।

মামূহ্। শেজ ত বিছানাকেই বলে জানি। তুমি পশ্চিমে থেকে পশ্চিমে হয়ে এসেছ, আমি তার কি করবো ?

রহীম। জন্তু, কল্‌কেতে আগুন দিয়ে সেজে আন্‌তে বলিচি।

মামহু। বাড়ীতে ত কল্কে নেই।

রহিম। ঐ দেখ্‌ আমি ব'ার করে রেখিছি।

(তামাক লইয়া মাম্‌হুর প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

মাম্‌হু। এই নেও, এই বার ঠিক হয়েছে।

রহীম। তোর গুষ্টীর মাথা হয়েছে ; এ কি করিচিস ?

মাম্‌হু। আগুন দিয়ে সেজে আন্‌তে বল্লে, তাই ত এনিচি।

রহীম। হারামজাদা সুয়র, আগে তামাক দিয়ে তার উপর আগুন দিতে হয়, তুই আগে আগুন দিয়ে তার উপর তামাক দিইচিস।

মামহু। তা ত বল নি। তুমি বলবে উল্টো দোষ হয় আমার।

(কল্কে লইয়া প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

রহীম। হাঁ ; এইবার ঠিক হয়েছে। যা ফর্শীটাতে জল ভরে নিয়ে আয়।

মাম্‌হু। ও রকম জল টল ভরা কাজ আমি খুব কত্তে পারি।

(প্রস্থান ও প্রবেশ)

রহীম। (ফর্শীতে কল্কে চড়াইয়া ধূম পানের চেষ্টা) থু থু থু। হয়েছে আমার তামাক খাওয়া, প্রায় আধ পোয়া হুঁকোর জল আমার পেটে গেছে। যা শিগ্‌গির একটা সোডা নিয়ে আয়। সোডা খুল্‌তে শিখিচিস ত ?

মাম্‌হু। একবার যা শিখিয়ে দিয়েছ তা কি কখন ভুলিচি ?

রহীম। সোডা গুল যে ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখ্‌তে বলেছিলাম ?

মাম্‌হু। ভিজিয়ে রেখিছি।

রহীম। যা শিগ্‌গির নিয়ে আয়।

(মাম্‌দুর প্রস্থান ও একটা বাল্‌টী লইয়া প্রবেশ)

মাম্‌দু। এই নেও।

রহীম। (দেখিয়া) এ ত খালি জল, বোতল কই ?

মাম্‌দু। তুমি ত বোতল ভিজুতে বল নি, সোডা ভিজুতে বলেছিলে।

রহীম। সোডা কি করে ভিজুলি ?

মাম্‌দু। কেন, খুলে খুলে ঠাণ্ডা জলে ঢেলে দিইচি।

রহীম। সব ক' বোতল ?

মাম্‌দু। হাঁ ; বার বোতলই ঢেলে দিইচি।

রহীম। (লাঠি লইয়া) সুয়ার কা বাচ্চা, হারামজাদা।

[মাম্‌দুর পলায়ন ও তৎপশ্চাৎ রহীমের প্রস্থান।

(মসারী হস্তে আমীনার প্রবেশ)

আমীনা। এত ক'রে সলীমাকে ব'ল্লাম আমার সঙ্গে আস্‌তে, কিছুতে এল না। এখন রহীমের ঘরে ঢুক্‌তে কেমন বাধ বাধ ঠেকে। (মসারী খাটাইতে খাটাইতে) হিঁদুদের বেশ নিয়ম, ভাই বোনে বিয়ে হয় না। ভাইএর সঙ্গে আমার বিয়ে না হ'য়ে যদি রহীমের সঙ্গে হ'ত ! সর্ব্বনাশ ! কি বল্‌চি তার ঠিক নেই। সলীমা তা হ'লে একেবারে মারা যাবে বেচারী।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে রহীমের প্রবেশ)

রহীম। কে আমীনা ?

আমীনা। তুমি অত হাঁপাচ্চ কেন ?

রহীম। ঐ হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মাম্‌দো আমাকে পাগল কর্‌বার যো করেচে।

আমীনা। কি করেচে ?
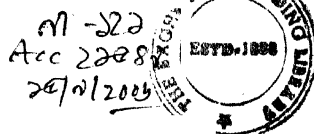
রহীম। (বাল্‌টী দেখাইয়া) ওকে বলেছিলাম সোডা গুল ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখ্‌তে, ও বারো বোতল সোডা খুলে আধ বাল্‌টী জলে ঢেলে দিয়েছে।

(হাসিতে হাসিতে আমীনার ওড়্‌না খুলিয়া পড়া ও তৎক্ষাণাৎ তদ্দ্বারা মাথা ও দেহ ঢাকা)

রহীম। (আমীনার দিকে চাহিয়া) ওঃ কি সুন্দরই হয়েছে আমীনা!

আমীনা। কি ভাব্‌চ? এখনও রাগ পড়েনি নাকি? মাম্‌দো বেচারা নিতান্ত ভাল মানুষ, ও সব কাজ কি কখন করেচে? সোডা টোডা এ বাড়ীতে কেউ খায় না।

রহীম। এ বাড়ীতে ত কেউ কিছুই খায় না। ভদ্দর লোক এলে তাদের এক ছিলিম তামাক খাইয়েও খাতির করা হয় না।

আমীনা। তুমি তামাক ধরেছ না কি?

রহীম। ধল্লে কি হবে? ধরানই যখন হবে না।

আমীনা। তুমি তামাক খেয়ো না। খালু রাগ করবেন, করীমার বাপও এ বাড়ী এসে তামাক খান্‌ না।

রহীম। এ মামুর অন্যায়, তামাক কে না খায়?

আমীনা। কর্ত্তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও কায না করাই ভাল।

রহীম। তা হ'লে যে গরীব প্রাণে মারা যায়।

আমীনা। কি রকম?

রহীম। কর্ত্তার ইচ্ছে আমি সলীমাকে বিয়ে করি।

আমীনা। হাঁ, বেশ ত।

রহীম। সেটি আমার দ্বারা হবে না।

আমীনা। বল কি, অমন সুন্দরী—

রহীম। খুব সুন্দরী, থাম।

আমীনা। রঙ্গটাই যেন একটু ময়লা। আমরা মেমও নই ইহুদীও নই। বাঙ্গালী মেয়েদের ওর চেয়ে ফর্সা রঙ্গ ক'টা লোকের হয় ?

রহীম। এই তোমার হয়েচে।

আমীনা। (কিয়ৎক্ষণ রহীমের দিকে দৃষ্টি করিয়া) আমার রঙ্গটা ফ্যাকাসে ওর রঙ্গ বেশ ঘোরালো এই তফাৎ, কিন্তু ওর চেহারা আমার চেয়ে কত ভাল !

রহীম। আমার ভাল চেহারায় দরকার নেই।

আমীনা। ও কত লেখা পড়া শিখেছে, ইংরাজী, সংস্কৃত, ফার্শী, আরবী সব কিছু কিছু জানে।

রহীম। তুমিও ত জান।

আমীনা। ও কেমন চমৎকার সেতার বাজায়, সুন্দর গান বাঁধতে পারে, খুব ভাল গাইতে পারে।

রহীম। তুমিও ত পার।

আমীনা। ও আমার চেয়ে ভাল পারে।

রহীম। তা হ'ক ; আমি ওকে চাই নে, তোমাকে চাই।

আমীনা। ছিঃ ও কথা বলতে নেই। খালা[১] খালু[২] রাগ করবেন।

রহীম। রাগ কল্লেন ত বয়ে গেল।

আমীনা। ও'রা আমাদের এত যত্ন করে প্রতিপালন করেছেন, আমরা কি এমনি করে তার শোধ দেব ?

রহীম। প্রতিপালন করেছেন বলে কি আমাদের একেবারে কিনে রেখেছেন ?

আমীনা। কেনারই শামিল। ওকথা আর কখন মুখে এন না।

১। মাসী। ২। মেসো।

রহীম। (সহসা আমীনাকে ধারণ করিয়া) আমি তোমাকে এত ভালবাসি আমীনা, তুমি আমাকে দেখ্‌তে পার না কেন ?

আমীনা। (ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে) ছাড় ছাড় তোমার পায়ে পড়ি, এখনই কে এসে পড়বে।

রহীম। (না ছাড়িয়া) এসে পড়ল ত বয়ে গেল। তোমাকে ছাড়া কখন আমি অন্য কাউকে বিয়ে করবো না প্রতিজ্ঞা করিচি, আসুক, দুনিয়ার লোকে দেখে যা'ক।

(নেপথ্যে হলীমা—সলীমা তুই তোর চাচার বিছানাটা ঝেড়ে দে। আমি দেখে আসি রহীমের মসারী খাটান হ'ল কি না। (রহীম কর্ত্তৃক আমীনাকে পরিত্যাগ)

আমীনা। আমি পালাই।

রহীম। এখন যেয়ো না। মাসীর সন্দেহ হবে।

আমীনা। (মসারী গুঁজিতে গুঁজিতে) দেখে নাও ঠিক হ'ল কি না।

(হলীমার প্রবেশ)

হলীমা। এই যে বেশ টাঙ্গান হয়েছে। আমীনা অমন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? বস্ না, ব'সো রহীম। (সকলের উপবেশন) তোমার মামুর ইচ্ছে সলীমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়।

রহীম। তিনি সে কথা আমাকে বলেছেন।

হলীমা। তাঁর ইচ্ছে দু এক দিনের মধ্যেই নিকা পড়া হয়ে যায়।

রহীম। অত তাড়াতাড়ি কেন, শুজা আসুক।

হলীমা। সে এলে তার সঙ্গে আমীনার বিয়ে হবে।

রহীম। আমাদের সকলের বিয়ে একত্রে হ'লেই ত ভাল হয়।

হলীমা। কেন ? দু'বার আলাদা করে শাদমানী[১] হবে।

---

১ উৎসব।

রহীম। অনর্থক কতকগুল টাকা নষ্ট হবে।

হলীমা। সে কথা মিথ্যা নয়। আচ্ছা ওঁকে জিজ্ঞেস করবো। আয় আমীনা রহীমের খাবার বোধ হয় তৈরী হ'ল।

রহীম। আমীনা করেছ কি? মসারী যে বড্ড নীচু করে টাঙ্গিয়েছ।

হলীমা। দেনা একটু উঁচু করে। [প্রস্থান।

আমীনা। (মসারী দেখিয়া) এর চেয়ে আর উঁচু হবে না।

রহীম। বুঝ্‌তে পাল্লে না? তোমাকে ঐ বলে একটু আটুকে রাখ্‌লাম।

আমীনা। ছিঃ অত মিথ্যা কথা বলা কি ভাল?

রহীম। যুদ্ধের আর প্রেমের ব্যাপারে মিথ্যা বলা চলে।

আমীনা। তুমি যে বল্লে ছুনিয়ার লোক দেখে যাক, তবে খালাকে বল্‌তে সাহস কল্লে না কেন?

রহীম। বল্‌বার সময় বল্‌বো। এখন গোপনে প্রেমের মজাটা ভোগ করা যাক্।

আমীনা। তোমার মসারী ত উঁচু কত্তে হবে না; আমি যাই।

রহীম। যেয়োনা। আজ জীবনের প্রথম সুখ, একটু ভোগ কত্তে দেও।

আমীনা। আমার বড় লজ্জা কচ্চে। (প্রস্থানোদ্যত)

রহীম। (আমীনাকে ধারণ করিয়া) আমাদের কথাটা পাকা হয়ে যাক্; তুমি আমাকে বিয়ে করবে ত?

আমীনা। আমি তার কি জানি! খালা খালুকে জিজ্ঞেস কর।

রহীম। ওঁদের মত হ'লে তোমার মত হবে ত?

আমীনা। (অধোবদনে নিরুত্তর)

রহীম। গুজা দেশে এলে যেন আমাকে জবাব দিয়ে বসো না।

আমীনা। তোমাদের মতন আমরা বেইমান নই।

রহীম। তা হ'লে কথা পাকা হয়ে রইল ?

আমীনা। (অধোবদনে নিরুত্তর)

রহীম। মৌনং সম্মতি লক্ষণং ?

আমীনা। তোমার এখনও সংস্কৃত মনে আছে ?

রহীম। কথা চাপা দিচ্চ কেন ?

আমীনা। আমি সলীমাকে কি করে মুখ দেখাব ? সে তোমাকে ভালবাসে।

রহীম। তুমিও ত আমাকে ভালবাস ?

আমীনা। সে অনেক দিন থেকে তোমাকে ভালবাসে। আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি আমার অধর্ম্ম হবে।

রহীম। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমাকে বিয়ে না কল্লে তোমার অধর্ম্ম হবে।

আমীনা। তোমাকে না পেলে সলীমার জীবন ব্যর্থ যাবে, খালা খালু রাগ করবেন। তোমাকে বিয়ে কল্লেই আমার অধর্ম্ম হবে।

রহীম। আমাকে বিয়ে না কল্লে তোমার জীবন ব্যর্থ যাবে না ? তুমি অসুখী হবে না ?

আমীনা। আমরা মেয়ে মানুষ দুঃখ ভোগ কর্ত্তেই আসি, আমাদের সুখ দুঃখ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

রহীম। সলীমা কি মেয়ে মানুষ নয় ? তার জন্যে তোমার ভাবনা কেন ? (নেপথ্যে হলীমা—রহীমের খাবার দেয়া হয়েছে)

রহীম। খাবার জন্যে আমি মরে যাচ্চি যেন। [প্রস্থান।

আমীনা। আমি এখন কি করি ? সলীমা যখন আমার কাছে রহীমের কথা বল্‌বে আমি কি করবো ? ভাইও শিগ্‌গির বিলেৎ থেকে ফিরবেন।

তখন খালাকে কি বল্‌বো ? কি কুক্ষণে রহীমের মসারী টাঙ্গাতে এসেছিলাম ! আর ত আমি তাঁকে বিয়ে কত্তে পারবো না। আজ থেকে আমাকে সকলের কাছে মিথ্যা কথা কইতে হবে, শঠতা কত্তে হবে। ইয়া খোদা তুমি যখন আমাদের এত দুর্ব্বল করে সৃষ্টি করেছ, আমার অপরাধ ক্ষমা করো। ইস্তগফরউল্লা উরব্বি ও য়তুইলেঃ[১]। তুমি সাহায্য কর প্রভু, মনে বল দেও, ধর্ম্মের পথ দেখিয়ে দেও। ও ইয়ে আকা নস্তঈন্ এহ্‌দে নস্ সিরাতুল্ মুস্তকীম্[২]। (জানু পাতিয়া ভূমিতে মস্তক রক্ষা)

(সলীমার প্রবেশ)

সলীমা। এখন যে নেমাজ পড়চিস্ ?

আমীনা। (লজ্জিত ভাবে) নেমাজ পড়িনি।

সলীমা। ও কি কচ্ছিলি তবে ?

আমীনা। এম্‌নি একবার সিজ্‌দা[৩] কত্তে ইচ্ছে হ'ল।

সলীমা। ধন্যি মেয়ে যা হ'ক, পাঁচ পাঁচ বার নেমাজ পড়েও তোর পেট ভরে না।

আমীনা। পেট না ভরাই ত উচিত। খালা খালু নেমাজ করেন আবার সমস্ত দিন তস্‌বী পড়েন[৪] কেন ?

সলীমা। খোদার কাছে কিসের দোয়া[৫] মাঙ্গ্‌ছিলি ?

আমীনা। তুই বল্ না আন্দাজ করে।

সলীমা। ভাই শিগ্‌গির আসুক। কেমন ?

আমীনা। তাঁর জন্যে যদি দোয়া নাও মেঙ্গে থাকি, এইবার মাঙ্গবো।

সলীমা। তুমিই আমার হয়ে এক দিন দোয়া মাঙ্গ্‌ না।

আমীনা। কি মাঙ্গবো বল্।

১। ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কচ্চি ও অনুতাপ কচ্চি। ২ তোমার কাছে সাহায্য চাই, সত্য পথ দেখিয়ে দেও। ৩ প্রণাম। ৪ মালা জপেন। ৫ প্রার্থনা।

সলীমা। রহীম আমাকে যেন ভালবাসে।

আমীনা। (স্বগত) এইবার জুয়োচুরী আরম্ভ হ'ল।

সলীমা। কি বকৃচিস বিড় বিড় করে ?

আমীনা। রহীম যদি তোকে ভাল না বাসে তুই তাকে বিয়ে কচ্চিস কেন ?

সলীমা। মা যে বল্‌চে।

আমীনা। এ বিষয়ে কারও সুপারিশ থাটে না।

সলীমা। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে এই কথা অনেক দিন শুনে শুনে আমার মনটা কেমন ওর দিকে ঝুঁকে পড়েছে, আর ত ফেরাতে পাচ্চি নে।

আমীনা। বেশী আগে থাকৃতে বিয়ের কথা তোলা উচিত নয়।

সলীমা। বিশেষত মেয়ে মানুষের কাছে। আমাদের মন ত নয় মোম।

আমীনা। রহীমের ছাঁচ থেকে মোম বা'র করে অন্য ছাঁচে ঢাল।

সলীমা। অন্য ছাঁচ পেলে ঢাল্‌তাম। সত্যি বল্‌চি, যদি উপায় থাকৃত আমি রহীমকে বিয়ে ক'ত্তাম না।

আমীনা। উপায় থাকা থাকি কি ? থালা কি জোর করে তোর বিয়ে দেবেন ?

সলীমা। চাচা হয়ত পেড়াপীড়ি করবেন।

আমীনা। তাঁর গরজ।

সলীমা। রহীমের কথা শুনে।

আমীনা। তবে যে বলচিস রহীম তোকে ভালবাসে না।

সলীমা। পুরুষ মানুষের বিয়ের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক কি ?

আমীনা। সে যদি তোকে ভাল না বাসে কেন বিয়ে করবে ?

সলীমা। মাকে আর চাচাকে খুশী করবার জন্যে।

আমীনা। তুই কেন ওর সঙ্গে বোঝা পাড়া কর না।

সলীমা। কি করে কথা পাড়বো বল দিকি।

আমীনা। আমি এ বিষয়ে মস্ত পণ্ডিত কি না।

সলীমা। তবু।

আমীনা। তুই ওকে পষ্ট বল "তুমি যখন আমাকে দেখতে পার না, মাকে বল আমাকে বিয়ে করবে না।"

সলীমা। সত্যি কি ও আমাকে দেখতে পারে না?

আমীনা। আমি ত তোর জবানী বল্‌চি।

সলীমা। সত্যি ও আমাকে দেখতে পারে না। সাম্‌না সাম্‌নি হ'লেই পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

আমীনা। তুই কি চা'স সে তোকে জড়িয়ে ধরে?

সলীমা। জড়িয়ে ধরুক না ধরুক একটু প্রেমের নজরে চাইতে ত পারে।

আমীনা। যদি চায়, তুই আরও কিছুর আশা করবি।

সলীমা। দুটো মিষ্টি কথাও ত বলতে পারে।

আমীনা। তার পর?

সলীমা। একটা চুমুও ত খেতে পারে।

আমীনা। ঐ জিনিসটেই তুই চাস। বিয়ের আগে ও সব ভাল নয়।

সলীমা। বিয়ের পরে ও সব মামূলী ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, তখন ওতে কোনও মজা থাকে না।

আমীনা। তুই যে ভেতর ভেতর এমন মেম হয়েচিস তা জানতাম না।

সলীমা। হইচিস তুইও, তুই পেটের কথা চাপা দিস আমি দিই না।

আমীনা। আমি ও সব পছন্দ করি নে।

সলীমা। ভাই বিলেৎ থেকে আসচে, তোকে ছেড়ে দেবে মনে কচ্চিস।

আমীনা। বিলেতে বোনকেও চুমু খায়, তা হ'লে তোকেও ছাড়বে না।

সলীমা। তোর ভাবনা হয়েচে বুঝি পাছে আমি তোর ভাগীদার হই।

আমীনা। ভাইয়ের চুমু কেমন লাগে আমাকে বুঝিয়ে দিস।

সলীমা। ভাইকে বিয়ে কত্তে তোর ইচ্ছে নেই।

আমীনা। না।

সলীমা। রহীমকে?

আমীনা। আগে তোর একটা নতুন ছাঁচ জুটুক, তার পর পুরণোটা বিলিয়ে দিস।

সলীমা। জোটবার আগেই আমি বিলিয়ে দিচ্চি।

আমীনা। কেন বল্‌দিকি।

সলীমা। বিয়ের আগে যার এত তাচ্ছল্য, বিয়ের পরে সে আমাকে পায়ে করে থেঁৎলাবে।

আমীনা। তোর যদি তাই বিশ্বাস হয়ে থাকে, তোর রহীমকে বিয়ে করা উচিত নয়।

সলীমা। উচিত নয় তা জানি, কিন্তু এ পোড়া মনের মত অবুঝ জিনিস জগতে দ্বিতীয় নেই।

আমীনা। তবে আর ও সব কথা ভাবিসনে; যা হবার তাই হবে।

সলীমা। তা হ'লে ঠিক আমাকে রহীমকে বিয়ে কর্ত্তে হবে।

আমীনা। তুই ত তাই চা'স।

সলীমা। কি যে চাই তা কি ছাই জানি। কখনও ওর জন্তে পাগল হই, কখনও ওর নাম শুন্‌লে ঘেন্না হয়।

আমীনা। ও রকম হওয়াটা ভাল নয়।

সলীমা। তুই আমাকে কি কত্তে বলিস ?

আমীনা। এ বিষয়ে অন্য লোক পরামর্শ দিতে পারে না।

সলীমা। তোকে বল্‌তেই হবে।

আমীনা। তোর পায়ে পড়ি আমাকে জিজ্ঞেস করিসনে।

সলীমা। আমীনা, এতদিন আমরা এক প্রাণের মত ছিলাম, এখন তোর আমার মধ্যে একটা যেন পর্দ্দা পড়ে যাচ্চে।

আমীনা। (উত্তেজিত ভাবে) সলীমা, তুই আমাকে মাফ্‌ কর। তোর এক একটা কথা ঠিক ছুরীর মতন আমার বুকে বিঁধছে।

সলীমা। কোথা যাচ্চিস ?

আমীনা। আস্‌চি এখনই।　　　　[প্রস্থান।

সলীমা। হঠাৎ ও অমন হ'য়ে গেল কেন ? হয় ত রহীম ওকে কিছু বলেছে, বলে আমাকে বল্‌তে বারণ করেছেন।

(নেপথ্যে হলীমা—সলীমা একবার এই দিকে আয়ত।)

(সলীমার প্রস্থান ও আমীনার প্রবেশ)

আমীনা। এ রকম করে আর আমি পারিনে। আজ রহীমের অনুমতি নিয়ে সলীমাকে সব কথা বল্‌বো।

(রহীমের প্রবেশ)

রহীম। (আমীনার হাত ধরিয়া) মেরী পিয়ারী, মেরী জান্‌।

আমীনা। চুপ্‌ কর, এতক্ষণ সলীমা আমার কাছে কাঁদছিল, তুমি তার দিকে ফিরে চাও না বলে।

রহীম। তা আমি কি করবো ?

আমীনা। তুমি ওকেই বিয়ে কর, আর এ গোল পাকিয়ো না।

রহীম। ওকে ছুঁতে আমার ঘেন্না করে।

আমীনা। তবে তুমি ওকে পষ্ট বলে দেও।

রহীম। আমি পারবো না। তুমিই বলো।

আমীনা। আমি মরে গেলেও ওকথা বল্‌তে পারবো না।

রহীম। পরের ভাবনা ভেবেই গেলে। এস না একবার— (আমীনাকে ধরিতে যাওয়া, আমীনার পলায়ন, রহীমের তৎপশ্চাৎ প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নজীব খাঁর অন্তঃপুর ও বৈঠকখানার মধ্যকার গৃহ।

মাম্‌দু গৃহে ঝাড়ু দিতেছে।

মাম্‌দু। শেখ্‌জীকে বল্‌বো আমি এ বাড়ীতে আর চাকরী কত্তে পারবো না। এই ক'দিনে মেরে মেরে আমার হাড়গুল পিশে দিয়েছে।

(শুজাউদ্দীনের প্রবেশ)

শুজা। আরে তুই সেই মঃমূদ! তোকে যে নিতান্ত বাচ্চা দেখে গিছলাম। খুব বেড়ে উঠিছিস ত। ভাল আছিস মঃমূদ?

মাম্‌দু। এজ্ঞে আপনি যেমন রেকেছেন।

শুজা। এ কি! আমার ব্রাউন বুটে কালি মাখালে কে?

মাম্‌দু। এজ্ঞে বিবিজী বলেছিলেন জুতো সাফ্‌ করে রাখতে।

শুজা। দূর মুখ্‌খু! জুতোটার একেবারে মাথা খেয়েছিস যে, দু গিনি দিয়ে সে দিন কিনলাম।

মাম্‌দু। রহীমজী যে ঐ রকম করে জুতো সাফ্‌ কত্তে শিখিয়ে দিয়েছেন আমায়।

শুজা। তার বুঝি কালো জুতো। তা যা'ক্ যা হবার তা হয়েছে। বাবাঃ কি ধুলোই উড়িয়েছে। [প্রস্থান।

মাম্‌দু। নিশ্চয় কোনও ভুল হয়েছে আমার। কিন্তু উনি ত আমাকে কিছু বল্লেন না। রহীমজী হ'লে এতক্ষণ পিটে লম্বা করে দিত।

(নেপথ্যে রহীম—মাম্‌দো বেটা গেল কোথা ?)

মাম্‌দু। ঐ রে (টেবিলের পার্শ্বে লুকান)

(রহীমের প্রবেশ)

রহীম। কোথা গেল বেটা ? আজ তাকে আস্ত রাখবো না। সে দিন দশ টাকা দিয়ে টুপীটে কিন্‌লাম, একটু কাদার ছিটে লেগেছিল মাম্‌দোকে বলেছিলাম সাফ্ ক'রে রাখতে বেটা তাকে বালটীতে ভিজিয়ে রেখেছে। মাম্‌দো ও মাম্‌দো।

(আমীনার প্রবেশ)

আমীনা। কি চাই তোমার ?

রহীম। তোমাকে চাই। (আমীনাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন)

আমীনা। (ছাড়াইয়া) ছি ছি এ তোমার ভারি অন্যায়।

রহীম। অন্যায় কিসের, আজ বাদে কাল আমাদের বিয়ে হবে।

আমীনা। বিয়ে হবে কিনা তার ঠিক কি ?

রহীম। নিশ্চয় হবে। কেউ আমাদের এ বিয়ে বারণ কত্তে পারবে না।

আমীনা। এখনই খালু, বল্‌ছিলেন, ভাই এসেচে, আমাদের চার জনের বিয়ে দু এক দিনের মধ্যে হবে।

রহীম। বেশ ত, তোমাতে আমাতে, শুজাতে সলীমাতে হ'ক।

আমীনা। তোবা তোবা ! ও কথা মুখে আন্‌লে কি করে ? আমি কাণে শুনিচি, আমারও পাপ হয়েচে। যাই ইস্তগ্‌ফার করিগে।

রহীম। ইস্তগ্‌ফার[১] করবেই ত। আমি আরও দুটো খেয়ে নি।

(আমীনাকে ধরিয়া পুনঃপুনঃ চুম্বন। নিজেকে ছাড়াইয়া আমীনার পলায়ন)

রহীম। ঐটিই ত ওর দোষ। নেহাৎ বেরসিক। উঃ কি ধুলো।

[প্রস্থান।

(মামুদুর বাহিরে আগমন)

মামুদু। আমাকে কথায় কথায় মারা এইবার বা'র করবো। মাকে বলে দিচ্চি। [প্রস্থান।

(আমীনার প্রবেশ)

আমীনা। রহীম আমাকে নিয়ে এই কীর্ত্তি করচে, এদিকে আবার আমি বেশ সোণা হেন মুখ করে সলীমার সঙ্গে কথা কচ্চি। আমি একজন পাক্কাশঠ হয়ে পড়িচি। কোন্ মুখে খোদার কাছে ইস্তগ্‌ফার[১] করবো, রোজ যখন এই কাণ্ড হতে চল্লো। তিনি দয়াময়, ক্ষমা কল্লেও কত্তে পারেন। বিস্‌মিল্লা হর্ রহমান্ অর রহীম। (ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম) আঃ মনের ভারটা একটু কমে গেল। এমন যে খোদা যাঁর নাম নিতে নিতে পাপ কেটে যায়, লোকে তাঁর এবাদৎ[২] যে কেন করে না জানিনে। ভাই বিলেতে গিয়ে নেমাজ পড়তো কিনা আজ জিজ্ঞেস করবো। এ কি ভাইএর জুতো এমন কে কল্লে? যাঃ এমন সুন্দর জুতো যোড়াটির মাথা খেয়েছে। (জুতা হাতে লইয়া দৃষ্টি)

(শুজার প্রবেশ)

শুজা। কি দেখছ আমীনা। মহ্‌মূদ বেচারা জানে না, ব্রক্সো না লাগিয়ে কালি লাগিয়ে রেখেছে।

আমীনা। তুমি তাকে কিছু বলেছিলে?

---

১ ক্ষমাপ্রার্থনা। ২ পূজা।

শুজা। সাম্‌লাতে পারিনি; তাকে মুখখু বলেছিলাম। যাই তাকে কিছু বক্‌শীশ দিয়ে আসি। [প্রস্থান।

আমীনা। এই দেবতাকে ভালবাস্‌তে পা'ল্লাম না, রহীমকে ভালবাস্‌লাম! হায় স্ত্রীলোকের মন কেন এত নীচ হ'ল? আমরা কারও গুণ দেখতে পাই না, রূপই দেখি। এঁরও ত রূপ কিছু কম নয়, রঙ্‌টা একটু ময়লা ছিল, বিলেৎ থেকে ফর্শা হয়ে এসেছেন, কিন্তু এঁকে দেখে আমার প্রাণের ভেতর সে রকম ধড়ফড়ানি হয় না ত। রহীমের গলার আওয়াজ দূর থেকে শুন্‌লেও আমার প্রাণটা চম্‌কে ওঠে। এঁর জন্যে ত সে রকম কিছুই হয় না। এ নিশ্চয় আমার পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল। ইস্‌লামে পূর্ব্বজন্মের কথা নেই, কিন্তু হিন্দুদের ও কথাটায় আমি বিশ্বাস করি।

(শুজার প্রবেশ)

শুজা। কিসে বিশ্বাস কর আমীনা?

আমীনা। হিন্দুদের পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাসের কথা ভাবছিলাম। তুমি ওতে বিশ্বাস কর?

শুজা। খুব করি। পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাস না কল্লে খোদাতে পক্ষপাতের দোষ এসে পড়ে। একজন জন্মান্ধ, অত্যন্ত গরীব, খেতে পায় না, আর একজন সুস্থদেহ ক্রোরপতি। এ রকম প্রভেদ কেন হয়?

আমীনা। জগৎ যে পরীক্ষার স্থল। সেই অন্ধ হয়ত স্বর্গে যাবে, আর ক্রোরপতি নরকে যাবে। সুধু সুখের জন্যে আমরা ত জগতে আসিনি।

শুজা। আচ্ছা ধনের কথা, সুখের কথা ছেড়ে দেও; একজন পরম ধার্ম্মিকের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ কল্লে, সকলকে ধার্ম্মিক দেখে তার প্রবল ধর্ম্মজ্ঞান হ'ল। আর একজন বেদের ঘরে জন্মে, সকলকে চুরী কত্তে দেখে, পাকা চোর হ'ল। এখানে ত পরীক্ষা হ'ল না।

আমীনা। সেই বেদের ছেলে যদি ধার্ম্মিক হয়, তার পদবী খুব উঁচু হবে।

শুজা। কিন্তু ক'টা বেদের ছেলে ধার্ম্মিক হয়? ভারতবর্ষের পয়গম্বর শ্রীকৃষ্ণ বলচেন যোগভ্রষ্টরা স্বর্গে যায়—

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং।

এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশং ॥

কিংবা মহাত্মা যোগীদের বংশে জন্মায়, পৃথিবীতে এইরূপ জন্মই দুর্লভ।

আমীনা। কাফেরদের ধর্ম্মপুস্তক কি আমাদের পড়া উচিত?

শুজা। কোরাণ শরীফ বলেছেন বিদ্যাশিক্ষার জন্যে যদি চীনে যেতে হয় তাও যাবে।

আমীনা। আচ্ছা ভাই তুমি বল্লে কৃষ্ণ ভারতবর্ষের পয়গম্বর; কোরাণ শরীফে ত ভারতবর্ষের পয়গম্বরের কোনও উল্লেখ নেই।

শুজা। আছে বই কি; সিপারা ১১ সূরা য়ূনস রকু পাঁচে, সিপারা ১৪ সূরা নেহল্ রকু পাঁচে, সিপারা ২২ সূরা ফাতির রকু তিনে খোদা বলেছেন—সকল জাতেরই পয়গম্বর হয়েছে; সত্যসত্য আমি সকল জাতকেই পয়গম্বর পাঠিয়েছি; এমন জাতি নাই যাদের সতর্ক করবার লোক হয় নাই।

আমীনা। কই আমার ত মনে পড়চে না।

শুজা। ও লিকুল্লি উম্মতিন রসূলন—

আমীনা। হাঁ হাঁ, তার পর আর একটু বল দিকি।

শুজা ও লকদ্ ব আস্না ফী কুল্লি উম্মতিন রসূলন—

আমীনা। মনে পড়েছে। কিন্তু ভাই, তা যদি হয়, ইস্লামে আর হিন্দুধর্ম্মে কি প্রভেদ রইল?

শুজা। প্রভেদ থাকা ভাল, না, না থাকা ভাল ?

আমীনা। থাকাই ভাল ; মুসলমানদের অন্য ধর্ম্মীদের চেয়ে উৎকর্ষ হওয়াই উচিত।

শুজা। তুমি কখন পাহাড় দেখনি। যখন নীচে থেকে কোনও বড় পাহাড়ে ওঠা যায়, অনেক ছোট খাট পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেতে হয়, তখন সে গুলকে খুব বড় বলেই বোধ হয়, যত উপরে যাওয়া যায় সে গুলকে ততই ছোট বোধ হয়, খুব উপরে চড়ে গেলে সে গুলকে মোটেই দেখা যায় না, যেন সমতল জমীর সঙ্গে মিশিয়ে যায়। অন্য ধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের প্রভেদ গুল তেমনি আমাদের চোখে ভারি প্রভেদ বলে মনে হয়, যাঁরা ধর্ম্মের খুব উচ্চ পদবীতে উঠেছেন তাঁদের নজরে সেগুল সামান্য বলে বোধ হয়, খোদার নজরে সে গুল প্রভেদ বলেই বোধ হয় না।

আমীনা। তুমি বল কি ভাই, বুৎপরস্ত[১] কাফেরদের থেকে আমাদের কোনও প্রভেদ নেই ?

শুজা। তুই আর সলীমা ছেলে বেলা আমাদের বালির ভাত আর খড়ের তরকারী এনে খেতে দিতিস, মনে আছে ?

আমীনা। আছে।

শুজা। আমরা সে গুল যেন খেলাম, এই রকম দেখাতাম, মনে আছে ?

আমীনা। আছে।

শুজা। কেন দেখাতাম জানিস ? তোরা ভাল বেসে, আদর করে আমাদের ছাই ভস্ম খেতে দিতিস, আমরাও ভাল বেসে আদর করে তাই গ্রহণ কত্তাম। তেমনি যারা অজ্ঞান তারা যদি খোদার মূর্ত্তি তৈয়ের ক'রে পূজা করে, খোদা কি সে পূজা অগ্রাহ্য কত্তে পারেন ?

১ প্রতিমা পূজক।

আমীনা। বুৎপরস্ত্‌রা ত কচি খুকী নয়।

শুজা। খোদা এত বড় যে তাঁর কাছে সকলেই খোকা খুকী, সকলেই অজ্ঞান।

আমীনা। তুমি বলতে চাও বুৎপরস্তের পূজা খোদা গ্রহণ করেন?

শুজা। কৃষ্ণ বলেছেন ঃ—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

যে যেভাবে আমার কাছে আসতে চায় আমি সেই ভাবেই তাকে গ্রহণ করি। লোকে বহু দিক থেকে বহু পথে আমার কাছে আসে, সে সব পথই আমার পথ।

আমীনা। যে খোদা সকল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বুৎপরস্ত্‌রা তাঁর মূর্ত্তি গড়ে তাঁর অপমান করে না কি?

শুজা। সাহেবরা নিজের বাপ মার অইল পেণ্টিং, কিংবা মার্বলের মূর্ত্তি তৈয়ের করে বাড়ীতে রাখে কি বাপ মার অপমান করবার জন্যে?

আমীনা। মূর্ত্তি গড়বার দরকার কি?

শুজা। আমরা পশ্চিম মুখো হয়ে নেমাজ পড়ি কেন? হজ কত্তে মক্কায় যাই কেন? কাবার পাথরে চুমু খাই কেন?

আমীনা। ভক্তির বৃদ্ধির জন্যে।

শুজা। ওরাও প্রতিমা গড়ে ভক্তির বৃদ্ধির জন্যে।

আমীনা। প্রতিমা গড়লে কি করে ভক্তির বৃদ্ধি হয়?

শুজা। আমরা নেমাজের সময় মাটিতে মাথা ঠেকাই কেন?

আমীনা। সিজ্‌দা করবার জন্যে।

শুজা। আমরা আকাশের দিকে পা ছুঁড়ে সিজ্‌দা করি না কেন?

আমীনা। খোদাকে যে তা হ'লে লাথী মারা হয়।

শুজা। খোদার কাছে কি মাথা আর পায়ে প্রভেদ আছে ?

আমীনা। তবে কেন আমরা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সিজ্‌দা করি ?

শুজা। ও এক রকম বুৎপরস্তী। হিন্দুরা প্রতিমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। আমরাও মনে মনে খোদার মূর্ত্তি গড়িয়ে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করি।

আমীনা। তা ত নয়। আমরা মাটিতে মাথা ঠেকাই খোদার কাছে হীনতা দেখাবার জন্যে। তাঁর কাছে নীচু হবার জন্যে।

শুজা। খোদার কাছে উঁচু নীচু নেই। তিনি সর্ব্বত্র আছেন, আমাদের পায়ের তলায়ও আছেন। পায়ে পড়া থেকেই নীচু হবার ভাবটা এসেছে।

আমীনা। আমরা যদি কল্পনা করি খোদা আমাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছেন, তাতে কি কিছু দোষ হয় ?

শুজা। দাঁড়িয়ে আছেন পায়ের উপর ত ?

আমীনা। তা নইলে কি করে দাঁড়াবেন ?

শুজা। তা হ'লেই তাঁর মূর্ত্তি গড়া হ'ল।

আমীনা। মনে মনে গড়া আর মাটি দিয়ে গড়া কি সমান ?

শুজা। মূর্ত্তি দুই-ই। মূর্ত্তি যদি গড়তেই হয়, অস্পষ্ট গড়ার চেয়ে স্পষ্ট করে গড়াই ভাল। মানসিক মূর্ত্তি, সকলে গড়তে পারে না ; লোকে কতকগুল বাঁদি গৎ আউড়ে ফাকা নেমাজ করে, তাতে কোনও ফল হয় না। মূর্ত্তি পূজকরা তাদের ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখে, ভক্তি করে, পূজা করে।

আমীনা। সে কি কোনও কাযের ভক্তি ?

শুজা। ভক্তি মাত্রই কাফের। আমরা যে নেমাজ করি, সে ত কেবল ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করা। খোদা ত মানুষ নন্, যে খোশামদে ভুলে যাবেন।

আমীনা। তবে আমরা নেমাজ পড়ি কেন ?

শুজা। আত্ম শুদ্ধির জন্যে।

আমীনা। হিন্দুরা যে মুশ্রিক[১], বহু ঈশ্বরের পূজা করে।

শুজা। বহু ঈশ্বরের পূজা করে না, বহু দেবতার পূজা করে বল্‌তে পার।

আমীনা। সে একই কথা।

শুজা। না। ওদের দেবতারাও আমাদের মত ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব। আমাদের ফেরেস্তাদের মতন।

আমীনা। তাদের পূজো করবার দরকার কি ?

শুজা। এই মনে কর বাপ্ জমীদার। ওঁর প্রজারা কি ওঁর নায়েব গমস্তাদের মাছটা পাঁটাটা দিয়ে পূজা করে না, তাতে কি জমীদারের অপমান হয়, না আরও মান বেড়ে যায় ?

আমীনা। ভাই তুমি মুশ্রিক হয়ে গেছ।

শুজা। ঔরংজেবও হিন্দুদের মুশ্রিক বলেন নি, মোমিন্[২] বলেছিলেন।

আমীনা। তোমার সঙ্গে ত আমি তর্কে পারবো না। তুমি মেলা লেখাপড়া শিখে ফাকির তর্ক কত্তে শিখেছ। তুমি কাফের হয়েছ।

শুজা। কাফেররাও ত খোদার জীব।

আমীনা। তা কেন হবে ? শয়তান ওদের সৃষ্টি করেছেন।

শুজা। তা হ'লে সৃষ্টিকর্ত্তা দুজন হয়।

১। বহু ঈশ্বরবাদী। ২। একেশ্বরবাদী।

আমীনা। থালার কাছে ঐ কথা শুনিচি।

শুজা। কোরাণ শরীফে ও সব কথা নেই। আমাদের ইস্‌লামকে গোঁড়া মৌলুবীরে একটা সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম বানিয়ে দিয়েছে। বস্তুতঃ ইস্‌লাম অতি উদার ধর্ম্ম। তোমাকে আমি ভাল করে কোরাণ পড়াব, তুমি দেখ্‌বে ওতে কত মহৎ শিক্ষা আছে।

আমীনা। আমার বুক থেকে একটা পাথর নেমে গেল। হিন্দুদের কাফের বলে ঘৃণা কত্তে আমার বড়ই কষ্ট হ'ত, কেবল ধর্ম্মের খাতিরে ক'ত্তাম।

শুজা। তোমার যে কত গুণ সে আমি ছেলে বেলা থেকে জানি। আজ বাপ্‌ বল্লেন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। শুনে অবধি আমার যে কি আনন্দ হয়েছে বল্‌তে পারিনে।

আমীনা। তুমি তা হ'লে এর আগে আমাকে বিয়ে করবার কথা কখন ভাবনি ?

শুজা। অনেক দিন থেকেই সে উচ্চ অভিলাষ আমার আছে। আজ বাপের কথায় সাহস পেয়ে তোমায় ব'ল্লাম।

আমীনা। আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে যদি না হয়, তোমার কি কষ্ট হবে ?

শুজা। ও কথা কেন বল্লে আমীনা, আমাকে বিয়ে কত্তে কি তোমার ইচ্ছে নেই ?

আমীনা। আমি রহীমকে কথা দিইচি, তাকে বিয়ে করবো।

শুজা। ওঃ সলীমা বেচারীর বড় কষ্ট হবে। সে যে রহীমকে ভাল বাসে।

আমীনা। তুমি মনে করো না আমি তোমাকে ভাল বাসিনে। সলীমা তোমাকে যত ভাল বাসে আমি তার চেয়েও বেশী

ভালবাসি, কিন্তু হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে মিলে মিশে ভাইকে বিয়ে করবার বিরুদ্ধে আমার মনে একটা প্রবল আপত্তি জন্মেছে।

শুজা। তুমি সব বিষয়ে পাক্কা মুসলমান এ বিষয়ে হিন্দুভাব কেন এল ?

আমীনা। তা বল্‌তে পারিনে।

শুজা। আমি বল্‌বো ; রহীম সুপুরুষ, আমি বিশ্রী।

আমীনা। ভাই ভাই, ও কথা বলো না, তুমি বিশ্রী নও।

শুজা। যা'ক সে কথা ; আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি তুমি সুখী হও।

আমীনা। তুমিও সুখী হবে।

শুজা। এ জন্মে আমার অদৃষ্টে সুখ নেই। [প্রস্থান।

আমীনা। ভাইএর মনে কষ্ট দিলাম। যে সে ভাই নয় ফেরেস্তার মত ভাই। সলীমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লাম, খালার সব সঙ্কল্প মাটি ক'ল্লাম। হায় হায়, আমি কেনই বা খোদার নাম করি, কেনই বা নেমাজ পড়ি, আমার কিছুতে নিস্তার নেই। [রোদন করিতে করিতে প্রস্থান।

(হলীমার প্রবেশ)

হলীমা। কি সর্ব্বনেশে কথা ! মামুদ ত আধ পাগল, কি দেখ্‌তে কি দেখেছে তার ঠিক নেই। রহীম তেমন ছেলে নয়, সে কখনও মুখ তুলে কারও দিকে তাকায় না। আমীনাই বা তাকে চুমু খেতে দেবে কেন ?

(সলীমার প্রবেশ)

সলীমা। বিড়্‌বিড়্‌ করে আপন মনে কি বক্‌চো ?

হলীমা। তোদের শাদীর কথা ভাব্‌ছিলাম।

সলীমা। তুমি যা মনে করে রেখেচ তা হবে না। [প্রস্থান।

হলীমা। ওদের মধ্যে কিছু একটা বোঝা পড়া হয়ে গেছে নাকি ?

(শুজার প্রবেশ ও হলীমাকে দেখিয়া প্রস্থানোদ্যত)

হলীমা। তোদের হয়েছে কি? আমাকে দেখে পালাপালি কচ্চিস কেন?

শুজা। পালাপালি কেন করবো? (হলীমার নিকট উপবেশন)

হলীমা। (শুজার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) আহা বাছা আমার! জানি নে কোন্ প্রাণে তোকে এত দিন ফেলে ছিলাম। আর একবারও তোকে চোখের আড়াল করবো না।

শুজা। সে কি মা! আমি ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছি, এইবার আমার কাজের ব্যবস্থা ক'ত্তে হবে। তোমার কাছে বসে থাক্‌লে আমার চল্‌বে কি করে?

হলীমা। কেন চল্‌বে না? এই কল্‌কাতাতেই ত কাজ করবি?

শুজা। এখানে উকীল ব্যারিষ্টারের যে ভিড়, আমি পাটনায় কাজ করবো মনে কচ্ছি।

হলীমা। তা হবে না। এই খানে থেকে যা হয় তাই ভাল। আমি তোদের দু জনকে না দেখে থাক্‌তে পারবো না।

শুজা। দু জনকে কাকে কাকে?

হলীমা। আমীনাকে আর তোকে, আবার কাকে?

শুজা। আমীনা আমার সঙ্গে কেন যেতে গেল?

হলীমা। তোর বাপ তোকে বলে নি? তোদের যে নিকা হবে।

শুজা। না মা, এখন আমি বিয়ে করবো না।

হলীমা। এখনও বিয়ে করবি নে? দেশে থাক্‌লে ক—বে তোর বিয়ে হয়ে যেত।

শুজা। সত্যি মা, আমার এখন বিয়ে কত্তে ইচ্ছে নেই।

হলীমা। তোর কি আমীনাকে পছন্দ হয় না?

শুজা। বিয়ে কত্তেই যখন ইচ্ছে নেই পছন্দ অপছন্দর কথা কেন ?

হলীমা। আমি বুড়ো হইচি, কোন্ দিন ম'রে যাব, তোদের চার জনের বিয়ে হয়ে গেলে বেফিক্‌র্[১] হয়ে ম'ত্তে পারি।

শুজা। চার জনের এখন হচ্চে না, দু জনের দেও।

হলীমা। দুজনের কার কার ?

শুজা। রহীমের আর আমীনার।

হলীমা। তুই ক্ষেপেচিস্ ! রহীমের সঙ্গে যে সলীমার বিয়ে হবে।

শুজা। রহীম সলীমাকে বিয়ে করবে না, আমীনাকে বিয়ে কত্তে চায়।

হলীমা। তোকে কে বলেচে, এ সব কথা ?

শুজা। যেই কেন বলুক না, কথাটা সত্যি।

হলীমা। সলীমা এখনই ঐ কথা বলে গেল। আমিও একটু ইশারা পেইচি। সব কথা ওঁকে বলিগে, উনি করুন যা ভাল হয়।

[প্রস্থান।

শুজা। এই বার একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে যাবে। আমি কিন্তু এদেশে থাক্‌চি নে, মানুষের জীবন কত দিনেরই বা। মানুষের আউসৎ[২] আয়ু ত ৪০ বছরের। তার ক'টা দিনই বা বাকী আছে, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

(আমীনার প্রবেশ)

আমীনা। ভাই কি ভাব্‌চো ?

শুজা। ভাবছিলাম তোমাদের বিয়েটা হয়ে গেলেই আমি পাটনা চলে যাব, সেই খানেই প্রাক্‌টিস্ করবো।

আমীনা। এখানে এত সুবিধে থাক্‌তে বিদেশে কেন যাবে ?

১। নিশ্চিন্ত। ২। গড়পড়তা।

শুজা। এখানে ব্যারিষ্টার অনেক, তা ছাড়া সকলেই প্রতিভাশালী, তাঁদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া আমার কর্ম্ম নয়।

আমীনা। তোমার ত কল্‌কাতায় কাজ করবারই কথা ছিল।

শুজা। দূর থেকে কর্ম্মক্ষেত্র দেখা এক, কাছ থেকে দেখা এক।

আমীনা। ভাই, সত্যি কি তোমার বিদেশ যাবার ঐ কারণ?

শুজা। (মুখ ফিরাইয়া) কেন, এ কারণ কি যথেষ্ট নয়?

আমীনা। তুমি কল্‌কাতাতে কাজ করবে, মার বুড় বয়সে তাঁর সেবা করবে, খালা সেই আশা করে আছেন যে।

শুজা। মানুষ অনেক রকম আশা পুষে বসে থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে সেই আশাগুলি নৈরাশ্যে পরিণত হয়। ঐ রকম হওয়াই ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঐ নৈরাশ্য থেকেই আমরা ক্রমে বৈরাগ্য শিক্ষা করি, এক একটি আশায় যেমন ছাই পড়ে, আমরা স্বর্গের এক এক পৈঠায় উঠি।

আমীনা। নিতান্ত নাচার হয়ে যে আশায় ছাই পড়ে তার কথা আলাদা। যে গুল আমাদের মুঠোর মধ্যে তাদের ইচ্ছে করে কি ছেড়ে দেওয়া উচিত?

শুজা। অনেক সময় আমরা এমন সব বিষয় মুঠোর মধ্যে মনে করি, যা আমাদের পৌঁছের বার।

আমীনা। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেও।

শুজা। শিশুরা চাঁদ ধত্তে চায় না?

আমীনা। তুমি ত শিশু নয়? জ্ঞান হয়ে কি কেউ অমন আশা পোষে?

শুজা। আমি জ্ঞান হয়েও তোমাকে পাবার আশা করেছিলাম।

আমীনা। (রোদন করিতে করিতে) ভাই ভাই, আমি অনেক

অপরাধে অপরাধী। তুমি আমার অপরাধ আর বাড়িয়ো না। খালা আমার মার চেয়েও বেশী। আমার দোষে বুড় বয়সে যেন তাঁকে পুত্রের বিচ্ছেদ ভোগ কত্তে না হয়।

শুজা। কেঁদ না আমীনা, মানুষের সহ্যের সীমা আছে, বুকের ধন অন্যের—(থামিয়া যাওয়া)

আমীনা। যদি দেশ ছেড়ে যেতে হয় আমরাই যাব। তুমি যেয়ো না।

শুজা। রহীম টেরিটি বাজারে প্রাক্‌টিস্ করবে ঠিক হয়ে গেছে। বাড়ী ভাড়া হয়ে গেছে, তার এগ্রিমেণ্ট পর্য্যন্ত লেখা হয়ে গেছে।

আমীনা। বেশ, আমরা সেখানে থাক্‌বো, তোমাকে মুখ দেখাব না।

শুজা। তুমি অত কাছে থাক্‌লে আমি কি তোমাকে না দেখে থাক্‌তে পারবো ?

আমীনা। ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি কোথায় যেয়ো না।

শুজা। ছিঃ আমীনা, তুমি ত এমন অবুঝ ছিলে না।

[প্রস্থান।

আমীনা। এ যে মনের কি ভাব কিছুই বুঝতে পাচ্চি নে। ভাইকে এত ভালবাসি, কিন্তু ওঁকে বিয়ে কত্তে ইচ্ছে হয় না। রহীমের প্রতি আমার বিশ্বাস নেই, ভক্তি নেই, আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি তাকে বিয়ে করে আমাকে পস্তাতে হবে, কিন্তু তার উপর কি যে ঝোঁক পড়েছে, সে ঝোঁক কিছুতে এড়াতে পাচ্চিনে।

(রহীমের প্রবেশ)

রহীম। আমীনা যে! এখানে একা ব'সে কি ভাব্‌চ ?

আমীনা। তোমারই কথা ভাব্‌ছিলাম।

রহীম। আজ আমার কি ভাগ্যি। (আমীনাকে আলিঙ্গন)

(নজীব খাঁর প্রবেশ)

নজীব। বেইমান্, পাজি, কাফের, জানী[১]। বেরো আমার বাড়ী থেকে। বেরো বল্‌চি। এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্! চাকর দিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দেব, তুই কি তাই চাস? [রহীমের প্রস্থান।

আমীনা। (নজীবের পায়ে পড়িয়া) ওকে ক্ষমা

নজীব। ক্ষমা! ক্ষমা কাকে ব'লে? তুই হিঁদু হইচিস, সংস্কৃত কথা ক'স। নইলে তোর এমন বদ চলন হবে কেন? তুইও বেরো এ বাড়ী থেকে। বেরো, এক্ষুনই বেরো। আমার বাড়ীতে ছেনালের জায়গা হবে না।

[আমীনাকে আকর্ষণ করিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

টেরিটী বাজার। রহীম খাঁর বাটীর বৈঠকখানা

রহীম খাঁ ও শুজা।

। পাঁচশো টাকা সব খরচ হয়ে গেল।

রহীম। তা হবে না? আসবাবের যে দাম।

শুজা। মা বলে দিছ্‌লেন, যতদিন তোমার দু একটা ডাক না আসে ঐ থেকে তোমাদের বাসা খরচ চালাতে।

রহীম। তা হ'লে আমাদের উপোশ করে থাক্‌তে হবে। ডাক কবে আসবে তার ঠিক কি?

---

১ লম্পট।

শুজা। কাজীর ফী, আর কাব্‌ইননামা[১] লেখবার খরচ দেয়া হয়েছে?

রহীম। হাঁ, সে সব চুকিয়ে দিইচি।

শুজা। তোমাদের সব এক রকম গোছন গাছন হ'ল, আমি তবে এখন আসি।

রহীম। আমাদের মাস খানেকের খাই খরচটা দিয়ে যাও ভাই, নইলে মারা পড়বো।

শুজা। মা ত পাঁচশো টাকার বেশী দেননি ; তিনি যে টাকা দিয়েছেন বাপ্‌ জান্‌তে পাল্লে রাগ করবেন।

রহীম। তুমিই তবে ভাই, কিছু দিয়ে সাহায্য কর, নইলে আমরা না খেতে পেয়ে মারা পড়বো।

শুজা। আচ্ছা আমি তোমাকে একশো টাকা দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো ভাই, আমার টাকা নেই, আমার রাহা খরচ থেকে ঐ টাকা বেঁচেছিল। (টাকা দান) আমি তবে এখন আসি ; তোমরা খুব সাবধানে থেকো।

[প্রস্থান।

রহীম। বাবাঃ বাঁচলাম। নিকায় যে এত ভজকট তা কে জান্‌তো? এখন একটু ফুর্ত্তি করা যা'ক্‌। (আল্‌মারী হইতে বোতল ও গ্লাস বাহির করিয়া মদ্যপান) আজ একটু নাচ গান না হ'লে কি বিয়ে মানায়? আজকাল সব বেটা পিউরিটান হয়ে পড়েচে। হিন্দুদের মধ্যেও ত চিরকাল উৎসবে বেশ্যার নাচ গানের প্রথা ছিল। ব্রাহ্মদের দেখা দেখি ওরা বিগ্‌ড়েছে, ওদের দেখে আমরা বিগ্‌ড়িচি। (মদ্যপান) আসবাবের দাম বেশী করে বলে ভাগ্যিস্‌ কিছু টাকা বাঁচিয়েছিলাম, নইলে এ জিনিষ কোথা পেতাম। (মদ্যপান)

১ বিবাহের চুক্তিপত্র।

(আমীনার প্রবেশ)

রহীম। তুমি বাইরে কেন? যাও যাও ভিতরে যাও, এখনই কেউ এসে পড়বে।

আমীনা। তুমি মদ খাও!

রহীম। আজ বিয়ের দিন দু চার জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিছি, তাদের জন্যে একটু মদ এনে রাখ্‌তে হয়েছে। তারা এল বলে তুমি বাড়ীর ভিতর যাও।

আমীনা। বন্ধুদের জন্যে মদ এনেছ, তাই বুঝি আগে থাকৃতে বোতল খালি করে রাখছ।

রহীম। একটু চেখে দেখ্‌লাম্‌ মদটা ভদ্রলোককে দেয়া যায় কিনা। তুমি ত জানই আমি ও সব খাই টাই না। যাও যাও বাড়ীর ভিতর। যাও, এখনই কে এসে পড়বে।

[কপালে করাঘাত করিয়া আমীনার প্রস্থান।

রহীম। আজ প্রথম দিনটে ওর মনে কষ্ট দিলাম না। কিন্তু রহীম খাঁ মাগের গোলাম হয়ে থাক্‌বার পাত্র নয়।

(বন্ধু চতুষ্টয়ের প্রবেশ)

১ম বন্ধু। কি ভাই, আজকের খানাটা বিয়ের, না হাউস ওয়ার্মিং[১] এর?

রহীম। দুই এরই ভাই। শুনেছ ত মামুর কীর্ত্তি। এই যদি মনে ছিল আমাকে গাছে তোলা করেছিলেন কেন?

২য় বন্ধু। হয়ত কোনও একটা মৎলব ছিল।

রহীম। তা আর বল্‌তে। ওঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর একটি পিছ্‌লগ্‌[২] মেয়ে আছে, সেইটিকে আমায় গতাবার চেষ্টায় ছিলেন।

---

১ গৃহ প্রবেশের। ২ প্রথম পক্ষের।

৩য় বন্ধু। মেয়েটি বুঝি বেহেস্তের[১] হূরী[২] ?

রহীম। জাহান্নমের[৩] বটে।

৪র্থ বন্ধু। আচ্ছা ভাই জাহান্নমে কি মেয়ে মানুষ আছে ?

১ম বন্ধু। তা নইলে জাহান্নম গুল্‌জার হবে কিসে ?

২য় বন্ধু। তারা বোধ হয় রহীমের মামুর মেয়ের মত সুন্দরী।

৩য় বন্ধু। নইলে জাহান্নমের হূরী হবে কেন ?

৪র্থ বন্ধু। না ভাই! আমার বোধ হয় জাহান্নমে বাছা বাছা সুন্দরীরাই যায়। পৃথিবীতে তাঁরা কত সচ্চরিত্র জানই ত। যাঁদের দিকে কেউ ফিরে চায় না, তাঁরাই সতী হন, কাযেই তাঁরা যান বেহেস্তে, আর সুন্দরীরা জাহান্নমে যায়।

৩য় বন্ধু। একটু মদ না খেলে এ বিষয়ে ঠিক মত দিতে পাচ্চিনে। (সকলের মদ্যপান)

২য় বন্ধু। এ কালের লোকরা কি স্বর্গ নরক মানে ?

৩য় বন্ধু। মানে বইকি। সায়েবরা কি বলে জান :—We go to heaven for its climate, to hell for its society[৪].

৪র্থ বন্ধু। কথাটা ঠিক বলেছে ভাই। ধার্ম্মিক লোক গুল যদি স্বর্গে যায়, স্বর্গটা বেজায় নীরস জায়গা হ'য়ে দাঁড়ায়। সেখানে থাক্‌তে হ'লেই ত গিয়েছি।

১ম বন্ধু। ভয় নেই, তোমার সেখানে যা'বার কোনও সম্ভাবনা নেই।

৪র্থ বন্ধু। না থাকাই ভাল। কি ভাই রহীম, আজকার খানাটা নিরিমিষ নাকি ?

৩য় বন্ধু। তাই ত। আমরা ত টেরিটী বাজারের হাওয়া খেতে আসিনি।

---

১ স্বর্গের। ২ পরী। ৩ নরকের। ৪ স্বর্গের আব হাওয়া ভাল, কিন্তু মজা নরকেই।

(দুই জন নাচ ওয়ালী, একজন বেহালা বাদক ও একজন তব্‌লা ওয়ালার প্রবেশ)

৪র্থ বন্ধু। তোমরা রহীমকে এমন কাঁচা লোক ঠাউরেছ।

৩য় বন্ধু। এখন তোমার বক্তৃতা থাক্। একটু গান শোনা যা'ক।

৪র্থ বন্ধু। দাঁড়াও এখনই গান কি? আলাপ সালাপ হ'ক আগে।

১ম বন্ধু। না হে না। সুধু গানই হ'ক। রহীমের স্ত্রী কি মনে করবেন?

২য় বন্ধু। ওদের একটু মদ ত খেতে দেবে?

রহীম। তা দিতে হবে বই কি। (সকলের মদ্যপান)

১ম বন্ধু। রাত হ'য়ে যাচ্চে, আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।

(নাচ ওয়ালীগণের নৃত্য ও গান)

যবনিকা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—০ঃ*ঃ০—
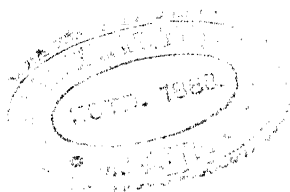
প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নজীব খাঁর অন্তঃপুর

নজীব ও হলীমা।

নজীব। এই কাগজ খানা যত্ন করে তুলে রেখে দেও।

হলীমা। কিসের কাগজ?

নজীব। তোমার মেহেরের[১] বদলে আমার সমস্ত সম্পত্তির বয়-মুকাসা[২]।

হলীমা। আমি ত মেহের চাইনি; কেন তুমি ও কায কল্লে?

নজীব। আমি ত দেনদার ছিলাম। দেনা থাক্‌তে মোৎ[৩] হলে যে আমার আকৃবৎ[৪] নষ্ট হ'ত।

হলীমা। আমার কাছে তোমার দেনা কি? তুমি আমি কি আলাদা?

নজীব। শরাঃ[৫] অনুসারে তোমার আমার সম্পত্তি আলাদা। তোমার মেহের মুঅজ্জল্[৬] পর্য্যন্ত আমি এত দিন দিইনি, সে জন্যে আমি খোদার কাছে গুণাঃগার[৭] ছিলাম।

হলীমা। এতে যদি তোমার মনের ইৎমীনান্[৮] হয়ে থাকে আমি আপত্তি করবো না, কিন্তু তুমি ঠিক জেন তোমার সম্পত্তি তোমারই রইল।

---

১ যৌতক। ২ বিক্রয়। ৩ মৃত্যু। ৪ পরকাল। ৫ ধর্ম্মশাস্ত্র। ৬ সদ্য দেয় যৌতক। ৭ পাপী। ৮ শান্তি।

নজীব। ও কথা মুখে এনো না, তাহ'লে আমি আরও গুণাঃগার হব।

হলীমা। কিসে ?

নজীব। তা হ'লে এ বয়মুকাসা ফর্জি[১] বয়নামা[২] হয়, তোমার নামে সম্পত্তি বেনামী করা হয়।

হলীমা। আচ্ছা আচ্ছা আমি আর কিছু বল্‌বো না। সত্যি আমার মেহেরের বদলে তুমি তোমার সম্পত্তি আমাকে বিক্রী করলে।

নজীব। আমি আর এ সম্পত্তি থেকে একটি পয়সা নেব না।

হলীমা। তার পর ?

নজীব। আমার গুজারার[৩] জন্যে কোনও সবীল[৪] কত্তে হবে। মনে কচ্চি কোনও মুসলমান জমীদারের মুঃতমিম্[৫] হব।

হলীমা। তুমি আমারই মুঃতমিম্[৫] হওনা, আমার সমস্ত আয় তোমার মাইনে স্বরূপ দেব।

নজীব। তোবা তোবা[৬]! তা হ'লে ঠিক সেই বেনামী মামলা হয়ে পড়ল।

হলীমা। আচ্ছা আমি তোমাকে মাসে পাঁচ শো টাকা মাইনে দেব।

নজীব। আমি কি পাঁচ শো টাকা মাইনের লায়েক ?

হলীমা। তুমি তোমার জমীদারীর এমন সুন্দর ইঃতমাম্[৭] করে এসেছ যে কখনও কোন রকম ঝগড়া ফসাদ হয়নি, তুমি নিশ্চয় পাঁচশো টাকা মাইনের লায়েক।

নজীব। তুমি আমাকে পঞ্চাশ টাকা করে দিয়ো। ওর বেশী আমি নিতে পারবো না।

---

১ মিথ্যা। ২ বিক্রয় পত্র। ৩ জীবিকা। ৪ উপায়। ৫ ম্যানেজার। ৬ রাম রাম। ৭। বন্দোবস্ত।

হলীমা। আচ্ছা, তোমার সমস্ত খরচ খরচা বাদে, নগদ তোমাকে ৫০৲ করে দেব।

নজীব। খরচ খরচা মানে কেবল খাওয়া পরা আর কিছু নয় মনে থাকে যেন। আমার যা কিছু টাকা ব্যাঙ্কে আছে, তাই নিয়ে একবার হজ[১] করে আসবো, আর তাতেই আমার কবরের খরচ হবে।

হলীমা। আচ্ছা তাই হবে।

নজীব। আজ আমি কর্জা থেকে খালাস হ'লাম। আল্লার কি মেহেরবাণী[২]! আজ তুমি আমাকে ডেক না, আমি সমস্ত দিন এবাদৎ[৩] করবো। [প্রস্থান।

হলীমা। (জানু পাতিয়া) ইয়া আল্লা, আমাকে আমার স্বামীর উপযুক্ত করো। আমি যেন ওঁর সমস্ত ধার শোধ করে ম'ত্তে পারি। (উত্থান)

(শুজার প্রবেশ)

শুজা। ওখানা কি কাগজ মা?

হলীমা। পড়ে দেখ। (কাগজ দান)

শুজা। (পড়িয়া) তুমি ওঁর এই দান নেবে মা?

হলীমা। আমি নিতে অস্বীকার করায় উনি বড় দুঃখিত হয়েছিলেন। ওঁকে এখন দেখাতে হবে যে আমি ওঁর দান নিইচি। ওঁর বিষয় যেমন আছে তেম্‌নি থাক্‌বে।

শুজা। এতে আর ত কারও কোনও ক্ষতি নেই, কেবল ওঁর ভাইএর ক্ষতি।

হলীমা। ওঁর কি নিজের জায়দাদ[৪] হেবা[৫] করবার অধিকার নেই?

শুজা। তা আছে।

---

১ মক্কায় যাওয়া। ২ দয়া। ৩ পূজা। ৪ সম্পত্তি। ৫ দান

হলীমা। ওঁর অবর্ত্তমানে যদি মুনঈম খাঁর ওফাৎ[১] হয় আমি কি তার বিষয়ের অংশ পাব ?

শুজা। না।

হলীমা। মেহেরের বদলে সম্পত্তি দেবার রেওয়াজ কি আমাদের নেই ?

শুজা। তা আছে।

হলীমা। তবে কেন আমি এ দান নেব না ? আমি ত নিজের জন্যে নিচ্চি নে, তোদের জন্যে নিচ্চি।

শুজা। সেই জন্যেই ত বল্‌চি মা। আমরা ওঁর কে যে ওঁর ভাইকে বঞ্চিত করে ওঁর বিষয় নেব।

হলীমা। তুই কি কত্তে বলিস আমাকে ?

শুজা। তুমি উইল্ করে মুনঈম খাঁর প্রাপ্য অংশ তাঁকে দিয়ো ; আর রহীমকে আর আমীনাকে কিছু কিছু দিয়ো।

হলীমা। মুনঈম যদি গরীব হ'ত, কিংবা তার অনেকগুলি ছেলে-পিলে থাকৃত আমি নিশ্চয় তার প্রাপ্য অংশ তাকে দিতাম। আমাকে যে তোদের দুজনের আর আমীনার জন্যে ব্যবস্থা কত্তে হবে।

শুজা। রহীমকে কিছু দেবে না ?

হলীমা। সে যদি নেকচলন[২] হ'য়ে থাকে তাকে আমি বঞ্চিত করবো না।

শুজা। আবিদউল্লার তার এসেছে সে এখনই এসে পৌঁছুবে। আমি দেশে ফিরেছি শুনে আমার সঙ্গে দেখা কত্তে আসচে।

হলীমা। রহীমের ঘরটা একটু ঝেড়েঝুড়ে রাখাইগে চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

১ মৃত্যু। ২ সুচরিত্র।

(মুনঈম খাঁ ও জোঃরার প্রবেশ)

মুনঈম। কই এখনও আবিদ এসে পৌঁছয় নি, আমাদের এত তাড়াতাড়ি করে না এলেই হ'ত।

জোঃরা। তাড়াতাড়ি কি সাধে করিচি? ও মাগীর খপ্পরে পড়লে কি তার পত্তা পাওয়া যাবে। সে এলেই তুমি তার সঙ্গে করীমার বিয়ের ঠিক করে ফেল।

মুনঈম। তুমি মিছিমিছি ভৌজাকে দোষ দেও; তিনি ত আমীনার সঙ্গে রহীমের বিয়ে দিলেন না।

জোঃরা। ও দিতে চেয়েছিল; রহীম করেনি তাই হয়নি। রহীম এক তীরে দুই পাখী মেরেছে। থাক্ এখন ওর ছেলে মেয়ে থুবড়ো হয়ে।

মুন। ভৌজা তোমার কি করেছেন যে তাঁর উপর তোমার এত রাগ?

জোঃরা। তার ক্ষেমতা কি সে আমার কিছু করে? আমি তার একচালায় থাকি না তার খাই? মাগী ছোটনোকের মেয়ে। ওর বাপ ছিল বেদে। বেদে বাপের কাছে ওষুধ কত্তে শিখেছে। ভাতারকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। গিছ্‌ল রহীমকে ভেড়া বানাতে, দিয়েছে ডা'ন মাগীর পোড়ামুখ পুড়িয়ে। খুব করেছে। আমি এক্‌দিল্ সাহেবের শিন্নি দেব।

মুনঈম। এক্‌দিল সাহেব কে আবার?

জোঃরা। ওমা তুমি জান না? আমার বাপের বাড়ী কাজীপাড়ার তিনি যে মস্ত জাগ্রৎ দেব্‌তা।

মুনঈম। বারাসতের কাজীপাড়ায় ত অনেক ভাল ভাল মুসলমান আছেন, তাঁরা পীরের পূজা করেন?

জোঃরা। এক্‌দিল সাহেবের পূজো করবে না ত কা'র করবে? ও

অঞ্চলের হিঁদু মোচলমান সকলেই তাঁর পূজো করে। তাঁর মেলায় লক্ষ লোক জমা হয়। সকলেই তাঁকে শিন্নি দেয়।

মুনঈম। বলেছে ঠিক "ইস্‌লাম সারা দুনিয়া ফতে ক'রে গঙ্গায় এসে ডুবে মরেছে।" এখানে ফিরিঙ্গীরে পর্য্যন্ত কালীপূজো করে। কে না কচ্চে, আমিই ত সেদিন আজমীরে চীশ্‌তীর কবরের পূজো করে এলাম।

জোঃরা। কি বিড়বিড়্‌ করে বক্‌চো ?

মুনঈম। আবিদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাচ্চ সে বাঙ্গলা জানে না। করীমাও উর্দ্দূ জানে না।

জোঃরা। দিন কতক পাট্‌নায় গিয়ে থাক্‌লে করীমা উর্দ্দ শিখে নেবে।

মুনঈম। মেয়েকে পাট্‌নায় পাঠিয়ে দিয়ে থাক্‌তে পারবে ?

জোঃরা। বয়ে গেছে পাট্‌নায় পাঠাবার জন্যে। তোমার ভালমন্দ হলেই ওদের কল্‌কাতায় এনে রাখবো।

মুনঈম। তুমি বুঝি দিনরাত আমার মরবার দিন গুন্‌চো ?

জোঃরা। কি বল তার ঠিক নেই। কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মুনঈম। কথাটা পেটে ছিল, তাই ত মুখ দিয়ে বেরিয়েছে।

জোঃরা। খুব করিচি বলিচি, তুমি কি চিরকাল বাঁচবে, কখনও মরবে না ?

মুনঈম। আমি ম'লে তুমি আবার বিয়ে করবে, করীমাকে আন্‌বার জন্যে ব্যস্ত হবে না।

জোঃরা। তখন কি আর বিয়ের বয়েস থাক্‌বে ?

মুনঈম। এখনও যদি মরি, বয়েস থাকে, কেমন ?

জোঃরা। দেখ, তুমি যদি আমাকে অমন করে জ্বালাতন কর ভাল হবে না, বলে রাখচি।

মুনঈম। ঐ বুঝি আবিদের গাড়ী এল। [উভয়ের প্রস্থান।

(শুজা, আবিদ্‌উল্লা ও সলীমার প্রবেশ)

আবিদ। অব্ হম্ বাংলা বোল্‌বো। উর্দ্দূ বিল্‌কুল নহীঁ বোলবো। সীখ্ লিয়া বাঙ্গালী বোলী। উর্দ্দূ লফ্‌জ্[১] কো টেঢ়া করকে বোলনে সে বাংলা বন যাতা হৈ।

শুজা। মসলন্[২] ?

আবিদ। জল্ উর্দ্দূ হৈ। উস্‌কো জোয়ল্ কহ্‌নে সে বাংলা বন্ যাতা হৈ। উসি তরঃ ফল্ সে ফোয়ল্, মন্ সে মোয়ন্। গর্জ[৩] বাংলা মে হর্ লফ্‌জ্ মে[৪] ওয়াও[৫] আতা হৈ।

শুজা। আবিদ বড় মিছে বলেনি ; অনেক বাঙ্গালী ঐ রকম উচ্চারণ করেন বটে।

আবিদ। ক্যা কহা ? জেরা[৬] আঃস্তে বোলো তো সমঝ্ মে আওয়ে। জল্‌দী বোল্‌নে সে মালূম হোতা হৈ কি হণ্ডী মে কৌড়ি রখ্ কর হিলা দিয়া।

সলীমা। হাঁ তুমি খুব বাংলা শিখেছ।

আবিদ। কেঁও ন সীখে ? ফর্ক্ কোন্ সা হৈ ? হম্ বোলতে হেঁ তুম্, তুম্ বোলতে হো তুমী। উওহী বাৎ জেরা টেঢ়া করকে বোলা।

সলীমা। হুঁ। কায়দা[৭] যখন শিখেছ, ভাষা শিখতে আর দেরী কি ?

আবিদ। ময় সমঝ্ গিয়া। কায়দা[৭] যব সীখ্ লিয়া ভাষা সীখ্‌নেমে দের ক্যা। কহো য়েহী কহী থী য়া ঔর কুছ ?

সলীমা। এখন যা বলচো বাংলা না উর্দ্দূ ?

আবিদ। ময় ভূল গিয়া থা। অব্ লেও বাংলা পূরাপূরা। কেঁও ঠিক হোয়েচে কি নহী।

১ শব্দ। ২ যথা। ৩ ফলতঃ। ৪ প্রতিশব্দে। ৫ ওকার। ৬ একটু। ৭ ব্যাকরণ।

সলীমা। ঠিক হয়েছে বই কি। একেবারে বিদ্যাসাগরী বাংলা।

আবিদ। ক্যা বোলী? কেঁও ভাই! তু-মী কহো মেরী বোলী ঠিক হোয়েচে কি নহী?

শুজা। হাঁ একটু একটু হচ্চে বই কি।

সলীমা। ওকে ফাকি দিয়ো না। পষ্ট বলে দেও ওর ছাইও হচ্চে না।

আবিদ। ছাই কিসে কহে?

সলীমা। তুমি যা বলচো তাকে কহে।

আবিদ। অব্ সমঝ্ গিয়া। য্যায়সা হমারী বোলীকো উর্দ্দূ বোলতে হৈঁ; ওয়ায়সা বাঙ্গালী বোলীকো ছাই বোল্‌তে হৈঁ।

সলীমা। এটা কি দুষ্টুমী কল্লে না random shot[১]?

শুজা। তুই ত বেশ উর্দ্দূ জানিস, ওর সঙ্গে উর্দ্দূতে কথা ক'না কেন?

সলীমা। আমি যখন পাটনায় ওর বাড়ী যাব কুটুম্বিতে কত্তে, উর্দ্দূতে কথা কইব। এখন ও এসেছে আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতে কত্তে, আমাদের ভাষায় কথা ক'ক্।

শুজা। ও যে পাচ্চে না।

সলীমা। বেশত সঙ্গ দেখা যাচ্চে।

আবিদ। সৎসঙ্গ্ কা জিকর্[২] কর রহী হো। ওয়াকাই[৩] য়হাঁ আ কর তুম্ লোগোঁ সে মিলকে মুঝ্‌কো সৎসঙ্গ্ হাসিল[৪] হুয়া।

সলীমা। তোমার একটি ন্যাজ গড়িয়ে দিলে আরও সৎসঙ্গ হবে।

আবিদ। ন্যাজ্ কিসে কহে?

। নিজ্‌কো। উওহি জবান্ কী টেঢ়াপন্[৫]। সলীমা বোল্‌তী

১ অন্ধকারে ঢিল মারা। ২ উল্লেখ। ৩ বাস্তবিক। ৪ লাভ। ৫ বাঁকা উচ্চারণ।

হৈ তুম হামারে নিজকা আদমী হো তুম্‌হারা সঙ্গ্ অগর সৎসঙ্গ্ ন হোগা তো কিস্ কা হোগা ?

আবিদ। বড়ী মেহেরবাণী[১]। বোড়ো দয়া। সচ্ কহো সলীমা তুম্ হম্‌কো অপ্‌না সমঝ্‌তী হো।

সলীমা। ন্যাজ গড়ালে ঠিক আপনার সমঝুব।

আবিদ। বেশক্[২] নিজ্‌কো তো আপ্‌না সমঝনা ভী চাহিয়ে।

(সলীমার দিকে সপ্রেম দৃষ্টি)

[হাসি থামাইতে না পারিয়া শুজার প্রস্থান।

সলীমা। কলা খাবে ?

আবিদ। কল্‌কত্তাই কেলা বহুৎ আচ্ছা হোতা হৈ।

সলীমা। তা খাবে বই কি হনুমান !

আবিদ। হনুমান তো হিন্দুয়োঁকা দেবতা হৈ। অযোধ্যা মে উন্‌কা মন্দির ময় দেখ্ আয়া। লেকিন্ তাজ্জুব[৩] হৈ য়হাঁকা মুসলমান ভী রীশ্‌তা-দারোঁকো হিন্দুয়োঁকা দেওতে কে নাম সে পুকার তে হৈঁ।

সলীমা। নইলে তাদের মান্য হবে কেন ?

আবিদ। মান্য কিসে কহে ?

সলীমা। ইজ্জৎ কো।

আবিদ। ময় জব্ তুম্‌হারা নিজ্‌কা হুঁ, ইজ্জৎ করনে কী ক্যা দরকার হৈ ?

সলীমা। তোমাকে ইজ্জৎ করে এইবার যাদু ঘরে পাঠাব।

আবিদ। তুম্ নে তো শুরু মে হি মুঝ্‌কো যাদু কর লিয়া হৈ।

সলীমা। মাটি কল্লে রে। কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে।

১ দয়া। ২ নিশ্চয়। ৩ আশ্চর্য্য।

আবিদ। তুম্ হম্‌কো মথে পর রক্ষোগী। নহীঁ নহীঁ ময় তুম্‌হারা কদ্‌মো কা গুলাম[১]। (সলীমার পদধারণ করিতে উদ্যত)

সলীমা। কর কি! এখনই ভাই এসে পড়বে। (আবিদের হাত ধরিয়া উঠান)

আবিদ। (হাত না ছাড়িয়া গীত)

ভৈরবী দাদ্‌রা।

তু রহীমা[২] তু সলীমা[৩] তু সর্‌তাজ হৈ মেরা।

ময় গুলাম ময় খাদিম্[৪] ময় আবিদ[৫] হুঁ তেরা॥

সলীমা। আপ্ তশ্‌রীফ রক্ষিয়ে[৬], ময় ভাই কো আপ্‌কে পাস ভেজ্‌তী হুঁ।

আবিদ। ওয়াঃ তুম্ তো বহুৎ আচ্ছা উর্দ্দু বোল্‌তী হো।

সলীমা। এই রে সব মাটী করে ফেলিচি। আর ত বাঁদর নাচান হবে না।

আবিদ। (ঘরে সেতার দেখিয়া) তুম্ সেতার বজাতী হো?

সলীমা। (নিরুত্তর)

আবিদ। (সেতার আনিয়া সলীমার হস্তে দিয়া) জরা গুলাম্ পর মেহেরবানী করো। (সলীমার সেতার বাদন)

আবিদ। ওয়াঃ ওয়া, ওয়াঃ ওয়া। পূরবী মে ক্যায়সা তান লগায়ী হৈ?

সলীমা। ময় অনাড়ী হুঁ, আপ হৈ উস্তাদ, আপ্‌কে সাম্‌নে বজানা মেরে লিয়ে হেমাকৎ[৭] হৈ।

আবিদ। জেরা ঔর কৃপা করো। এক গীত গা কে শুনাও।

---

১ চরণের দাস। ২ দয়াময়ী। ৩ স্বাস্থ্য। ৪ সেবক। ৫ পূজক। ৬ বসুন
৭ আস্পর্দ্ধা।

সলীমা। মেরা গানা সুনকে আপ হঁসেঙ্গে।

আবিদ। ক্যা ময় পাগল হুঁ? (সলীমার হস্ত ধারণ করিয়া) ময় তুম্‌হারা নিজকা আদমী হুঁ। জেরা করম[১] করো মুঝ পর।

সলীমা। (সেতার সংযোগে মৃদুস্বরে গীত)

ভৈরবী কাওয়ালী।

এখন আমি কি করি।
নাচাতে গিয়ে বাঁনর হই বুঝি বানরী॥
গেলাম দিতে গালাগালি সে নিলে তায় পূজা বলি।
কি বলে এখন ঠেলি, কেমনে এ দায়ে তরি॥
গালাগালির কথা গুলি সে বুঝিল প্রেমের বুলি।
ভেবেছে বেহায়া বলি ছি ছি আমি লাজে মরি॥

আবিদ। ওঃ হো। তুম্‌হারী মুঃ সে ভৈরবী ক্যায়সী মীঠী লগতী হৈ। জেরা তর্জ্জমা করকে ত সুনাও।

সলীমা। তর্জ্জমা কল্লেই চিত্তির।

আবিদ। তর্জ্জমা মুস্কিল হৈ তো উর্দ্দূকা এক গীত সুনা দেও।

সলীমা। উর্দ্দূ মুঝে নহী আতা।

আবিদ। বহুৎ আচ্ছা আতা হৈ।

সলীমা। ন কোই উস্তাদ ন কেতাব, কাহাঁ সে গীত সিখুঁ ময়?

আবিদ। য়ে বাঙ্গলা গীত কাহাঁ সে সীখী থী?

সলীমা। য়ে ত ময় নে অভী—(থামিয়া যাওয়া)

আবিদ। অভী বনা কে গায়ী?

সলীমা। (নিরুত্তর)

---

১ দয়া।

আবিদ। তুম্ শায়ের[১] ভী হো। (সপ্রেম দৃষ্টি)

সলীমা। নহী নহী। কভি দো চার সতর—(থামিয়া যাওয়া)

আবিদ। আচ্ছা উর্দ্দূ মে দো সতর বনা কে সুনাও।

সলীমা। মাফ কীজিয়ে।

আবিদ। মাফ নহী করতা ময়, তুম্‌কো সুনানা পড়েগা। ময় তুম্হারা রীশ্‌তাদার[২], তুম্হারা মঃমান্[৩], তুম্হারা গুলাম হুঁ, মেরা কহ্‌না নহী মানোগী ?

সলীমা। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া মৃদুস্বরে গীত)

চমন[৪] মে গুল্[৫] খিলা হৈ তেরী পেশোয়াই[৬] কে লিয়ে।
গাওয়ে কোয়ল পপইয়া তুম্হারি হুর্মৎ[৭] কে লিয়ে ॥
ঝণ্ডা[৮] তুম্হারা উঠায়া হুয়া চঢ়া চাঁদ আস্‌মান* মে।
কদম[৯] তুম্হারা ছুয়া হুয়া চলী নসীম[১০] ময়দান মে ॥
আয়ী বাহার[১১] তুহার হী লিয়ে মেরা মুকর্‌র্ম[১২] মহ্‌মান্[১৩] !
ময় ক্যা করূঁ গরীবনী ফিদা[১৪] কিয়া দিল[১৫] কুর্বান[১৬] এ জান্[১৭] ॥

আবিদ। (স্বগত) আজীব[১৮] ঔরৎ[১৯] হৈ! ক্যায়সী গীত বনায়ী। জাহিরা[২০] খুদা কী তারীফ্[২১] দর আসল[২২] মেরী তরফ্ ইশারা। ইল্‌ম্[২৩] ও হুস্‌ন্[২৪] লিয়াকৎ[২৫] ও জরাফৎ[২৬] মে ইস্কা মোকাবলা[২৭] কোন্ কর সক্তী হৈ ?

---

১ কবি। ২ কুটুম্ব। ৩ অতিথি। ৪ উদ্যান। ৫ ফুল। ৬ অভ্যর্থনা। ৭ সম্মান। ৮ ধ্বজা। * আকাশ। ৯ চরণ। ১০ মলয় বায়ু। ১১ বসন্ত ঋতু। ১২ দয়ালু। ১৩ অতিথি। ১৪ সমর্পণ। ১৫ মন। ১৬ বলিদান। ১৭ প্রাণ। ১৮ আশ্চর্য্য। ১৯ স্ত্রীলোক। ২০ প্রকাশ্য। ২১ প্রশংসা। ২২ বাস্তবিক। ২৩ বিদ্যা। ২৪ রূপ। ২৫ ক্ষমতা। ২৬ বুদ্ধি। ২৭ তুলনা।

সলীমা। ক্যা সোচ্[১] রহে হৈঁ আপ্—মেরী নাদানী[২] ঔর হেমাকৎ[৩]।

আবিদ। নহীঁ নহীঁ। ময় আপ্ কী কমালিয়ৎ[৪] পর ফেরেফ্তা[৫] হো গিয়া থা; আপ্ কী লিয়াকৎ দেখ্ কর মেরা জবান[৬] গুঙ্গা[৭] হো গিয়া থা; আপ্ কী......

সলীমা। ব্যস্ ব্যস্ সাহেব, মুঝে আপ মখৌল[৮]......

আবিদ। মখৌল[৮]! (সলীমার পদতলে পড়িয়া) ময় আপ্ কে কদ্মো মে মেরী জিন্দ্গী,[৯] মেরী জান্, মেরী ইজ্জৎ, মেরী মসর্রৎ[১০] কুর্বান কিয়া, আপ্ কবুল ফর্মাইয়ে[১১]।

সলীমা। তাই ত কেঁচো খুঁড়্তে খুঁড়্তে সাপ বেরুল যে। একে বিয়ে করবো? চেহারাটি ত বেশ। বি এল্ পাস করেছে। আদব কায়দা খুব দুরুস্ত, রহীমের মত অসভ্য নয়।

আবিদ। আপ্ মুঝে দের তক্ ইস তজব্জব্[১২] মে ন রক্ষিয়ে। আপ্ য়েকীন্[১৩] জানিয়ে আপ্কে জওয়াব পর মেরী জিন্দ্গী কা দার ও মদার হৈ[১৪]।

সলীমা। ময় ক্যা কহ্ সক্তী হুঁ? বেঃতর্[১৫] হৈ কি আপ মা ও ভাইকে পাস্ ইস্ অম্‌র্[১৬] কা জিক্‌র্[১৭] করেঁ।

আবিদ। উয়ো তো ময় করুঙ্গা, লেকিন্[১৮] উস্ সে পেশ্তর্[১৯] মুঝ্ নাচীজ্[২০] পর আপ্ কী ক্যা রায় হৈ মাল্ূম করনা চাঃতা হুঁ।

১ চিন্তা। ২ মূর্খতা। ৩ আস্পর্দ্ধা। ৪ উৎকর্ষ। ৫ মোহিত। ৬ জিহ্বা। ৭ মূক। ৮ ঠাট্টা। ৯ প্রাণ। ১০ সুখ। ১১ গ্রহণ করুন। ১২ অনিশ্চয়তা। ১৩ নিশ্চয়। ১৪ নির্ভর কচ্চে। ১৫ বরং। ১৬ বিষয়ের। ১৭ উল্লেখ। ১৮ কিন্তু। ১৯ পূর্ব্বে। ২০ আমার মত অপদার্থ।

সলীমা। আপ খাতির জমা[১] রক্ষিয়ে অগর[২] ওয়াল্‌দা[৩] ঔর ভাই কী কোই এংরাজ[৪] ন হো, মেরী ভী ন হোগী।

(আবিদের সলীমাকে ধারণ করিতে অগ্রসর হওয়া, শুজার প্রবেশ)

শুজা। করীমা আর ও বাড়ীর চাচী এসেছেন আবিদের সঙ্গে আলাপ কত্তে।

আবিদ। ভাই ময়্ সলীমা সে নিকাঃ করনা চাঃতা হুঁ, তুম্হারী ক্যা রায় হৈ ?

শুজা। সলীমা কী যো রায় উওহী মেরী রায় হৈ।

আবিদ। সলীমা কহ্‌তী হৈ যো তুম্হারী রায় উয়োহী উস্‌কী হৈ।

শুজা। আচ্ছা ময় বাপ্ সে ঔর অম্মা সে পুছ্ কর বৎলাউঙ্গা। অব্ চচী ঔর বহিন্ সে মুলাকাৎ করো। (আবিদের কাণে কথা)

আবিদ। তব্ তো উন্ সে ন মিল্‌নাই বেঃতর[৫] হৈ। খয়ের[৬] কোই মজাকা[৭] নেহী। ময় উন্ সে মিল্‌নে কে লিয়ে তৈয়ার হুঁ।

(শুজার প্রস্থান ও হলীমা জোঃরা ও করীমার প্রবেশ)

আবিদ্। অস্ সলাম অল্ ঐকুম্।

জোঃরা ও করীমা। ছেলাম।

আবিদ্। ওঃ হো করীমা তো অব্ বড়ী হো গয়ী। ক্যা পড়তী হৈ আজ কল্।

করীমা। আমি পড়িনে।

আবিদ। কহাঁ তক্ পঢ়ী থী ?

করীমা। আমি মোটেই পড়িনি।

আবিদ। বিল্‌কুল্ নহী পড়ী ?

করীমা। না।

১ নিশ্চিন্ত। ২ যদি। ৩ মা। ৪ আপত্তি। ৫ ভাল। ৬ আচ্ছা। ৭ ভয়।

আবিদ। চচী! করীমাকো পঢ়ায়ী কেঁউ নহী?

জোঃরা। গেরস্তর ঘর কা মেয়ে, পড়ে কি করেগা? গেরস্থালীর কায রান্না বান্না ও খুব সিখা হৈ। ও ত মেম নয়, যে, দিন রাত বই খুলে রহেগা। ও যেমন রান্‌তে পারে সলীমা নহী পারতা।

আবিদ। (হলীমাকে) ক্যা ফর্মায়া চচী নে?

হলীমা। কহী কি করীমা বড়ী সলীকাওয়ালী[1] হৈ। রসোই, ঘর কা সব কাম সলীমা সে বহুৎ আচ্ছী তরঃ কর সক্তী হৈ।

জোঃরা। কেন তুম্ হিন্দী নহী জান্‌তা?

আবিদ। অব্ তুহ্মারে পাস কল্‌কত্তাই হিন্দী সিখুঙ্গা।

জোঃরা। তাই শিখো। এ এক অদ্ভুত মনিষ্যি, না জানে বাংলা না জানে হিন্দী।

করীমা। মর তোকে ঠাট্টা কচ্চে, বুঝ্‌তে পাচ্চিস্ নে?

জোঃরা। আমাকে ঠাট্টা করবে, ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব না?

হলীমা। চুপ্ কর চুপ্ কর। তোমাকে কি ও ঠাট্টা কত্তে পারে?

জোঃরা। ওর বাপের সাদ্দি আমাকে ঠাট্টা করে।

হলীমা। আমাদের ভাষা ও জানে না, তোমার কাছে শিখ্‌তে চেয়েছে, তাতে ঠাট্টা কি হ'ল?

আবিদ্। (জনান্তিকে) ক্যা হো গিয়া?

সলীমা। (জনান্তিকে) চচী নে সমঝ লিয়া তুম্‌নে উন্ সে মখৌল[2] কিয়া।

আবিদ। চচী তুম্‌নে করীমা কো ঘর কা কাম তো সব্ সিখ্‌লায়া হৈ কুছ্ গানা বজানা ভী সিখ্‌লায়ী কি নহী!

১ গৃহস্থালীতে নিপুণ। ২ ঠাট্টা।

জোঃরা। ও কি কস্‌বী[১] যে নাচ্‌বে গাইবে। আমাদের দেশে ভদ্দর নোকের মেয়েরা গান বাজ্‌না নহী করতা।

আবিদ। ভদ্দর নোক কিসে কহে ?

সলীমা। শরীফ লোগ।

আবিদ। শরাফৎ[২] কী আচ্ছী তাবীর[৩] হুয়ী। Salima you have got a formidable rival[৪].

সলীমা। I shall retire in her favour[৫].

জোঃরা। কি বিজ্‌ বিজ্‌ করে বক্‌চে ওরা ?

করীমা। আমাকে ঠাট্টা কচ্চে।

জোঃরা। তুম্‌ আমার লড়কীকে ঠাট্টা করতা হৈ ?

আবিদ। তৌবা তৌবা[৬]! বহিন্‌কে সাথ কোঈ মজাক্‌[৭] কর সক্তা হৈ ?

(নজীব খাঁ ও শুজার প্রবেশ। জোঃরার ঘোম্‌টা দেয়া)

নজীব। আচ্ছা হুয়া হমারে খান্‌দান্‌কে[৮] সব্‌ লোগ্‌ যহাঁ মৌজুদ[৯] হৈঁ। আবিদ্‌ নে সলীমা সে নিকাঃ কা ঈজাব[১০] কিয়া হৈ। ময় ইস্‌ ঈজাব[১০] কো কবূল[১১] কর্ত্তা হুঁ। উম্মেদ[১২] হৈ কি সলীমা ঔর তুম্‌ লোগ ভী কবূল[১০] করোগে।

করীমা ও শুজা। হম্‌ খুশী সে কবূল কর্ত্তে হৈঁ।

নজীব। সলীমা ?

শুজা। উস্‌ নে মেরে সাম্‌নে কবূল কর চুকী হৈ।

নজীব। উস্‌ কী চচী সে ভী পুছো।

১ বেশ্যা। ২ ভদ্রতার। ৩ অর্থ। ৪ তোমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ৫ আমি ওকে আসর ছেড়ে দিচ্চি। ৬ রাম রাম। ৭ ঠাট্টা। ৮ বংশ। ৯ উপস্থিত। ১০ প্রস্তাব। ১১ গ্রহণ।১২ আশা করি।

জোহরা। (অস্পষ্ট ভাবে গজ্ গজ্ করা)

নজীব। আবিদ নে সলীমাকো গরীবনী জান্ কর হি নিকাঃ কা ঈজাব কিয়া হৈ। উস্ কো মালুম ন থা কি মেরা সব জায়দাদ[১] কি মালিক উস্‌কী ওয়ালদা হৈ। উন্‌কী ওফাৎ[২] পর উস্ জায়দাদ কী এক সুল্‌স্[৩] সলীমা কো মিলেগী।

জোহরা। (ঘোম্‌টা ফেলিয়া দিয়া) তা আর হ'তে হয় না। সমস্ত বিষয় দেবার তোমার এখ্‌তার নেই। আমরা মকদ্দমা করে উইল নাকচ্ করাব।

নজীব। ময় নে ওসীহৎ[৪] কী নহী। বীবী কী মেহের[৫] কে এওয়জ[৬] কুল জায়দাদ[৭] কা বয় মুকাসা[৮] কর দিয়া হৈ।

জোহরা। ও রকম জাল জুচ্চুরী কক্ষণো আদালতে টিক্‌বে না। বুড়ো বয়সে তোমার ভীমরতী হয়েছে ; তোমার কোনও কায করবার এখ্‌তার নেই।

[নজীব খাঁর প্রস্থান।

জোহরা। (হলীমাকে) তোমাকেও বলে রাখ্‌চি অত পাপ সইবে না, সইবে না, সইবে না। যাদের জন্যে এই পাপ কচ্চো, এ বিষয় তাদের ভোগে আস্‌বে না, আস্‌বে না, আস্‌বে না।

[জোহরাকে টানিয়া লইয়া করীমার প্রস্থান।

(নেপথ্যে জোহরা—মাগী ডা'ন। বুড়োকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে)

শুক্কা। কি ভাব্‌চ মা, আবিদকে নাওয়াবে খাওয়াবে না ?

হলীমা। বাবা আবিদ কিছু মনে করো না। তুম্হারী চাচী বড়ী

১ সম্পত্তি। ২ মৃত্যু। ৩ এক তৃতীয়াংশ। ৪ উইল। ৫ যৌতক। ৬ বদলে ৭ সম্পত্তি। ৮ বিক্রয়।

নেক[১] ঔরৎ হৈ ; উন্‌কী তবীয়ৎ[২] জরা[৩] গুসেলী[৪] হৈ, ঔর কোই নুক্স[৫] উন্ মে নেহী।

শুজা। দের হোতী যাতি হৈ, আস্‌নান্ নহী করোগে ?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

টেরিটী বাজার—রহীম খাঁর বাটী।

আমীনা ও শুজা।

শুজা। তার বিয়েতে তুমি না গেলে সলীমা বড় দুঃখিত হবে।

আমীনা। আমি গেলে খালু রাগ করেন যদি ?

শুজা। মা তাঁর মত করিয়েছেন।

আমীনা। আমি এক্‌লা যাব ? না, আমাদের দুজনেরই নেমন্তন্ন ?

শুজা। তা তা কি জান, ওর কি সময় হবে ? এই নতুন ডাক্তারী আরম্ভ করেছে।

আমীনা। খালুর মত নয় যে ও ওবাড়ী যায় ?

শুজা। আমরা অনেক চেষ্টা করেও বাপের মত করাতে পারি নি।

আমীনা। তা হ'লে আমার যাওয়া হবে না।

শুজা। আমি ওকেও নেমন্তন্ন করে যাচ্চি, কিন্তু যাতে ও না যায় তুমি তার ব্যবস্থা করো। ও এমনিই যেতে চাবে না বোধ হয়।

১ ভাল। ২ স্বভাব। ৩ একটু। ৪ রাগী। ৫ দোষ

আমীনা। ও নিজেও যাবে না, আমাকেও যেতে দেবে না।

শুজা। তুমি যদি ওকে না বলে যাও?

আমীনা। তা হ'লে ও অনর্থ কর্‌বে।

শুজা। ওর মেজাজ কি ভারি খিট্‌খিটে।

আমীনা। না, তা নয়। তবে কি জান, একটুতেই ভয়ানক রেগে যায়।

শুজা। রেগে তোমাকে কখন শক্ত কথা বলে না ত?

আমীনা। শক্ত কথা! না না। তা কেন বল্‌বে? তবে কি জান, রাগ্‌লে কি মানুষের জ্ঞান থাকে?

শুজা। হুঁ।

আমীনা। কি দেখ্‌ছো ভাই অমন করে?

শুজা। রহীমের কিছু পশার টশার হ'ল?

আমীনা। কল্‌রা হ'তে আরম্ভ হয়ে অবধি কেউ কেউ ডাক্‌চে।

শুজা। এত দিন কি হচ্ছিল?

আমীনা। (অধোবদনে নিরুত্তর)

শুজা। আমীনা তোমার হাতের বালা কি হল?

আমীনা। তুলে রেখেচি।

শুজা। একি, এটা কিসের দাগ?

আমীনা। ও একটু পুড়ে গিছ্‌ল?

শুজা। তোমাকেই রান্‌তে হয়?

আমীনা। চুপ ক'রে বসে থেকে কি করবো?

শুজা। অন্য সব কায কে করে?

আমীনা। কায ত কিছু বেশী নয়, আমি একলা বেশ পারি।

শুজা। তোমার বালা বিক্রী হয়ে গেছে, না বন্ধক পড়েছে?

আমীনা। বন্ধক পড়েছে।

শুজা। কার কাছে বন্ধক পড়েছে বল, আমি খালাস করে দেব।

আমীনা। আমি জানি না কার কাছে বাঁধা আছে।

শুজা। আচ্ছা আমি তোমাকে নতুন বালা কিনে দেব।

আমীনা। তোমার কাছ থেকে আমি নেব কেন?

শুজা। আমি কি তোমার ভাই নই?

আমীনা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) সে সব সম্পর্ক এখন মিটে গেছে।

শুজা। কি করে?

আমীনা। তোমাদের নাম শুন্‌লে ও জ্বলে যায়।

শুজা। তোমার অসুখ হয়েছিল?

আমীনা। না।

শুজা। অত রোগা হয়ে গেছ যে?

আমীনা। কই না।

শুজা। তোমাদের টানাটানি হয়ে থাকে আমি তোমাদের টাকা দেব।

আমীনা। ও তোমার টাকা নেবে না।

শুজা। সেবার ত নিয়েছিল।

আমীনা। সে এক দিনেই উড়ে গিছ্‌ল।

শুজা। ওর কি চরিত্র খারাপ?

আমীনা। আমি কি তাই বলিচি?

শুজা। বিয়ের দিন তোমাকে খুসী করবার জন্যে খরচ করে থাক্‌বে।

... ...

শুজা। বিয়ের সময় যে সব আসবাব কিনেছিলাম তা ত দেখতে পাচ্চি নে?

আমীনা। সব বিক্রী হয়ে গেছে।

পাঁচশো টাকার আসবাব, নগদ একশো টাকা, বালার দু তিন শো টাকা দু মাসে উড়ে গেল ?

আমীনা। (নিরুত্তর)

শুজা। রহীম কি মদ খায় ?

আমীনা। (কাঁদিয়া ফেলিল)

শুজা। রাত্তিরে বাড়ী থাকে ত ?

আমীনা। (নীরবে রোদন)

শুজা। আহা বোন্‌টি আমার! তোমার কি কষ্টই যাচ্চে।

আমীনা। আমাকে তুমি আদর করে ডেক না।

শুজা। যখন ওর মদের পয়সা না থাকে কি করে ?

আমীনা। বন্ধুদের বাড়ী যায়।

শুজা। কখন ফেরে ?

আমীনা। পর দিন সকালে।

শুজা। তোমার কি হয় ?

আমীনা। আমি শুয়ে পড়ি থাকি।

শুজা। রাঁধও না খাওও না ?

আমীনা। না।

শুজা। বাজার থেকে খাবার এনে খাও না কেন ?

আমীনা। পয়সা কোথা পাব ?

শুজা। আমি তোমাকে টাকা দিচ্চি, বাজার থেকে খাবার আনিয়ে খেয়ো।

আমীনা। এনে কে দেবে ?

শুজা। আমি সাম্‌নের হোটেলওয়ালাকে বলে যাব, যেদিন রহীম বেরিয়ে যাবে, সে তোমাকে খাবার দিয়ে যাবে।

আমীনা। না ভাই আমি বেশ আছি। উপোশ কল্লে মেয়ে মানুষ মরে না।

শুজা। তুমি অত কষ্ট পাবে, আমি দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো ?

আমীনা। ও যদি জান্‌তে পারে তোমার কাছে টাকা নিইচি— (থামিয়া যাওয়া)।

শুজা। ও তোমাকে মারে নাকি ?

আমীনা। এখনও হাতে মারেনি।

শুজা। তবে কি হবে ?

আমীনা। কিছুই হবে না ; তুমি এখন যাও।

শুজা। তোমার হাতে কিছু টাকা থাকা দরকার ; কখন কি হয় কে বল্‌তে পারে ?

আমীনা। না ভাই আমি টাকা নেব না।

শুজা। তোমাকে নিতেই হবে। (আমীনার হাতে নোট গুঁজিয়া দেয়া)

(রহীমের প্রবেশ)

রহীম। শুজা কি মনে করে ?

শুজা। সলীমার বিয়েতে তোমাদের নিমন্ত্রণ কত্তে এসেছি।

রহীম। কোথায় ঠিক হ'ল ?

শুজা। তোমার মামাত ভাই আবিদের সঙ্গে।

রহীম। সলীমার কপালে শেষটা ছাতুখোর জুট্‌লো ?

শুজা। কি করা যায় বল ?

রহীম। আমাকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আবার যে ডেকেছেন ?

শুজা। রক্তের টান।

রহীম। আমি যাব না।

শুজা। আমীনাকে পাঠিয়ে দেবে ত ?

রহীম। ওর যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে, আমি কি বারণ করিচি ?

শুজা। আমি ওকে নিয়ে যাই তা হ'লে ?

রহীম। বিয়ে কবে ?

শুজা। কাল।

রহীম। তবে কালই নিয়ে যেয়ো।

শুজা। তবে আমি আসি।

[প্রস্থান।

রহীম। ভাইএর সঙ্গে হাত কাড়াকাড়ি কচ্ছিলে কেন, পুরণো পীরিত ঝালিয়ে তুল্‌ছিলে নাকি ?

আমীনা। হাঁ।

রহীম। তবে ভাইএর কাছে গিয়ে থাকনা কেন ?

আমীনা। তুমি বল্লেই থাকি।

রহীম। আর আমাকে ভাল লাগে না বুঝি ?

আমীনা। না।

রহীম। তোমাকে বুড়োর বাড়ীতেই রাখ্‌বে, না আলাদা বাড়ী নেবে ?

আমীনা। তুমি জিজ্ঞেস কল্লে না কেন ?

রহীম। বুড়ো যে ধর্ম্মের ধ্বজা। বাড়ীতে জিনাকারী[1] কত্তে দেবে ?

আমীনা। মুখ্‌ সাম্‌লে কথা বলো।

রহীম। আজ উপস্বামীর বাতাস পেয়ে স্বামীর উপর যে ভারি চোটপাট।

আমীনা। ভাইকে ও সব কথা বলনি কেন, ভীরু !

---

১ ব্যভিচার।

রহীম। কিছু বলিনে বলে ভারি আশ্কারা পেয়েছ দেখ্চি।

আমীনা। মারবে নাকি?

রহীম। যদি মারি, তুমি কি কত্তে পার?

আমীনা। একেবারে মেরে ফেল না, তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই।

রহীম। আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ভারি ব্যস্ত হয়েছ?

আমীনা। হাঁ হয়েছি।

রহীম। আচ্ছা আমি তোমাকে তালাক দিলাম; যাও বেরোও আমার বাড়ী থেকে।

আমীনা। আমাকে তালাক দেয়া তোমার কর্ম্ম নয়।

রহীম। মেহেরের টাকা তুমি নালিশ করে নিয়ো।

আমীনা। মেহেরের টাকা না দিলে তালাক হয় না।

রহীম। তাই ত, এ যে মস্ত মৌলুবী দেখ্চি।

আমীনা। তোমার চেয়ে মৌলুবী। আমি কোরাণ পড়িচি।

রহীম। ঝগ্ড়া করবে না খেতে টেতে দেবে?

আমীনা। আমি খেতে দেবার কে? আমাকে যে তালাক দিলে।

রহীম। তুমি যে বল্লে মেহের না দিলে তালাক হয় না।

আমীনা। আমি মেহেরের দাবী ছেড়ে দিচ্চি, তুমি আমাকে তালাক দেও।

রহীম। শুজার সঙ্গে তোমার সব ঠিক ঠাক হয়ে গেছে দেখ্চি।

আমীনা। হাঁ হয়ে গেছে।

রহীম। আমাকে না করে তাকে বিয়ে কল্লেই পাত্তে।

আমীনা। তখন তোমাকে চিন্তে পারিনি।

রহীম। কবে চিন্লে?

আমীনা। বিয়ের রাত্তিরে।

রহীম। মদ ত ভদ্রলোক মাত্রেই খায়।

আমীনা। আমার ভদ্রলোক চাইনে।

রহীম। তাই বুঝি শুজার জন্যে ক্ষেপে উঠেছ।

আমীনা। ও মুখে ভাইএর নাম উচ্চারণ কত্তে লজ্জা করে না ?

রহীম। লজ্জা করাই উচিত, বিলেতে গিয়ে অমন গরু হয়ে কেউ কখন আসেনি।

আমীনা। ভাইএর ছশো টাকা কবে শোধ করবে ?

রহীম। সে টাকা না পেলে কি তোমাদের ঘর কন্নার সুবিধে হবে না ?

আমীনা। না।

রহীম। টাকা ত শুজার নয়, শুজাকে কেন দেব ?

আমীনা। তুমি কি কখন কাউকে উপুড় হস্ত করেছ ?

রহীম। আমাদের যে চীৎ হাত করাই ব্যবসা।

আমীনা। আজ যে রাত নটা বাজ্‌তেই বাড়ীতে ?

রহীম। কোথা যেতে বল তুমি ?

আমীনা। যারা বিয়ের রাত্তিরে নাচ্‌তে এসেছিল তাদের কাছে।

রহীম। তাদের উপর তোমার সন্দেহ হয় নাকি ?

আমীনা। সন্দেহই বটে।

রহীম। ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খেতে টেতে দেবে ?

আমীনা। বাড়ীতে ত রান্না হয়নি, আমি জান্‌তাম তুমি বন্ধু বাড়ী নেমন্তন্ন গেছ।

রহীম। আমি নেমন্তন্ন গেলে তুমি রাঁধ না বুঝি ?

আমীনা। কোথায় কি পাব যে রাঁধবো। বাড়ীতে কিছুই ত থাকে না।

রহীম। কি হবে? আমারও হাতে কিছু নেই। দেওনা তোমার একখানা গহনা।

আমীনা। আমি তোমাকে কতবার বলিচি আমার আর গয়না নেই। তুমি বিশ্বাস কর না, চলো আমার বাক্স দেখ্‌বে।

রহীম। আজ বুঝি শুজার হাত দিয়ে চালান করেছ।

আমীনা। তবে তাই।

রহীম। আমি চ'ল্লাম তাহ'লে, আজ আর রাত্তিরে ফিচ্চিনে।

আমীনা। যেয়ো না যেয়ো না, শোন, ভাই টাকা দিয়ে গেছে।

[শেষ কথা না শুনিয়াই রহীমের প্রস্থান।

আমীনা। যাই শুইগে। ক্ষিধেয় পেটের ভেতর যেন শেয়ালে চিবুচ্চে। [দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হলীমার গৃহ।

শুজা ও হলীমা।

শুজা। তোমার পায়ে পড়ি মা। রহীমের উপর রাগ করে আমীনাকে শুকিয়ে মেরো না।

হলীমা। ওদের কি এমন হাল হয়েছে?

শুজা। হাঁ। সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই হাঁড়ি চড়ে না।

হলীমা। উনি আমাকে বারণ করে গেছেন রহীমকে টাকা দিতে। আমার কি দেয়া উচিত হবে?

শুজা। তুমি রহীমকে দিয়ো না ; আমীনাকে দেও।

হলীমা। সেটা কি সত্যের সঙ্গে দাগাবাজী হবে না ?

শুজা। ওরা যদি মনে প্রাণে এক হ'ত, দাগাবাজী হ'ত।

হলীমা। ওদের কি বনীবনাও নেই ?

শুজা। আমার অত কথা কি জানা সম্ভব ? তুমি এক দিন গিয়ে দেখে এস না।

হলীমা। আমি সেখানে ক্ষণও যাব না।

শুজা। রহীমের অসুখ হয়েছে, তোমার একবার যাওয়া উচিত।

হলীমা। সত্যি নাকি এত দিন বলিস নি যে ?

শুজা। আমার হাতে যত দিন টাকা ছিল, বল্‌বার দরকার মনে করিনি।

হলীমা। বেয়ারাদের বল্ পাল্কী বার কত্তে। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রহীম খাঁর শয়ন গৃহ।

রহীম খাঁ পীড়িত শয্যাশায়ী। পার্শ্বে আমীনা

রহীম। খুব সেবাটা কল্লে যাহ'ক তুমি।

আমীনা। কি ভাগ্যি আমার।

রহীম। এ দু মাস খরচ পত্র কি করে চালালে ?

আমীনা। খালা[১] খরচ দিচ্ছিলেন।

[১] মাসী।

রহীম। তিনিই তা হ'লে মাম্‌দোকে পাঠিয়েছেন ?

আমীনা। নইলে আর কে পাঠাবে ?

রহীম। শুজা যে আর আসে না ?

আমীনা। তুমি যে তাঁকে দেখতে পার না।

রহীম। আমার ঘুম আস্‌চে। (চক্ষু মুদ্রিত করা)

[নেপথ্যে শব্দ ও আমীনার প্রস্থান।

রহীম। (চক্ষু খুলিয়া) বাইরে কিসের শব্দ হ'ল অমনি আমীনা উঠে গেল। দেখতে হ'ল ব্যাপারটা কি। (উঠিতে চেষ্টা ও ক্লান্তভাবে শয্যায় শতন.)

(মাম্‌দুর প্রবেশ)

রহীম। (চুপি চুপি) বাইরে কে এসেছে রে ?

মাম্‌দু। শুজাজী।

রহীম। কি কচ্চে ?

মাম্‌দু। তোমার বিবির সঙ্গে কথা কচ্চে।

রহীম। একটু আড়াল থেকে দেখে আয় ত ওরা কি কচ্চে।

(মাম্‌দুর প্রস্থান)

আমীনার এই ব্যাপার দুমাস ধরে চলচে ; তার আগেও চলতো। আমি যে দিন রাত্তিরে বাড়ী থাকৃতাম না শুজা এইখানে থাকৃতো। ইব্রাহীম বলেচে মেহের না দিলে যে তালাক হয় না তার কোনও মানে নেই। ওর ক্ষমতা থাকে নালিশ করে নিক। (চিন্তা) নাঃ, তালাক দিলেই ও শুজাকে বিয়ে করবে। তার চেয়ে আমি ওকে খুন করে ফেলি। এমন ওষুধ খাইয়ে মারবো যে কোনও ব্যাটা সন্ধান পাবে না। আরও দুদিন চুপ করে থাকি, একটু গায়ে জোর হ'লেই ওর দফা রক্ষা কচ্চি।

(মামুদুর প্রবেশ)

কিরে কি দেখ্‌লি ?

মামুদু। ওরা দুজনে মুখোমুখি করে বসে আছে।

রহীম। বসে কি কচ্চে ?

মামুদু। তুমি যা কত্তে তাই কচ্চে, আবার কি করবে। [প্রস্থান।

রহীম। আর ত কোনও সন্দেহ নেই, এখনই ওকে খুন করবো। (উঠিবার চেষ্টা)

(আমীনার প্রবেশ)

আমীনা। ওকি উঠচ কেন ? কি চাই তোমার ?

রহীম। (শয়ন করিয়া) বাইরে কেউ এসেছিল নাকি ?

আমীনা। না কেউ আসেনি। তুমি ভাবচ বুঝি রুগী দেখবার জন্যে তোমায় ডাকতে এসেছে কেউ।

রহীম। সত্যি বল্‌চ কেউ আসে নি ?

আমীনা। ভাই এসেছিলেন, তুমি কেমন আছ জিজ্ঞেস কত্তে।

রহীম। তবে যে বল্লে কেউ আসে নি।

আমীনা। ভাই বারণ করেছেন তোমায় বল্‌তে।

রহীম। রোজ আসে ও, না ?

আমীনা। হাঁ।

রহীম। তবে রে হারামজাদী কস্‌বী। (ঔষধের বোতল ছুঁড়িয়া মারা ও আমীনার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া)

রহীম। আপদ গেছে মাগী মরে গেছে। (শয়ন) নাঃ এ রকম করে মারা ভাল হয়নি, আমি ধরা পড়বো (উত্থান) মরেনি বোধ হয় (নাড়ী দেখা) এই যে উপপতির কাছ থেকে টাকা নেয়া হয়েছে। (নোট লইয়া বাক্সে রক্ষা)

(হলীমার প্রবেশ)

হলীমা। আমীনা অমন করে পড়ে কেন ?

রহীম। আমি মেরিচি ওকে।

হলীমা। কেন মাল্লি তুই ওকে ?

রহীম। আমার খুশী। তুমি এখানে কি কত্তে এসেছ ?

হলীমা। এসেছিলাম তোর ভালরই জন্যে। তা আর কচ্চিনে। এ জন্মে আমি আর তোর মুখ দেখবো না। (আমীনার সংজ্ঞা লাভ) কি হয়েছে মা তোর ?

আমীনা। কি জানি! পড়ে গিছলাম বুঝি। বড় মাথা ঘুচ্চে, মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে থাক্‌বো। (শুইয়া পড়া)

হলীমা। মঃমুদ, কোথা গেল মামুদ ?

(মামুদের প্রবেশ)

যা শিগ্‌গির বেয়ারাদের বল্ দরজার কাছে পাল্কী আন্‌তে, আমি এখনই আমীনাকে নিয়ে যাব। কেনরে মেরেছে তোরে রহীম ?

আমীনা। ওকেই জিজ্ঞেস কর।

রহীম। তুমিই বল না।

আমীনা। ভাইএর সঙ্গে কথা কয়েছিলাম বলে।

হলীমা। বটে, এত ছোট লোক তুই। আমার শুজাকে অবিশ্বাস। আমার আমীনা তেম্‌নি মেয়ে। চল্ মা, আর তোর এখানে থেকে কায নেই।

আমীনা। ওর যে অসুখ, ওকে কে দেখবে ?

হলীমা। দেখবে সেই ভুত যে ওর ঘাড়ে চেপেছে।

[আমীনাকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

রহীম। আপদ গেছে। দুমাস মদের মুখ দেখিনি। মদ না খেয়েই শরীরটা এত দুর্ব্বল হয়ে আছে। মাম্‌দো ও মাম্‌দো।

(মামদুর প্রবেশ)

রহীম। ঐ সোডার বোতলটা খুলে দে। (মাম্‌দুর তথাকরণ) যা তুই এখন এখান থেকে। [মাম্‌দুর প্রস্থান।

(আলমারী খুলিয়া মদের বোতল বাহির করিয়া মদ খাইতে খাইতে) আঃ ধড়ে প্রাণ এল।

(মাম্‌দুর প্রবেশ)

মাম্‌দু। ইব্রাহীমজী এসেছেন।

রহীম। তাঁকেই যে আমার দরকার। কে বলে খোদা নেই? শীগ্‌গির তাঁকে এইখানে নিয়ে আয়।

(মাম্‌দুর প্রস্থান ও ইব্রাহীম খাঁর প্রবেশ)

ইব্রাহীম। কি ভাই কেমন আছ আজ?

রহীম। আর ভাই মলেই বাঁচি।

ইব্রাহীম। এত বৈরাগ্য কেন?

রহীম। আমার স্ত্রী অনেক দিন ধরে তার খালাজাদ ভাইএর সঙ্গে হারামকারি[১] কচ্ছিল, আজ তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেলাম। উপস্থিত তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিইচি। তুমি ত জান আমি তাকে তালাক দেবার চেষ্টায় ছিলাম। এমন বন্দোবস্ত কত্তে পার যাতে একেবারে তালাক্ হয়ে যায়, তিন মাস ব'সে থাকতে হয় না?

ইব্রাহীম। সে ত সহজ কথা। তিন তালাক দিয়ে তালাকনামা লিখে তাতে সাক্ষী করিয়ে আজই রেজিস্ট্রী ডাকে তাকে পাঠিয়ে দেও। একেবারে তালাক্ এ বাইন্[২] হয়ে যাবে।

---

১ ব্যভিচার। ২ পাকা তালাক্।

রহীম। সে এখুনই যাকে ইচ্ছে বিয়ে কত্তে পারবে ?

ইব্রাহীম। তিন তোহরের পর।

রহীম। অর্থাৎ ?

ইব্রাহীম। মোটামুটি তিন চান্দ্রমাসের পর।

রহীম। তবে ভাই, তুমি আজ আমার এই উপকারটি কর। এই নেও একখানা দশ টাকার নোট, যা খরচ হয় করো, বাকী তোমার ফী। আজই সব ঠিক হওয়া চাই।

ইব্রাহীম। (স্বগত) আজ বাড়ীতে চাল নেই, খোদা দিলেন জুটিয়ে। (প্রকাশ্য) না ভাই তোমার কাছ থেকে ফী নেব কি বলে, খরচ অতি সামান্য হবে, আমি দিয়ে দেব'কন। (নোট ফিরাইতে যাওয়া)

রহীম। না ভাই অনেকটা মেহনৎ কত্তে হবে তোমাকে। তুমি টাকা না নিলে আমি বড় দুঃখিত হব।

ইব্রাহীম। তবে লাচার। (নোট পকেটে রক্ষা)

রহীম। নেও, এক গ্লাস খেয়ে নেও।

(মদ্য পান করিয়া ইব্রাহীমের প্রস্থান)

আজ এর একটা হেস্ত নেস্ত না করে জলস্পর্শ করবো না। (মদ্যপান) তাই ত মামী আমার খরচ দিচ্ছিলেন তাঁকে চটিয়ে দিলাম। (মদ্যপান) কুছ পরোয়া নেই। আমি qualified medical man[১] আমার টাকার অভাব কি ? মাম্‌দো ও মাম্‌দো ! (মহ্‌মূদের প্রবেশ) যা সাম্‌নের দোকানে বলে আয় শিগ্‌গির একটা মুরগীর কট্‌লেট্‌ তৈরী করে পাঠিয়ে দেয়। (মাম্‌দুর প্রস্থান) গায়ে জোর করে নিতে হবে বাবা, দুনিয়ার সঙ্গে লড়্‌বো,

১ ডিগ্রীপ্রাপ্ত ডাক্তার।

শুজার মাথা ভাঙ্গ্‌বো (বিছানায় মুষ্ট্যাঘাত) মাগীকে বিষ খাওয়াব, শুজার সঙ্গে কিছুতেই তার বিয়ে হ'তে দেব না !

(ইব্রাহীম ও দুইজন ভদ্র মুসলমানের প্রবেশ)

ইব্রাহীম। এঁরা দুজনেই তোমার পড়োসী। এঁর জুতোর দোকান এঁর তামাকের। আপনারা বসুন (সকলের উপবেশন) আমি ষ্ট্যাম্প কাগজ এনেছি, কাগজখানা লিখে ফেলি। আপনাদের বেশীক্ষণ বস্‌তে হবে না, আমার এবারৎ[1] মুখস্থ আছে। (কাগজ লিখিয়া) এই নেও পড়ে দেখ, তোমার স্ত্রীর বদ্‌ চল্‌নীর কথা লিখে দিইচি। তুমি পড়ে দস্তখৎ কর।

রহীম। (পড়িয়া) বাঃ বেশ হয়েচে, বহুৎ খুব হয়েচে। (দস্তখৎ করণ)

ইব্রাহীম। আপনারাও কাগজ খানা পড়ে দস্তখৎ করুন, আমিও করি। (সকলের তথা করণ)

রহীম। ভাই আমার চাকরটা মহা মূর্খ। তুমিই একটু কষ্ট করে কাগজখানা রেজেষ্ট্রী ডাকে পাঠিয়ে দেও। আমি ঠিকানা লিখে দিচ্চি। (একখানা বড় লেফাফায় ঠিকানা লিখিয়া দেয়া)

(ইব্রাহীম ও সাক্ষীদ্বয়ের প্রস্থান)

রহীম। যাক্‌ আজ একটা মস্ত কায হয়ে গেল। আজ আমি স্বাধীন, কেউ আমাকে টিক্‌ টিক্‌ করবে না ; আর পরের ঝুঁটো আমাকে খেতে হবে না। (কট্‌লেট্‌ লইয়া মাম্‌দুর প্রবেশ)

নে ব্যাটা তুই একটা ঠ্যাং খা। (মঃমুদের ও রহীমের আহার) আচ্ছা মাম্‌দো তুই যে বল্লি আমি যা ক'ত্তাম ওরা তাই কচ্ছিল, আমি কি ক'ত্তাম ?

[1] লিখিবার বিষয়।

মামুদ। কি আর কত্তে ? আমীনা বিবির সঙ্গে মুখোমুখী বসে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইতে।

রহীম। আর কিছু না ?

মামুদ। ওঃ সে দিনকার কথা বল্‌চো, সে একদিন বইত নয়! হাঃ হাঃ হাঃ কেমন জব্দ করেছিলাম তোমাকে।

রহীম। আজ শুজা আমীনাকে চুমু খায় নি ?

মামুদ। তোবা তোবা শুজা জী তোমার মতন নয়।

রহীম। দেখ্ দেখ্ ঐ লোক গুল এসেছিল শিগ্‌গির তাদের ডেকে আন।

[মামুদের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নজীব খাঁর অন্তঃপুর।

আমীনা শয্যায় শয়ান। পার্শ্বে হলীমা ও শুজা।

শুজা। বাপ বোধ হয় এত দিনে মক্কায় পৌছেচেন।

হলীমা। তাঁর পুণ্যের শরীর তিনি হজ্ কত্তে গেলেন, আমি পাপী আমার অদৃষ্টে হজ্ হ'লো না।

শুজা। তুমি গেলেই পাত্তে।

হলীমা। আমাদের ত একত্রে যাবার কথাই ছিল, এমন সময় আমীনার এই অসুখ হ'ল, আর আবিদের চিঠি পেলাম যে সলিমা পোয়াতি সে এখানে আস্‌তে চায়।

শুজা। এর পর সুবিধে হ'লে যেয়ো।

হলীমা। আর আমার সুবিধে হয়েচে। সে ছোঁড়ার কি দশা হয়েচে খবর নিইছিলি ?

শুজা। আমি আর তার কোনও খবর নিই নি।

হলীমা। হয় ত খেতে পাচ্ছে না।

শুজা। আমি শেষ দিন এক শো টাকা দিয়ে এসেছিলাম।

হলীমা। আমীনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়চে, হয় ত ওর ক্ষিধে পেয়েছে, ওর জন্যে খাবার তৈরী করে আনি। [প্রস্থান।

শুজা। (আমীনার চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে) আহা আমার দোষে বেচারী কত কষ্ট পেলে ? আমি নিজে না গিয়ে যদি অন্য উপায়ে টাকা পাঠাতাম, তা হ'লে এমন ধারা হ'ত না বোধ হয়।

আমীনা। (চক্ষু খুলিয়া) আর কি উপায়ে পাঠাতে ?

শুজা। তুমি জেগে আছ আমীনা ?

আমীনা। আমি ত জেগেই আছি। মাথার যন্ত্রণায় চোখ চাইতে পারিনে, কথা কইতে পারিনে।

শুজা। আজ কেমন আছ ?

আমীনা। বেশ আছি। আর আমার কাছে তোমার থাক্‌বার দরকার নেই।

শুজা। আমি তোমার কাছে থাকলে তোমার কষ্ট হয় আমীনা ?

আমীনা। তুমি আমার যা করেছ, আমার মা বেঁচে থাকলেও তা কত্তো না। কিন্তু তুমি আমার সেবা কল্লে আমার ভারি কষ্ট হয়।

শুজা। কেন আমীনা ?

আমীনা। আমি যে তোমার সকল দুঃখের মূল। (রোদন)

শুজা। আমার নিজের কোন দুঃখ নেই আমীনা। তোমার দুঃখ-তেই দুঃখ। তোমাকে সুখী দেখ্‌লেই আমি সুখী হতে পারি।

আমীনা। ও কেমন আছে একবার খবর নেবে ?

শুজা। এখনও তার খবর নিতে তোমার আগ্রহ হয় ?

আমীনা। ওযে আমার স্বামী।

শুজা। আর ত সে তোমার স্বামী নয়। সেই দিনই তালাক নামা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

আমীনা। তা হ'লেও ত এখনও আমি ওর স্ত্রী আছি, এর মধ্যে সে আমাকে গ্রহণ কত্তে পারে।

শুজা। না আমীনা তা পারে না। তালাকনামা লিখে দিলে তালাক চূড়ান্ত হয়ে যায়। তুমি আর তার স্ত্রী নেই।

আমীনা। (নিঃশব্দে রোদন)

শুজা। এখনও সেই পাষণ্ডের জন্মে তোমার আক্ষেপ হয় ?

আমীনা। ভাই তুমি তার নিন্দে করো না।

শুজা। আর আমি তার সম্বন্ধে কোনও কথা বল্‌বো না। তুমি ঘুমোও, আমি একটু বেড়িয়ে আসি। (প্রস্থানোদ্যত)

আমীনা। রাগ কল্লে ভাই। তুমি ভিন্ন আর আমার কেউ নেই। (রোদন)

শুজা। না না আমি রাগ করিনি। আমি কোথাও যাব না।

আমীনা। তুমি একবার তার কাছে গিয়ে দেখে এস সে কেমন আছে কি কচ্চে। তাকে যে আমি শয্যাগত দেখে এসেছি। (রোদন)

শুজা। এত অত্যাচারেও তোমার ভালবাসা কমে নি ?

আমীনা। তুমি যাবে না ?

শুজা। যাব।

আমীনা। তোমার হাতে ত আর টাকা নেই যে তাকে দেবে। আমারও কিছু নেই। কি হবে ?

শুজা। যদি তেমন দেখি মার কাছ থেকে টাকা নেব।

আমীনা। ধন্য তুমি ভাই। শত্রুর হয়ে যা করেছ তা বোধ হয় জগতে কেউ করে নি।

শুজা। শত্রু কেন হবে সে আমার?

আমীনা। ভাই সত্যি সত্যি সে আমাকে তালাক দিয়েছে?

শুজা। হাঁ।

আমীনা। আমাকে সে কাগজ খানা দেখাতে পার?

শুজা। সে আর দেখে কাজ নেই।

আমীনা। আমার দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে কচ্চে।

শুজা। আচ্ছা দেখাচ্ছি। (প্রস্থান ও তালাকনামা লইয়া প্রবেশ)

আমীনা। (পড়িতে পড়িতে রোদন)

শুজা। ঐ জন্যে ত দেখাতে চাই নি।

আমীনা। আমাকে যা বলে বলুক কিন্তু তোমাকে কেন বল্লে ও কথা?

শুজা। তুমি রহীম সম্বন্ধে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করোনা।

আমীনা। ভাই ও কাগজ খানা ছিঁড়ে ফেল।

শুজা। এখন আর ছিঁড়লে কি হবে? তিন জন সাক্ষীর সাম্‌নে তালাকনামা লেখা হয়েছে, এ বাড়ীর সকলে জেনেছে, ও বাড়ীর সকলে জেনেছে তালাক হয়ে গেছে।

আমীনা। আমি যদি তালাক না নিই?

শুজা। এখন যদি তুমি তার সঙ্গে থাক তোমাদের হারামের সম্পর্ক হবে।

আমীনা। তা হ'লে আবার তার সঙ্গে নিকা পড়িয়ে নিতে হবে।

শুজা। তাও আর কত্তে পার না। এখন যদি তুমি তাকে নিকা

কত্তে চাও, আগে অন্য একজনকে বিয়ে করে, তার কাছ থেকে তালাক নিতে হবে।

আমীনা। সে যদি বিয়ে করে তালাক না দেয় ?

শুজা। সে তার ইচ্ছে।

আমীনা। তবে কি হবে ?

শুজা। তুমি আশা কর সে আবার তোমাকে বিয়ে কত্তে চাইবে ?

আমীনা। আমি ত তার কাছে কোনও অপরাধ করিনি।

শুজা। তার বিশ্বাস তুমি করেছ।

আমীনা। তুমি তাকে বুঝিয়ে দিয়ো।

শুজা। আমি !!

আমীনা। ভাই তুমি ভিন্ন আর আমার কে আছে ?

শুজা। বাইরে গাড়ী এসে দাঁড়াল। বোধ হয় সলীমা এল। [প্রস্থান।

(মান্‌ছুর প্রবেশ ও আমীনাকে একখানা চিঠি দিয়া প্রস্থান। চিঠি পড়িতে পড়িতে আমীনার রোদন। সলীমার প্রবেশ)

সলীমা। এ কি চেহারা হয়েচে ?

আমীনা। আবিদ এসেছে ?

সলীমা। আজ আসেনি, শিগ্‌গির আসবে।

আমীনা। তা ত আসবেই।

সলীমা। আসবে না ত কি ? সে ত রহীম নয়।

আমীনা। তুই ওর নিন্দে করিসনে ভাই।

সলীমা। নিন্দে করবো না ? একবার তার দেখা পেলে ঝেঁটিয়ে গায়ের জ্বালা মিটিয়ে নিই।

আমীনা। সাবেক জ্বালা ?

সলীমা। এততেও লজ্জা নেই তোর ?

আমীনা। রহীম আবার আমাকে নিতে চায়।

সলীমা। তোর মরবার জায়গা নেই ?

আমীনা। মরণ ত হ'ল না।

সলীমা। তুই যদি ম'ত্তিস আর ওর ফাঁসি হ'ত, আমি পঞ্চাশ জন ফকীরকে খাওয়াতাম।

আমীনা। তুই এখনও তাকে ভালবাসিস।

সলীমা। যেমন আমি মাছ ভালবাসি। সে মাছ হ'লে আমি তাকে পুঁচিয়ে কাট্‌তাম।

আমীনা। সত্যি ভালবাসিস, নইলে তার উপর তোর অত রাগ হ'ত না।

সলীমা। ওখানা কার চিঠি ? (চিঠি তুলিয়া লওয়া)

আমীনা। আমার সবটা পড়া হয় নি, পড়ে শোনা ত।

সলীমা। (পত্রপাঠ ও সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা) "প্রিয়তমে ! তুজ্জার প্রতি সন্দেহ আমাকে পাগল করে তুলেছিল, নইলে কি আমি আমার পিয়ারীকে আঘাত কত্তে পা'ত্তাম ? (আহাহা কি সাধু পুরুষ গো) সেই রাগের মাথাতেই তোমাকে তালাকনামা লিখে পাঠিয়ে ছিলাম, কিন্তু সে খানা দিয়েই আমার ভুল ভেঙ্গেছিল। (তোমার ভুল কোনও কালে ভাঙ্গবে না) আমি তখনই তোমাকে গ্রহণ কত্তে তোমার কাছে আস্‌ছিলাম। (তোমার জন্যে পথ চেয়ে বসে আছে সে) কিন্তু আমার উকীল বল্লে আর একজনের সঙ্গে তোমার নিকা পড়িয়ে, তক্ষণই তার কাছ থেকে তালাক নিয়ে আমাদের আবার নিকা পড়তে হবে। তাই ইদ্দতের শেষ হবার অপেক্ষায় আছি। ইতি মধ্যে এমন একজন লোকের সন্ধানে আছি, যে তোমাকে নিকা করে তখনই তালাক দিতে রাজি হবে। অবশ্য তাকে কিছু টাকা দিতে হবে। তুমি ত জানই আমার কাছে টাকা নেই। শীঘ্রই মামীর

কাছ থেকে কিছু টাকা যোগাড় করবার চেষ্টা করবে। আজ বাড়ীওয়ালা আর হোটেল ওয়ালা টাকার জন্যে তাগাদা করে আমার ভয়ঙ্কর অপমান করে গেছে। টাকা নইলে আমাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। আশা করি তুমি আমাকে নিরাশ করবে না। ইতি তোমার নিকট শত অপরাধে অপরাধী রহীম।”

(আমীনার নিঃশব্দে রোদন)

সলীমা। ঢের ঢের পাজি, ঢের ঢের বেহায়া দেখিচি, এমনটি কখনও দেখি নি।

আমীনা। খালার কাছে টাকা চাইতে পারবো না, তুই দেনা গোটা কতক টাকা ধার।

সলীমা। খড়ের নুড়ো জ্বেলে তার মুখে দেব।

আমীনা। তুই অত রাগ কচ্চিস, আমার ত কই রাগ হচ্চে না।

সলীমা। তুই কি মানুষ, তুই স্পানিয়েল কুকুর; যে তোকে চাবুক মারে, তুই তার হাত চাটিস।

আমীনা। আচ্ছা আচ্ছা আমি কুকুর, কিন্তু কি করি বল্ দিকি।

সলীমা। সে যেমন শূয়োর, তুই তেমনি বর্ষার খোঁচা দে।

আমীনা। কি করে ?

সলীমা। চিঠির এমন জবাব দে, যে তাকে আর এ মুখো হ'তে না হয়।

আমীনা। না ভাই ও যা বলেছে, আমি তাই করবো।

সলীমা। সত্যি ! আচ্ছা আমি তোর এ ক্লিন বর ঠিক করে দিচ্চি।

আমীনা। কাকে ?

সলীমা। মোনা মেথরকে। সে পাক্কা মুসলমান।

আমীনা। তখনই যখন তালাক দেবে হলই বা মেথর।

সলীমা। তুই তাকে নিকে কর তো, তার পর দেখে নেব, কেমন তালাক দেয়।

আমীনা। কি করবি তুই ?

সলীমা। আমার যথা সর্ব্বস্ব তাকে ঘুষ দেব। সে কখনই তোকে তালাক দেবে না। তুই থাকবি চিরকাল মেৎরাণী হয়ে। তোর যেমন প্রবৃত্তি তেমনি হাল্ হবে।

আমীনা। আমার কি এতই হীন প্রবৃত্তি ?

সলীমা। নইলে তুই যাকে তাকে নিকে ক'ত্তে চা'স। সে তোকে নিকে ক'রে, তোকে দেখে, কেবল টাকার লোভে তোকে তালাক দেবে মনে কচ্ছিস ?

আমীনা। তুই ঠিক বলিচিস। আমি যাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কত্তে না পারি, কখনই এমন লোককে নিকে করবো না। উঃ কি ঘেন্না।

(মামুদুর প্রবেশ)

মামুদু। রহীম জী এসেছেন, আমীনা বিবির সঙ্গে দেখা কত্তে চা'ন।

সলীমা। বল দেখা হবে না।

আমীনা। না ভাই আস্‌তে দে, অনেক দিন তাকে দেখি নি।

সলীমা। না কক্ষণো না। যা বল্‌গে আমীনা তার মুখ দেখবে না।

আমীনা। তোর পায়ে পড়ি ভাই, একটি বার আসতে দে, তার পর না হয় তাড়িয়ে দিস।

সলীমা। আমি কক্ষণো তাকে এখানে আস্‌তে দেব না।

(হলীমার প্রবেশ)

হলীমা রহীম যে দাঁড়িয়ে রইল।

সলীমা থাক্ দাঁড়িয়ে, এখানে আস্‌তে পাবে না।

হলীমা। আহা, একবার দেখা কত্তে এসেছে, দেখা করে যাক।

সলীমা। তোমারা দুজনেই সমান। যা ইচ্ছে কর, আমি চ'ল্লাম এখান থেকে।

আমীনা। (সলীমার কাপড় চাপিয়া ধরিয়া জনান্তিকে) যা'স্‌নে ভাই তোর পায়ে পড়ি।

হলীমা। আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্চি, গাল মন্দ করিসনে মানে মানে বিদেয় করে দিস। আহা ছেলে মানুষ শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে।

[প্রস্থান।

সলীমা। একেবারে শুকিয়ে গেলেই ত ভাল হত।

(রহীমের প্রবেশ)

রহীম। ওঃ তোমার এই দশা হয়েছে। (চক্ষুতে রুমাল দেওয়া)

সলীমা। নেও নেও আর ন্যাকামী কত্তে হবে না, গা জ্বলে যায়।

রহীম। তুমি কবে এলে সলীমা ?

সলীমা। সে কথায় তোমার দরকার কি ? তুমি নিজের চরখায় তেল দেও।

রহীম। আমীনা আমার চিঠি পেয়েছ ?

সলীমা। পেয়ে পুড়িয়ে ছাই গুল পাইখানায় ফেলে দিয়েছে।

রহীম। ঐ না সেই চিঠি খানা ?

সলীমা। হাঁ আমি দেখ্‌ছিলাম তুমি কতদুর বেশরম, বেইমান।

রহীম। আমি সেই লোক সংগ্রহ করিছি। ঐ দেখ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

সলীমা। কই দেখি। বাঃ বয়েস হবে বছর সত্তোর, রংটি যেন কয়লা। গুলি খেয়ে হাড় সার, একটি চোখ নেই, দাঁত একটিও নেই।

আমীনা। যদি আমি নিকা করি, নিজের ইচ্ছে মত করবো, তোমার ইচ্ছামত নয়।

রহীম। তার কাছে তালাক নিয়ে আমাকে আবার গ্রহণ করবে ত ?

আমীনা। আমি এখন সে রকম প্রতিজ্ঞা কত্তে পারিনে।

রহীম। আমার প্রতি দয়া কর আমীনা।

আমীনা। তুমি আমার প্রতি দয়া করেছিলে কিনা ?

রহীম। দেখ্ছো ত আমার কি দশা হয়েছে, তুমি দয়া না কল্লে আমি বাঁচবো না।

আমীনা। (মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মুছিল)

সলীমা। মদ খেয়ে খেয়ে ন্যাবা হয়েছে, আমীনার বিরহে ত তোমার ও দশা হয়নি।

রহীম। তুমি ত আমার উপর রাগ করবেই।

সলীমা। দোহাই খোদার। তুমি আমাকে বিয়ে করনি সে জন্যে আমি রোজ তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

রহীম। এখন ত আঙ্গুর টক হবেই।

সলীমা। টক্ কি মিষ্টি আমীনাকে দেখ্লেই বোঝা যায়।

রহীম। তুমি বল্‌তে চাও আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তোমার ঐ দশা হত ?

সলীমা। বয়ে গেছে হ'বার জন্যে! আমি তোমাকে ঝেঁটিয়ে দুরুস্ত ক'ত্তাম। আমি আমীনা নই।

রহীম। সে কথা তোমাকে বলে কষ্ট পেতে হবে না।

সলীমা। এটা শুঁড়ি বাড়ী নয়, মুখ সাম্‌লে কথা কয়ো।

রহীম। আমি ত তোমার সঙ্গে কথা কচ্চিনে। তুমি গায়ে পড়ে কেন ঝগড়া কচ্চো ?

সলীমা। তোমার মত পাজির সঙ্গে কথা কয় কে ?

রহীম। বল আমীনা আমাকে গ্রহণ করবে কিনা।

আমীনা। আমার ইচ্ছে হয় করবো, না হয় করবো না। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জেনো তোমার পছন্দ করা লোককে আমি বিয়ে করবো না।

রহীম। সাবধান আমীনা! তুমি পছন্দ করে নিকা কল্লে সে হয়ত তোমাকে ছাড়বে না।

আমীনা। তুমি পছন্দ কল্লেও ত না ছাড়তে পারে।

রহীম। আমার লোকের সঙ্গে ত গোটা কতক টাকার মাম্‌লা।

সলীমা। সে টাকায় বুঝি তোমাদের আধাআধি বখ্‌রা হবে।

আমীনা। থাম্ সলীমা, বড় বাড়াবাড়ি কচ্চিস।

সলীমা। বাড়াবাড়ি কি? টাকা ত ভাই দেবে। ওর লজ্জা আছে কি যে বাড়াবাড়ি হবে? যে ভাইএর উপর সন্দেহ করে তোকে তালাক দিয়েছে সেই ভায়ের টাকা খেয়ে এতদিন বেঁচে আছে। তারই টাকায় নিকে হবে, তারই টাকায় তালাক নেবে। গলার দড়ি যোটে না ওর।

রহীম। আমি আর এখানে দাঁড়াতে পাচ্চিনে আমীনা। বল তোমার শেষ কথা কি।

আমীনা। আমার শেষ কথা এই যে আমি তোমার পছন্দ করা লোককে নিকা করবো না।

রহীম। শুজাকে করবে বুঝি?

আমীনা। (মুখ ঢাকিয়া) যাও যাও তুমি এখান থেকে।

রহীম। আচ্ছা যা'কেই কেন কর না, তার কাছে তালাক নিয়ে আমাকে বিয়ে করবে ত?

আমীনা। কল্লেও কত্তে পারি, না কল্লেও না কত্তে পারি।

রহীম। এই তোমার শেষ কথা?

আমীনা। হাঁ।

[রহীমের প্রস্থান।

সলীমা। (উঠিয়া) ঘরটাতে ধুনো দিই। ঘরটার হাওয়া বিগ্‌ড়ে গেছে।

আমীনা। বো'স বো'স জ্বালাস্ নে। বল্ আমি কিছু মন্দ বলিচি।

সলীমা। আমি ছিলাম বলে ; আমি না থাক্‌লে তুই ঐ লোকটাকে বিয়ে কত্তিস।

আমীনা। কি জানি ভাই। আমি ইচ্ছে করে কিছু করিনে, আপনিই হয়ে যায়।

সলীমা। রহীম একটা কথা বেশ বলেছে, তুই ভাইকে বিয়ে কর।

আমীনা। তিনি ভিন্ন আমি এমন কাউকে জানিনে যাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কত্তে পারি।

সলীমা। ভাই তোকে বিয়ে করে অমনি তালাক দিয়ে দেবে ?

আমীনা। আমি যদি তাই কত্তে বলি নিশ্চয় দেবেন।

সলীমা। আচ্ছা আমি ভাইকে পাঠিয়ে দিচ্চি তোর কাছে।

[প্রস্থান।

আমীনা। সলীমা ভাগ্যে আজ এসেছিল, আমি সব কথা কি ভাইকে খুলে বল্‌তে পাত্তাম।

(গুজার প্রবেশ)

গুজা। আজ আমি রহীমের ওখানে না গেলে সত্যিই বেচারাকে জুতো খেতে হতো।

আমীনা। কি রকম ?

গুজা। আমি গিয়ে দেখি যে তার বাড়ীওয়ালা, হোটেলওয়ালা, মদওয়ালা, সকলেই তাকে ছ্যাকা ব্যাকা করে ধরেছে ; হোটেলওয়ালা ছিল কসাই সে আর একটু হ'লে ওকে মাত্তো।

আমীনা। তুমি কি কল্লে ?

শুজা। আমি আর কি করবো, যা এতদিন করে আস্‌চি তাই কল্লাম।

আমীনা। তার দেনা সব চুকিয়ে দিলে ?

শুজা। আর কি করি ? এই বার আমাকে তুমি অব্যাহতি দেও।

আমীনা। সলীমা তোমাকে কিছু বলে নি ?

শুজা। সে রকম করবার ত কোনও দরকার নেই। তুমি এই সর্ত্তে কাউকে নিকা কত্তে পার যে নিকার পরই সে তোমাকে তালাক দেবে।

আমীনা। যদি না দেয় ?

শুজা। আদালৎ থেকে তালাক হবে।

আমীনা। আমি তালাকের জন্যে কাছারি যেতে পারবো না। তুমিই আমাকে নিকা করে তালাক দিয়ো।

শুজা। ও রকম নিকা কল্লে ধর্ম্মের সঙ্গে জুয়োচুরি করা হয় ; তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে অব্যাহতি দেও।

আমীনা। অব্যাহতি দিয়ে কি করবো ?

শুজা। রহীম যে লোকটা এনেছিল তাকে বিয়ে কর।

আমীনা। নিকা একটা গুরুতর বিষয়, যাকে দেখ্‌লে আমার বমী আসে তাকে নিকা কল্লে আমাকে খোদার কাছে অপরাধী হ'তে হবে না ?

শুজা। কিছুমাত্র না। আমাদের নিকা ত হিন্দু বিবাহ নয় যে মলেও সে বিয়ে ভাঙ্গে না। এ-ত চুক্তি। আখ্‌বারী শীয়াদের মধ্যে এক বছর, দু বছর, পাঁচ বছরের জন্যেও বিয়ে হয়। সময় পূর্ণ হলেই বিয়ে আপনা হ'তে ভেঙ্গে যায়।

আমীনা। যদি ছেলে পিলে হয় ?

শুজা। ছেলে কার কাছে থাক্‌বে সে সম্বন্ধেও শরায় ব্যবস্থা আছে।

আমীনা। ব্যবস্থা যাই থাক্‌, স্ত্রীলোকের বিয়ে একবার হ'লে আর ভাঙ্গে না।

শুজা। তুমি সব বিষয়ে পাক্কা মুসলমান এ বিষয়ে হিন্দু ভাবাপন্ন কেন ?

আমীনা। কেন তা জানি না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস কত্তে পাচ্চিনে যে তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঘুচে গেছে।

শুজা। তুমি আমাকে কি কত্তে বল ?

আমীনা। আমার ইদ্দৎ পুরো হ'লে আমাকে নিকা করে তক্ষণি তালাক দিয়ে দিয়ো।

শুজা। তুমি জান আমি তোমাকে কি ভাবে ভালবাসি ?

আমীনা। জানি।

শুজা। তোমাকে সে ভাবে ভালবেসেও রহীমের হাতে তোমাকে তুলে দিইছিলাম কেন জান ?

আমীনা। না।

শুজা। আমি তখন জানতাম না যে রহীম ও রকম লোক। আমি ভেবেছিলাম আমার কষ্ট হয় হ'ক তুমি ত সুখী হবে। তোমার সুখেই আমার সুখ ; কিন্তু সেটুকু সুখও আমার হ'ল না, বিয়ের দিন থেকেই তুমি ভয়ঙ্কর অসুখী হ'লে। সব জেনে শুনে দ্বিতীয় বার আমি তোমাকে রহীমের হাতে তুলে দিতে পারবো না। তুমি আমাকে বিয়ে না কত্তে চাও, চিরকাল অবিবাহিত থাক ; কিংবা অন্য সৎপাত্র দেখে বিয়ে কর।

আমীনা। আমি চলে আসার পর তার কি অবস্থা হয়েছে দেখেছ ত।

শুজা। দিনরাত মদ খেয়ে ও দশা হয়েছে, তোমার বিরহে হয় নি।

আমীনা। তবেই হ'ল। আমাকে না পেয়েই ত সে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। আমি ওর স্ত্রী, ওকে উদ্ধার করা কি আমার উচিত নয় ?

শুজা। আবার সেই কথা। তুমি ওর স্ত্রী নও আর।

আমীনা। সে কথা আমার মন কিছুতেই মানবে না। আমি এও জানি যে ওর কাছে গেলে ও আমাকে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটবে, তিল তিল করে মারবে।

শুজা। আমীনা তুমি আমাকে তিল তিল করে মাচ্চো, পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটচো তা জান ?

আমীনা। জানি। কিন্তু তোমার উপর আমার অনেক দাবী আছে।

শুজা। কিসের দাবী ?

আমীনা। তুমি আমার ভাই।

শুজা। ভাই হওয়ার সঙ্গে নিকার কোনও সম্বন্ধ নেই। ও কথা ছেড়ে দেও।

আমীনা। আর কি কিছু দাবী নেই ?

শুজা। কি দাবী ?

আমীনা। তুমি বুঝে নেও, আমি বলতে পারবো না।

শুজা। তোমাকে বল্‌তেই হবে।

আমীনা। (অত্যন্ত মৃদুস্বরে) তুমি যে আমাকে ভালবাস।

শুজা। তাতে আমার উপর তোমার কি দাবী হ'তে পারে ?

আমীনা। ভাল করে ভেবে দেখ।

শুজা। আমি গলা বাড়িয়ে দিইচি বলে কি তুমি আমাকে জবাই করবে ?

আমীনা। তাই কি তোমার বিশ্বাস ?

। অবিশ্বাস করি কি করে? রহীমের প্রতি আমার মনের ভাব জেনেও তার কাছে আমায় যেতে বল, নিকা করে তালাক দিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে বলচো, একি কম অত্যাচার?

আমীনা। আমার কোনও দাবী নেই, তুমি যাও।

শুজা। একটু বুঝিয়ে দেও না তোমার দাবী কি?

আমীনা। আমি বোঝাতে পারবো না। আমাকে জ্বালাতন করো না, তুমি যাও এখান থেকে।

শুজা। কেন পারবে না?

আমীনা। আমি জানিনে, তুমি যাও। (রোদন)

শুজা। তুমি বড় অবুঝ, কিছু বলবে না, কেবল কাঁদবে।

আমীনা। আমি অবুঝ না তুমি অবুঝ। তুমি আমাকে ছেলেবেলা থেকে ভালবাস। আমার জন্যে কি না করেছ। আমার স্বামী তোমার পরম শত্রু, তাকে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়েছ। দুমাস ধরে আমার যে রকম সেবা করেছ কারও মাও সে রকম সেবা কত্তে পারে না। তুমি কি মনে কর আমি পাষাণে তৈরী?

শুজা। আমীনা! তুমি কি আমাকে ভালবাস?

আমীনা। (দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকা)

শুজা। তবে যে রহীমের কাছে ফিরে যাচ্চ?

আমীনা। আমি দ্বিচারিণী হ'তে পারবো না।

শুজা। অবিবাহিত থাক না।

আমীনা। তাতে অনন্ত কষ্ট। তোমার কাছে থাক্‌বো, অথচ পরের মত। আমার চোখের সাম্‌নে একদিকে সে মরবে, আর একদিকে তুমি কষ্ট পাবে। তার চেয়ে নিজের কর্ত্তব্যপালন করে শিগ্‌গির আমার মৃত্যু হয় সেই ভাল। অন্ততঃ তাকেও ত বাঁচাতে পারবো।

শুজা। হাঁ আমীনা! আমার উপর তোমার দাবী আছে। তুমি যা বলবে তাই হবে। [প্রস্থান।

আমীনা। যা ব'ল্লাম সব কি সত্যি ব'ল্লাম? খোদা জানেন আমি ইচ্ছে করে কিছুই মিথ্যা বলিনি। আজকাল আমি ভাইকে তার চেয়ে বেশী ভালবাসি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সঙ্গে যে সম্পর্ক তা ত ভুলতে পারবো না; সে যে হাড়ে হাড়ে বেঁধা, রক্তে মাংসে জড়িত। মূর্খ মানব! তুমি কি আইন করে সে সম্পর্ক তুলে দিতে পার? সতী স্ত্রী কেন সতীত্ব রক্ষার জন্যে প্রাণ দেয়, হিন্দু বিধবা কেন মৃত-স্বামীর সহমরণে যেত, সব যেন আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্চি। ভাইকে এত ভালবাসি। এখন আর ভ্রাতৃভাবে নয়, তবু ত তাঁর সংসর্গ কত্তে একবারও ইচ্ছে হয় না। মাগো, মনে হ'লেও গা কেমন করে উঠে। কেমন করে মেয়েরা ভ্রষ্টা হয় আমি মনেও কল্পনা কত্তে পারিনে। তাদের দেহ কি অন্য উপকরণে গড়া? (জানু পাতিয়া) ইয়া খোদা তোমার বাঁদী বড় বিপদগ্রস্ত, তাকে সৎপথ দেখাও, তাকে ত্যাগ শেখাও। আমি যেন নিজের সুখের জন্যে কোনও কায না করি। কর্ত্তব্যপালনে যেন আমার কোনও ত্রুটি না হয়। (মাটীতে মাথা ঠেকান)

যবনিকা।
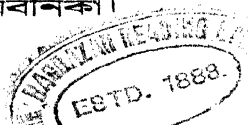
তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মুনঈম খাঁর বাটী।

মুনঈম ও জোঃরা।

জোঃরা। এমন সুবিধেটি আর হবে না। ওদের তালাক হয়ে গেছে, এই বেলা রহীমের সঙ্গে করীমার বিয়ে দিয়ে দেও।

মুনঈম। রহীমের চরিত্র ভাল নয় শোনা যাচ্চে।

জোঃরা। মরদেরই চরিত্র খারাপ হয়, না-মরদের ত হয় না। ওতে দোষ নেই।

মুনঈম। সে মদ খায়।

জোঃরা। আমার ভাইএরাও মদ খায়, ওতে দোষ নেই।

মুনঈম। সে আমীনাকে তালাক দিয়েছে, আমরা যদি তার সঙ্গে করীমার বিয়ে দিই ভোজা রাগ করবেন।

জোঃরা। (অঙ্গভঙ্গী করিয়া) ভোজা রাগ করবেন, তবে আমি পিঁপ্‌ড়ের গর্ত্তে সেঁধুই। সেই মাগী রাগ করবে বলেই ত ওখানে মেয়ের বিয়ে দিচ্চি। নইলে কি আর দেশে ছেলে নেই? তার বুকে বসে দাড়ি ওপ্‌ড়াব তবে আমি মেয়ে।

মুনঈম। কাযটা ভাল হবে না।

জোঃরা। খেগে যা তুই তার পাদক জল। থাক্‌গে যা তার ভেড়ুয়া হয়ে। আমি চ'ল্লাম তোর বাড়ী থেকে। মিন্‌সে না মরদ। তোর

বাড়ীতে থাকে কে? দে তুই আমাকে তালাক। আমি তোর ঘর কত্তে চাইনে।

মুনঈম। তোকে তালাক্ দিলাম, তোকে তালাক দিলাম, তোকে তা——

জোঃরা। (মুনঈমের মুখ চাপিয়া ধরিয়া) দেখ দিকিন্ মিন্সের আক্কেল, আর একটু হ'লে তিন বার বলে ফেলিছিল।

মুনঈম। বল্‌তেই ত চেয়েছিলাম। তোকে নিয়ে আর আমি থাকতে পারবো না। তোকে তা——

জোঃরা। (মুনঈমের মুখ চাপিয়া ধরিয়া) আজ আর ও কথা মুখে এন না। তা হ'লেই তিন বার হয়ে যাবে।

মুনঈম। হ'লই বা। আমি তোর জ্বালায় হাড়ে হাড়ে জ্বলিছি। তোকে তা——

জোঃরা। (মুনঈমের মুখ চাপিয়া ধরিয়া) আবার মিন্‌সে। কত হাঙ্গাম কত্তে হবে জানিস, তাতেও হবে কিনা ঠিক জানিনে।

মুনঈম। আর আমাকে অমন করে জ্বালাতন করবি নে?

জোঃরা। না, আমার ঘাট হয়েচে।

মুনঈম। দুবার যে বলে ফেলিচি।

জোঃরা। আমাকে একটা চুমু খেয়ে নেও তা হ'লেই দোষ কেটে যাবে।

মুনঈম। উঁহুঁ! তাতে ত দোষ কাটবে না।

জোঃরা। তবে আজ সন্ধ্যে রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়ো না। আমি সব ঠিক করে নেব।

মুনঈম। আজ তা হ'লে মুর্গীর শোরওয়া কত্তে দিয়ো, আণ্ডা ভেজে দিয়ো।

জোঃরা। তা দেব।

মুনশীম। রহীমের সঙ্গেই তা হ'লে করীমার বিয়ের ঠিক কল্লে ?

জোঃরা। ওটি তোমায় কত্তেই হবে, নইলে আমি মরার পর ভূত হয়ে সেই মাগীর পেছু নেব।

মুনশীম। ভোজা ত তোমার কোনও অনিষ্ট করেন নি।

জোঃরা। করে নি। পেশবন্দী করে তিন লাখ টাকার মেহের নিকিয়ে নিচ্ছ্লো।

মুনশীম। মিছে না। আমাদের ত চিরকাল শরাই মেহের চলে আস্ছিল।

জোঃরা। তোমার ভাই যে মাগীকে দেখে ক্ষেপে উঠেছিলেন ; মাগীও তেমনি ঘাগী, বুড়োকে বিয়ে করবে না করবে না বলে নিজের দর বাড়িয়ে নিলে।

মুনশীম। ভোজার ছেলে মেয়ে ছিল বলে বিয়ে কত্তে চান্ নি।

জোঃরা। তুমি যেমন বোকা। ওর মতন ধড়ীবাজ মেয়ে মানুষ কি দুনিয়ায় আছে। রহীমকে কেড়ে নিলে, আবিদকে টেনে নিলে, বিষয়টা হাত কল্লে, শেষে বুড়োকে বনবাস দিলে, জানে যে বুড়োকে সেখান থেকে জ্যান্ত ফিত্তে হবে না। বুড়োর মরবার খবর এলেই ও আর একটা নিকে করবে। মাগী অত বুড়ো হয়েচে এখনও ওর রস কমে নি।

মুনশীম। চুপ্ করো। কেউ শুন্তে পাবে।

জোঃরা। পেলেই বা। আমি কি কোনও শালা শালীর ভয় করি।

মুনশীম। তুমি না কর আমি করি। লোকে বল্বে আমরা ছোট লোক।

জোঃরা। কার বাপের সাদ্দি বলুক দিকি। ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব না।

মুনঈম। তুমি তা হ'লে রহীমের বাড়ী যাও, তার সঙ্গে কথা বার্ত্তা ঠিক করে এস।

জোঃরা। আমি একলা যেতে পারবো না। তুমিও চল।

মুনঈম। আজই যাবে, না ইদ্দৎ শেষ হ'লে যাবে?

জোঃরা। পুরুষ মানুষের ত ইদ্দতের সময়ও বিয়ে হ'তে পারে।

মুনঈম। আজই যাচ্চ তবে?

জোঃরা। না বাপ্ চিঠি নিকেচে মার অসুখ। কাল কাজী পাড়ায় যাব। সেখান থেকে ফিরে রহীমের কাছে যাব। চল তোমার খাবার ব্যবস্থা করি গে। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নজীব খাঁর বাটী।

কাজী, শুজা ও আমীনা, রহীম, মুনঈম খাঁ, জোঃরা, করীমা, সলীমা ও অবগুণ্ঠিতা হলীমা।

কাজী। শুজাউদ্দীন আর আমীনা বিবির নিকাঃ হয়ে গেল। এইবার সাক্ষীরা আপন আপন সাক্ষ্য করুন। (মুনঈম ও রহীমের দস্তখৎ করন)

রহীম। এইবার শুজার তরফ্ থেকে আমীনাকে তালাক দেয়ান হ'ক।

শুজা। হাঁ কাজী সাহেব, আপনার সাক্ষতেই, ও কাযটাও হয়ে যাক্। আমি আমার স্ত্রী আমীনাকে—

কাজী। দাঁড়ান দাঁড়ান; আপনাদের মৎলবটা কি আগে আমাকে বুঝিয়ে দিন।

রহীম। আমীনা আমার স্ত্রী ছিলেন। আমি এক দিন রাগের মাথায় ওঁকে তিন তালাক দিয়ে তালাকনামা লিখে দিছ্‌লাম। আমি আবার তাঁকে ফিরে নিতে চাই, তাই শুজার সঙ্গে নিকা পড়িয়ে তার কাছ থেকে তালাক নিয়ে আমার সঙ্গে নিকা পড়াব। আপনাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি ওদের যখন মজামাৎ [১] হয় নি আমীনার কি ইদ্দৎ রাখবার দরকার হবে? না আজই আমার সঙ্গে নিকা হতে পারবে?

কাজী। এখন তালাক হ'তেই পারে না। আগে আমীনা বীবী শুজাউদ্দীনের পুরোপুরী স্ত্রী হ'ন, তবেই ত উনি ওঁকে তালাক দিতে পারবেন।

রহীম। আপনি কি বল্‌চেন কিছুই বুঝতে পাল্লাম না। নিকা ত হয়ে গেল, পুরোপুরী স্ত্রী হ'তে আর বাকী কি?

কাজী। মজামাৎ[১] না হ'লে তালাক দেবার ওঁর অধিকার নেই।

রহীম। কি সর্ব্বনাশ! এ যে নতুন কথা কাজী সাহেব।

মুনঈম। কই এ কথা ত কোরাণে পড়িনি। কাজী সাহেব আপনি ভুল কচ্চেন।

কাজী। (দাড়ি চোমরাইয়া) এই কায করে আমি দাড়ি পাকালাম তবু ভুল করবো। শোন তবে; আমাদের শরা স্বুধু কোরাণের উপর মুব্‌নি[২] নয়, কোরাণ, হদীস, ইজ্‌মাতুল্ উম্মৎ আর কেয়াস এই চার জিনিসের উপর শরা মুব্‌নি[২]। পয়গম্বরের সমসাময়িক লোক তাঁর যে সব কৌল[৩] শুনেছেন, সেই সব কৌলকে হদীস বলে। প্রথম চার খলীফা ও প্রধান ইমামদের ফতোয়া প্রভৃতিকে ইজ্‌মাতুল উম্মৎ বলে। আমাদের নিজের যুক্তিকে কেয়াস বলা যায়। স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে তালাক এ বাঈন[৪] কল্লে, স্ত্রী অন্য এক পুরুষকে বিবাহ করে তার কাছ

১ সহবাস। ২ প্রতিষ্ঠিত। ৩ উক্তি। ৪ চূড়ান্ত তালাক।

থেকে তালাক না নিলে পূর্ব্ব স্বামীর কাছে জায়েজ[১] হবে না। কোরাণ শরীফে এর বেশী কিছু নেই। এই বার দেখা যাক্ হদীসে কি আছে। ইব্‌ন্ এ উমর বলেছেনঃ—

"তালাক জিনিসটা জায়েজ[১] হ'লেও খোদা একে পছন্দ করেন না।" আলি বলেছেনঃ—"নিকার পূর্ব্বে তালাক হয় না। দখল পাবার পূর্ব্বে কেউ খালাস দিতে পারে না।" আয়শা বলেচেন—"রিফার স্ত্রী পয়গম্বরের কাছে এসে বল্লেন, 'রিফার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল, রিফা আমাকে তালাক দেয়, তারপর আমি আব্দর রহমানকে নিকাঃ করি, কিন্তু সে আমাকে স্পর্শ করে নি'। পয়গম্বর বল্লেন 'তুমি রিফার কাছে ফিরে যেতে চাও?' রিফার স্ত্রী বল্লেন হাঁ। পয়গম্বর বল্লেন 'যতদিন তুমি আব্দর রহমানের মধুপান না কচ্চো ও আব্দর রহমান তোমার মধুপান না কচ্চে, ততদিন তুমি রিফার কাছে ফিরে যেতে পার না'। কাজী খাঁ পুস্তকে লিখ্‌চে "তিন তালাক দেবার পর সেই স্ত্রীকে ফের বিয়ে কত্তে কেউ পারবে না যতক্ষণ সেই স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হয়ে মজামাৎ[২] না হয়।" এইবার দেখা যাক্ কেয়াস কি বলে। কোরাণ খোদার হুকুম। খোদা বলেছেন 'অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ে না হ'লে তিন তালাকে পরিত্যক্তা স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণ করবে না'। তুমি যা কত্তে যাচ্চ সে ত ফাকি; সকলের সঙ্গে ফাকি চলে খোদার সঙ্গে চলে না। আগে আমীনার সঙ্গে শুজার মজামাৎ[২] হ'ক তারপর শুজার ইচ্ছা হয় তালাক দেবে। খোদার মর্জ্জি যে যদি কেউ অকারণে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আবার তাকে গ্রহণ কত্তে চায় তার কিঞ্চিৎ দণ্ড হওয়া উচিত। সে দণ্ড এই যে স্ত্রী অন্য একজন কর্ত্তৃক উপভুক্তা হয়ে তার কাছে আস্‌বে।

শুজা। মজামাৎ[২] না হয়েও যদি আমরা বলি মজামাৎ হয়েছে তা হ'লে

১ বৈধ। ২ সহবাস।

কি তালাক হ'তে পারে ? আমীনা আমাকে বিশ্বাস করে এ নিকা করেছে আমি বিশ্বাসঘাতক হ'তে চাই না।

কাজী। খোদার কাছে মিথ্যা বল্‌তে তোমার সাহস হয়, আর একজন স্ত্রীলোকের কাছে বল্‌তে সাহস হয় না, তুমি কি রকম মানুষ ?

শুজা। (অধোবদনে স্থিতি)

মুনঈম। খোদার মর্জ্জি এ তালাক না হওয়া। মানুষ তার বিরুদ্ধে চেষ্টা করে কি কর্ত্তে পারে ?

কাজী। ঠিক বলেচেন আপনি। অল্ হম্‌দ্ ইল্ ইল্লা।

রহীম। (কপালে করাঘাত করিয়া) আমার কপালে কি হবে তবে ?

কাজী। ওদের মজামাতের পর তালাক দিইএ নিকা পড়িয়ে নিয়ো।

জোঃরা। কেন কত্তে যাবে তুমি ওকে তার পর নিকে। ও ত তখন কস্‌বীর মতন হয়ে যাবে। তুমি করীমাকে বিয়ে কর। আমি এক্ষুণি দিচ্চি তাকে তোমায়।

রহীম। মামী আজ আমার মাথার ঠিক নেই আমাকে মাফ করুন।

কাজী। কেন জোঃরা ত বেশ কথা বলেছে। আমি উপস্থিত আছি, তোমাদের বিয়েটা দিয়েই যাব।

হলীমা। (ঘোমটার ভিতর হইতে) জোঃরা ঠিক বলেছে। এখনি ওদের নিকা হয়ে যাক।

সলীমা। রহীম ভাই আর ইতস্তত করে একূল ওকূল দুকূল হারিয়ো না।

মুনঈম। তোমাদের সকলেরই যখন মত হয়েছে, আমারও কোন আপত্তি নেই, কি বলিস করীমা ? এ বিষয়ে লজ্জা কত্তে নেই।

করীমা। আমাকে কেন জিজ্ঞেস কচ্চো ওকে জিজ্ঞেস কর না ?

জোঃরা। বল বল রহীম, বল বাবা, এখনই শুভকার্য্য হয়ে যাক্।

কাজী। রহীমের ইচ্ছা নেই।

জোঃরা। ইচ্ছে কেন থাকবে না ? করীমাই ত আমাদের বিষয় পাবে।

মুনঈম। তোমার যাতে পসার হয়, আমি সে চেষ্টা করবো। তুমি আমার বাড়ী থেকেই ডাক্তারী করো। আমার গাড়ীথানা তুমিই ব্যাভার করো।

রহীম। শুজা কি বল ?

শুজা। আমাকে এ বিষয়ে কোনও কথা জিজ্ঞেস করো না।

রহীম। আমীনা কি বল ?

জোঃরা। ও আর কি বলবে ? আর দেরী করোনা বাবা, বলে ফেল মুখের কথা।

রহীম। তোমার কোনও আপত্তি নেই ত করীমা ?

করীমা। (ঘাড় নাড়িয়া) না।

হলীমা। তবে আর দেরী কেন, নিকা হয়ে যাক্।

জোঃরা। কেমন বাবা বল।

রহীম। সকলেই যখন বলচেন হ'ক।

জোঃরা। নানা[১] ওঠ তবে। নিকাঃ আমার বাড়ীতে হবে এখানে নয়।

কাজী। কেন এখানে হ'লেই ত বেশ হ'ত।

জোঃরা। আমার কি ঘর দোর নেই যে পরের বাড়ীতে আমার মেয়ের নিকা হবে ?

হলীমা। একি তোমার পরের বাড়ী বোন্ ?

১। মাতামহ।

জোঃরা। পরের বাড়ী নয় ত কি? যতদিন ওর ভাইএর ভাল মন্দ—

করীমা। চুপ্ কর মা। এখন সে সব কেন?

কাজী। তবে চল ও বাড়ীতেই নিকা হবে। তোমরা সকলেই চল। শুজা একজন সাক্ষী হবে। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নজীব খাঁর বাটী। শুজার শয়ন কক্ষ।

আমীনা ও সলীমা।

সলীমা। আজ তোকে এই ঘরে শুতে হবে।

আমীনা। (সলীমার মুখ চাপিয়া ধরিয়া) না ভাই, ও কথা বলিস্ নে।

সলীমা। আজ না, না কক্ষণো না?

আমীনা। কক্ষণো না।

সলীমা। ভাইএর এখন তোর্ উপর সম্পূর্ণ অধিকার, তা জানিস?

আমীনা। জানি।

সলীমা। সে যদি তোকে ছেড়ে না দেয়?

আমীনা। ছেড়ে দেবে।

সলীমা। তুই তার স্ত্রী হয়েও হবি নে, তার দশা কি হবে বল্ দিকি।

আমীনা। ওর আবার বিয়ে দেব।

সলীমা। তেমন ভাই নয় আমার যে আবার বিয়ে করবে।

আমীনা। ও কথাটা ত কখন ভাবিনি। আজ যা হ'ল তার কোনও কথাই ত কখন ভাবিনি। সব ওলট্ পালট্ হয়ে গেল। কাজী যখন বল্লেন আমাদের তালাক হবে না আমি প্রায় বেহোশ হয়ে গিছলাম।

সলীমা। তুই ভাইকে এত ঘৃণা করিস ?

আমীনা। ছি ও কথা বলতে নেই।

সলীমা। তবে কেন ও রকম হ'ল ?

আমীনা। তা আমি জানি নে।

সলীমা। আমি ভাইকে পাঠিয়ে দিচ্চি, তুই তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া কর। [প্রস্থান।

আমীনা। শোন্ শোন্। কি অন্যায়, তিনি কি মনে করবেন ? আমি পালাই এখান থেকে।

(শুজার প্রবেশ)

শুজা। আমীনা, তুমি আমাকে ডেকেছ ?

আমীনা। হাঁ। আমাদের ভবিষ্যৎ কি হবে, তার আজ একটা ঠিক হয়ে যাক্।

শুজা। তুমি যা বলবে তাই হবে।

আমীনা। তুমি আর একটা বিয়ে কর; আমি তোমাদের দুজনের সেবা করি। সেইটেই আমার এখন জীবনের কায হবে।

শুজা। তোমাকে সুখী করাই আমার জীবনের ব্রত। সেই জন্যেই রহীমের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিছলাম। আজ আমার সঙ্গে নিকা হয়ে তোমার অবস্থা শঙ্কট হয়েছে। সেই অবস্থাশঙ্কট থেকে তোমাকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় আছে, আমি তাই কত্তে যাচ্চি।

আমীনা। কি সে উপায় ?

শুজা। আমাদের তালাক যা কল্লে হ'তে পারে তা যখন অসম্ভব, তখন কি উপায়ে তুমি এ বিবাহ থেকে মুক্তিলাভ কত্তে পার তা বুঝতে পাচ্চ না?

আমীনা। না।

শুজা। আমি যাচ্চি ফ্রান্সে, যুদ্ধে যোগ দিতে। আমার মৃত্যু হ'লে আর তোমাকে আমার কাছ থেকে তালাক নিতে হবে না। অনায়াসে রহীমকে বিয়ে কত্তে পারবে।

আমীনা। (শুজার হাত ধরিয়া) ভাই ভাই! ও কথা বলো না, আমার বুক ফেটে যাবে। আমি তালাক চাই না, তাকে বিয়ে কত্তেও চাই না।

শুজা। (হাত ছাড়াইয়া) আমাকে ছুঁয়ো না আমীনা। আর আমি তোমার ভাই নই, তুমি বলেছিলে রহীমের সেবা করে শীঘ্র প্রাণপাত করবে। আমি বলচি আমার ব্রতের উদ্‌যাপন কত্তে আমার প্রাণপাত করবো।

আমীনা। তুমি যদি ও কথা বলবে, আমি তোমার সাম্‌নে আত্মহত্যা করবো।

শুজা। আচ্ছা তুমিই বল আমার কি করা উচিত?

আমীনা। তুমি যেমন আছ তেমনি থাক, আমি যেমন আছি তেমনি থাকি।

শুজা। আমি আর এ বাড়ীতে থাকৃতে পারবো না। এ বাড়ী আজ আমার কাছে জ্বলন্ত গৃহের মত হয়েচে, আমার দম্ আটকে যাচ্চে, আমাকে বিদায় দেও আমীনা; আজ রাতটে আমি কোনও হোটেলে গিয়ে থাক্‌বো; কাল ফ্রান্সে চলে যাব।

আমীনা। তুমি আমাকে সলীমার সঙ্গে পাটনায় পাঠিয়ে দেও।

শুজা। সলীমার ছেলে না হ'লে ত পাটনায় যাবে না।

আমীনা। আমার যে তুনিয়ায় কোথাও যাবার জায়গা নেই। তখন যদি আমার উঠবার শক্তি থাকতো, আমি খালুর সঙ্গে মক্কায় যেতাম।

শুজা। কি কত্তে সে কথা ছেড়ে দেও, এখন কি করবে তাই বল।

আমীনা। কোনও ভদ্রলোকের বাড়ী আমাকে বাবর্চি রাখিয়ে দেও।

শুজা। তোমার যে রূপ, কোনও গৃহিণী তোমাকে বাড়ীতে রাখবে না।

আমীনা। আমি অল্প স্বল্প লেখাপড়া শিখিছি, কোনও মেয়ে স্কুলে আমাকে মাষ্টার করে দেও।

শুজা। মুসলমানদের মেয়ে স্কুল কোথাও আছে কিনা জানি না। হিন্দুরা তোমাকে নেবে না। তা ছাড়া তুমি ত কোনও পাস করনি।

আমীনা। তবে আমি কি করবো ?

শুজা। কি আর করবে, বাড়ীতে থাক ; আমি ফ্রান্সে যাচ্চি, এক মাসের মধ্যে তোমার সকল আপদ চুকে যাবে।

আমীনা। যাও তুমি ফ্রান্সে। কিন্তু যাবার আগে আমার বুকে ছুরি বসিয়ে যাও।

শুজা। দিন কতক পরে বেশ সয়ে যাবে তোমার। করীমা আর তুমি রহীমকে নিয়ে ঘরকর্ণা করো। আমি চ'ল্লাম। (প্রস্থানোদ্যত)

আমীনা। (দ্বারের নিকট শুইয়া) আমার গলায় পা দিয়ে যাও।

শুজা। ছি আমীনা ! তুমি বড় অবুঝের মত ব্যাভার কচ্চো।

(আমীনাকে তুলিয়া শয্যায় রাখিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত)

আমীনা। (ছুটিয়া গিয়া শুজাকে ধরিয়া) যেয়ো না যেয়ো না ; মানুষের মন পদে পদে বদ্‌লায়।

শুজা। তোমার মন যদি বদ্‌লায় আমাকে চিঠি লিখো ; আমি ততদিন যদি বেঁচে থাকি, ছুটী নিয়ে আসবার চেষ্টা করবো।

আমীনা। আমি তোমাকে যেতে দেব না।

শুজা। এ তোমার অন্যায় আবদার আমীনা!

আমীনা। তুমি ত স্বীকার করেছ আবদার করবার আমার অধিকার আছে।

শুজা। নিকার পর হয় তুমি সম্পূর্ণ আমার, নয় কেউ নয়।

আমীনা। আমি যে কিছুতেই পাচ্চি নে।

শুজা। আমি ত পেড়াপীড়ি কচ্চিনে তোমাকে।

আমীনা। (উত্তেজিত ভাবে) তুমি যা কচ্চো, তার চেয়ে যদি রহীমের মত খুন কত্তে সে ভাল ছিল।

শুজা। ক্ষেপ্‌লে নাকি আমীনা!

আমীনা। আমি কি পুণ্য করিচি যে এই যন্ত্রণা ভুলে ক্ষেপে যাব? আমি ক্ষেপিনি, কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষেপাতে কসুর কচ্চো না।

শুজা। আমীনা, আমি কি তোমার শত্রু ?

আমীনা। হাঁ তুমি আমার শত্রু। রহীম আমাকে উপোস করিয়ে মা'ত্ত, আমাকে বোতল ছুড়ে খুন কত্তে গিইছিল, কিন্তু তাতে আমার তত কষ্ট হয় নি, তুমি আমাকে যত কষ্ট দিচ্চ।

শুজা। তুমি তাকে ভালবাস্‌তে, তাই তার অত্যাচারও তোমার মিষ্টি লাগতো। আমাকে দেখতে পার না, তাই আমার ভালবাসাও তোমার অসহ্য হয়।

আমীনা। তুমি মিথ্যা কথা কচ্চো, জেনে শুনে মিথ্যা কথা কচ্চো।

শুজা। কি মিথ্যা কথা বলেচি আমীনা ?

আমীনা। তুমি জান যে আমি রহামকে ভালবাসি নে, তোমাকেই ভালবাসি।

শুজা। ভালবাসার কি এই লক্ষণ ?

আমীনা। তুমিই আমাকে ভালবাসনা। ভালবাস্‌লে অমন করে আমাকে ফেলে পালাতে না। আমার সকল অত্যাচার সহ্য কত্তে।

শুজা। আচ্ছা আমি তোমার সকল অত্যাচার সহ্য করবো। বল আমাকে কি কত্তে হবে।

আমীনা। তুমি কোথাও যেতে পাবে না।

শুজা। আচ্ছা যাব না। এই কল্‌কাতাতেই কোন হোটেলে থাকবো।

আমীনা। তা হবে না। তোমাকে এই বাড়ীতেই থাক্‌তে হবে।

শুজা। এই বাড়ীতে থেকে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, সে কি করে হবে ?

আমীনা। আমার সঙ্গে তোমাকে রোজ দেখা কত্তে হবে ; তোমাকে না দেখে আমি থাক্‌তে পারবো না।

শুজা। আচ্ছা আমি নীচে গমস্তার ঘরে থাক্‌বো।

আমীনা। না। তুমি এই ঘরেই শোবে।

শুজা। এ ঘর এখন তোমার। এতে আর আমার অধিকার নেই।

আমীনা। আমার অধিকার আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

শুজা। স্ত্রী তার কোনও অধিকার ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারে না।

আমীনা। স্বামীও তা হ'লে নিজের অধিকার ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারে না।

শুজা। আমি ত স্বেচ্ছায় ছাড়িনি আমীনা ; তুমি জোর করে ছাড়িয়েছ।

আমীনা। (লজ্জিতা হইয়া) আমি সে অধিকারের কথা বলি নি।

শুজা। তবে কোন অধিকারের কথা বল্‌চো ?

আমীনা। তোমার নিজের ঘরে তুমি শোবে তাই বলিচি।

শুজা। এ ঘর আর আমার নিজের ঘর নয়, তোমার ঘর।

আমীনা। আমার ঘরেই তোমাকে শুতে হবে।

শুজা। আচ্ছা আমি মেঝেয় পড়ে থাক্‌বো।

আমীনা। না। তুমি বিছানায় শোবে। না না না তা হবে না, তা হ'লেই তুমি আমাকে তালাক দেবে।

শুজা। ভয় নেই তোমাকে তালাক দেব না।

আমীনা। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ যে, তোমাকে বিশ্বাস নেই।

শুজা। যে সর্ত্তে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তা ত হ'ল না। রহীম জবাব দিয়ে গেছে, তালাক দিলে সে তোমাকে গ্রহণ করবে না। সে প্রতিজ্ঞা কাজেই বাতিল হয়ে গেছে।

আমীনা। না, আমার ভয় হচ্চে তুমি আমাকে রহীমের হাতে তুলে দেবে।

শুজা। কিসে তোমার বিশ্বাস হয় ?

আমীনা। তুমি আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর।

(শুজার আমীনাকে বক্ষে ধারণ)

পট পরিবর্ত্তন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মুনঈম ও জোঃরা

জোঃরা। দেখ্‌লে তোমার বুদ্ধি বেশী, কি আমার বেশী। রহীমকে মাগীর বুক থেকে কেড়ে এনিচি।

মুনঈম। আহা আমীনাকে মাগী বলো না।

জোঃরা। আঃ! আমি কি আমীনার কথা বল্‌চি? সেই বুড়ী মাগীর কথা বল্‌চি। মাগী যে ডাক্তার বোন্‌ঝি জামাই পেয়ে অংকারে ফুলে উঠেছিল। মাগী মনে করেছিল দু দিন পরে আবার আমীনাকে রহীমের হাতে গতিয়ে দেবে। দেখতে তুমি, আজ যদি আমি রহীমকে টেনে না আন্‌তাম, ঠিক দিত মাগী গতিয়ে।

মুনঈম। তুমি ঠিক জান্‌তে পেরেছিলে আজ করীমার বিয়ে হবে নইলে একেবারে কাজী সঙ্গে করে আন্‌বে কেন?

জোঃরা। কেমন জামাই করেচি বল, ওর জন্যে আমীনা আর সলীমা দুটোতে চুলোচুলি করেচে। শুজা কিছু মন্দ ছেলে? কিন্তু ওকে বিয়ে করে, ওর কাছ থেকে তালাক নিয়ে আমীনা রহীমের কাছে ফিরে যেতে চাচ্ছিল। বুঝে দেখ কেমন জামাই।

মুনঈম। বেশ কথার বাধ্য দেখ্‌লাম। বল্‌বা মাত্র গুড়গুড় করে উঠে এল। নিতান্ত ভালমানুষের মত নিকা পড়লে, কোনও উচ্চ বাচ্য করে নি।

জোঃরা। দেখো তুমি, ও করীমার গোলাম হ'য়ে থাক্‌বে।

মুনঈম। তোমার যাদুবিদ্যে জানা আছে, আমাকে গোলাম করে রেখেছ; সেই বিদ্যে বুঝি মেয়েকে শিখিয়েছ।

জোঃরা। তুমি যাদু করবার মতন, তাই ত তোমাকে যাদু করেচি।

মুনঈম। সত্যি বল না। কোনও মন্তর তন্তর করেছিলে?

জোহরা। না গো না। পেটে বিদ্যে থাক্‌লে মন্তর তন্তর কত্তে হয় না।

(নেপথ্যে গোলমাল)

মুনঈম। কোথায় চেঁচামেচি হচ্ছে ?

জোহরা। করীমার ঘরের দিকে।

মুনঈম। না ; বাইরের দিকে, চাকররা বুঝি ঝগড়া কচ্চে।

জোহরা। বেটাদের আস্পদ্দা কম নয়। ঐখানে আমার মেয়ে জামাই শুয়েচে, বেটারা গোলমাল কচ্চে, দেও না বেটাদের ঘা কতক দিয়ে।

মুনঈম। যাগ গে, আজ অনেক খেটেচে বেচারারা।

জোহরা। আহা হা হা ! কি ননীর পুতুল গো। তুমিই ত নাই দিয়ে ওদের মাথায় তুলেছ। দেখ দেখি কি রকম চেঁচামিচি কর্চ্চে। তুমি গেলে না ; আচ্ছা আমি যাচ্ছি। ঝেঁটিয়ে বাড়ী থেকে বিদেয় করবো।

(উঠিয়া ঝাঁটা গ্রহণ)

মুনঈম। না না না, তোমায় যেতে হবে না, আমিই যাচ্চি।

[প্রস্থান।

জোহরা। যাচ্ছিলাম আমি, মিন্সে যেতে দিলে না, বেশ হাতের সুখটি হত। (ঝাঁটা আপসান)

(বেগে রহীমের প্রবেশ, পশ্চাৎ হইতে ঝাঁটা হাতে করীমার প্রবেশ ও রহীমকে ঝাঁটা প্রহার)

জোহরা। কি হয়েচে রে, কি হয়েচে ?

করীমা। আমাকে হারামজাদী বলে গাল দিয়েছে। (প্রহার)

জোহরা। তবে রে হারামজাদা পাজী নচ্ছার। (ঝাঁটা প্রহার)

(রহীমের চীৎকার ও ছুটাছুটী, জোহরা ও করীমার ঝাঁটা বৃষ্টি)

যবনিকা

সমাপ্ত